সৌন্দর্য্য তত্ত্ব 2.5

উৎসর্গ-পত্র।

যাঁহারা সংসারনিদাঘ-তাপতপ্ত জনগণের একমাত্র ছায়াবৃক্ষস্বরূপ, যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়াও জনসমাজের হিত-সাধনতৎপর, যাঁহাদের কৃপা ও সঙ্গ দুরন্তপার ভবসাগর-উত্তরণের একমাত্র তরণীস্বরূপ, যাঁহাদের করুণায় অজ্ঞ অল্পধী ব্যক্তিও সুদুর্লভ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ, এবং যাঁহারা দুর্ব্বোধ "সৌন্দর্য্যতত্ত্বের" একমাত্র সূত্রস্বরূপ, সেই মহাপুরুষগণের বরণীয় নামে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

নিবেদন।

কতিপয় বৎসর গত হইল ঢাকানগরী হইতে প্রকাশিত "ধূমকেতু" নামক মাসিক পত্রে আমি "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" নাম দিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধগুলিই বর্ত্তমান গ্রন্থের ভিত্তি। তৎপর বহুদিনের চিন্তা ও গবেষণার ফলে গ্রন্থের কলেবর বর্ত্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হস্তলিপি হইতে একটি প্রবন্ধ "ঢাকা রিভিউ"তে এবং একটি "বিজয়া" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথমাংশ গৌহাটী সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে। গৌহাটী সাহিত্য-সম্মিলনীর সভ্যগণের আগ্রহে ও উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ বিদ্বজ্জনসমাজে উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইয়াছি।

এই গ্রন্থ কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। তবে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে ইংরাজী, সংস্কৃত, এবং বাঙ্গলা বহুগ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গ্রন্থের কলেবরে ও ফুটনোটে অধিকাংশ গ্রন্থের নামই উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য গ্রন্থের শেষভাগে একটি গ্রন্থ-বিবরণীও (Bibliography) সংযোজিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান পুস্তকে অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত তত্ত্ব মহাজনগণের সাধনার বিষয়, উপলব্ধির বিষয়; তর্কযুক্তিদ্বারা উহার মর্ম্ম কাহাকেও বুঝান যায় না। যাঁহারা তত্ত্ববেত্তা, শাস্ত্রদ্রষ্টা তাঁহারাই ঋষি। তত্ত্বদর্শিগণের বাক্য বলিয়াই শাস্ত্র আদরণীয়। প্রকৃতির অতীত

জগৎসম্বন্ধে শাস্ত্র ও মহাজনগণই একমাত্র অবলম্বনীয়। তত্ত্ব-আলোচনাতে আমি মহাজনগণের পথই অবলম্বন করিয়াছি।

গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া পদে পদে আমার অক্ষমতা অনুভব করিয়াছি। অনেক সময়ই মহাকবি কালিদাসের "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরিব বামনঃ" শ্লোকাংশ মনে পড়িয়াছে। তবে এই পুস্তক পাঠোপযোগী করিতে যত্নের ত্রুটী করি নাই। আমার এই অকিঞ্চিৎকর চেষ্টা দ্বারা বঙ্গভাষার যৎসামান্য অভাবও পূর্ণ হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বহু বিষয়-সম্বলিত এই শ্রেণীর দার্শনিক গ্রন্থে ভ্রমপ্রমাদের একান্ত সম্ভাবনা। সুধীগণ দয়া করিয়া ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিলে পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংশোধন করিতে সচেষ্ট হইব।

বঙ্গীয় অম্বষ্ঠকবিগণের জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, আগরতলা "উমাকান্ত একাডেমী"র শিক্ষক শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ চৌধুরী, "বালকশ্রীকৃষ্ণ" প্রভৃতি গ্রন্থলেখক শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন,—ময়মনসিংহ জজাদালতের উকীল শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র লাহিড়ী, আঠারবাড়ী জমিদারের কুলগুরু ও স্থানীয় "জ্ঞানদা চতুষ্পাঠী"র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয় প্রুফ সংশোধন ও অন্যান্য প্রকারে কথঞ্চিৎ সহায়তা করিয়া আমার উপকার করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

শ্রীঅভয়কুমার গুহ।

ভূমিকা।

কোন কোন প্রথিতনামা প্রতীচ্য পণ্ডিতের মত এই যে ভারতবর্ষে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনাই হয় নাই। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ প্রকৃতির কিম্বা মানবীয় সৌন্দর্য্যের তথ্য-নিরূপণে সমর্থ হন নাই। ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বর্ণনা পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন কথাই উহাতে নাই। ভাস্কর্য্যে অথবা চিত্রে ভারতবাসিগণের প্রতিভা আদৌ প্রকাশ পায় নাই। পণ্ডিত-প্রবর প্রফেসার মেক্‌সমূলার ভারতীয় সৌন্দর্য্যবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত দিয়াছেন,—

"The question which you ask me has occupied my mind for many years. I remember Humboldt, when he was writing his Kosmos, asking me what the Indians thought of the Beautiful in Nature. I gave him several descriptions of Nature, which I believe he pnblished, but I had to tell him that the idea of the beautiful in Nature did not exist in the Hindu mind. It is the same with their descriptions of human beauty. They describe what they saw, they praise certain features; they compare them with other features in Nature; but the Beautiful as such does not exist for them. They never excelled either in sculpture or painting. * * * * *

Beautiful, sobhàna, means bright; pesàla, variegated, ramaniya, pleasant. The beauty of poetry is expressed by madhuni, the sweet things; the beauty of Nature by sobhà, splendour. Of course there is a goddess of beauty,

Sri, and Lakshmi, but they are both late, and they represent happiness rather than simple beauty. Even this negative evidence may be useful as showing what is essential for the development of the concept of the Beautiful. But it is strange, nevertheless, that a people so fond of the highest abstractions as the Hindus, should never have summarised their perceptions of the Beautiful."

Prof. Max Muller's Letter to Prof. Knight.

আপনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহা অনেক বৎসর যাবৎ আমার মন অধিকার করিয়া আছে। আমার স্মরণ হয় দার্শনিক হামবোল্‌ড তাঁহার কস্‌মস্ (Kosmos) নামক গ্রন্থ লিখিবার সময়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবিষয়ক মতের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের কতিপয় বর্ণনা আমি তাঁহাকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস হয় তাহা তিনি তাঁহার পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমার তাঁহাকে জানাইতে হইয়াছিল যে যথার্থ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবোধ হিন্দুগণের কোন কালেও ছিল না। তাঁহাদের মানবীয় সৌন্দর্য্যবিষয়ক বর্ণনা সম্বন্ধেও এই কথা সম্পূর্ণরূপে খাটে। যাহা তাঁহারা দেখিয়াছেন তাহাই তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন; কতিপয় লক্ষণ তাঁহারা প্রশংসা করিয়াছেন; এই সকল লক্ষণ প্রকৃতির অন্যান্য লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধ তাঁহাদের কখনও ছিল না। তাঁহারা ভাস্কর্য্যে অথবা চিত্রে কখনও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই।

* * * *

সুন্দর, শোভন, শব্দের অর্থ উজ্জ্বল; পেশল শব্দের অর্থ বিচিত্র; রমণীয় শব্দের অর্থ সুখকর। কবিতার সৌন্দর্য্য মধুনি (স্বাদু বস্তুসমূহ)

কথার দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে ; প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, শোভা—ঔজ্জ্বল্য কথার দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম—শ্রী ও লক্ষ্মী ; কিন্তু তাঁহারা পরবর্ত্তী সময়ে কল্পিত হইয়াছে। উক্ত দেবতাদ্বয় প্রকৃত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সুখের ভাবই অধিক প্রকাশ করে। সৌন্দর্য্যবোধের পক্ষে কি কি আবশ্যক এই শ্রেণীর নিষেধাত্মক সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায়। কিন্তু ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে যে হিন্দুজাতি সূক্ষ্মতম গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-বিষয়ক মত সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়া যান নাই।

প্রফেসার নাইট প্রফেসার মেক্‌সমূলারের মতই অনুসরণ করিয়াছেন। প্রফেসার নাইট বলেন,—

"It is perhaps the more remarkable that it should not have awakened earlier in India, when we remember that almost all the distinctive types of philosophical thought had sprung up, that a monistic as well as a dualistic conception of the world prevailed alongside of the popular polytheism and nature-worship. But there is scarcely a trace of a feeling for the Beautiful in the Brahmanical or Bhuddhist writings."

Prof. Knight's Philosophy of the Beautiful Vol I.

নাইটের কথার ভাবার্থ এই যে সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান প্রাচীন ভারতে উন্মিষিত না হওয়া বিস্ময়াবহ ব্যাপার। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বহু-দেবতাবাদ, প্রকৃতির উপাসনাবাদ প্রভৃতি অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য দার্শনিক মত প্রাচীন ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য কি বৌদ্ধগ্রন্থে সৌন্দর্য্যস্পৃহার চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোদ্ধৃত পণ্ডিতদ্বয়ের মত আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ

হয় নাই। ভারতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই—এরূপ বলিবার কোন হেতু আছে আমরা মনে করি না। ভট্টদ্বয়ের আশঙ্কা ভিত্তিহীন। পরবর্ত্তী আলোচনায় প্রকাশ পাইবে যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণের সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রৎ হইয়াছিল। অপি চ তাঁহারা সৌন্দর্য্যস্পৃহার তৃপ্তির জন্য কাব্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য ললিত কলা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা শুধু ললিত কলা সৃষ্টি করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা ও তাঁহাদের অন্তরেই সর্ব্বপ্রথমে উদিত হইয়াছিল। সৌন্দর্য্যের স্বরূপ ভারতীয় আর্য্যগণই সর্ব্ব প্রথমে নির্ণয় করিয়াছেন। গ্রীক দর্শনের জন্মের বহু পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা সারবান্ কথা এ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই। য়ুরোপীয় দর্শন বহুকালের আলোচনা ও গবেষণার পর ভারতীয় মতই সমর্থন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদ পৃথিবীর আদিগ্রন্থ। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার জেকবি জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুবলে খ্রিঃ পূঃ অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর বেদরচনার কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর তিলক খ্রিঃ পূঃ ৪৫০০ শতাব্দী বেদরচনার কাল বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মহামতি তিলকের "The Arctic Home in the Vedas" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল :—

"10000—8000 B. C.—The destruction of the original home by the last Ice Age and the commencement of the post-glacial period.

8000.—5000 B. C.—The age of migration from the original home. The survivors of the Aryan race roamed over

the northern parts of Europe and Asia in search of lands suitable for new settlements. The vernal equinox was then in the constellation of Punarvasu, and as Aditi is the presiding deity of Punarvasu, according to the terminology adopted by me in Orion, this may, therefore, be called the Aditi or the Pre-Orion Period.

5000—3000 B. C.—The Orion Period, when the equinox was in Orion. Many Vedic hymns can be traced to the early part of this period and the bards of the race seem to have not yet forgotten the real import or significance of the traditions of the Arctic home inherited by them. It was at this time that first attempts to reform the calendar and the sacrificial system appear to have been systematically made." *The Arctic Home in the Vedas* (first edition) p. 453.

খ্রিঃ পূঃ ১০০০০ হইতে ৮০০০ বৎসর। তুষারযুগে আদিম বাসভূমির বিনাশ এবং পরবর্ত্তী হিমযুগের আরম্ভ।

খ্রিঃ পূঃ ৮০০০ হইতে ৫০০০ বৎসর। আদিম বাসভূমি ছাড়িয়া দেশান্তরে গমনের যুগ। ধ্বংসাবশিষ্ট আর্য্যজাতির য়ুরোপ ও এসিয়ার উত্তরাংশে বাসের উপযোগী ভূমির সন্ধানে পরিভ্রমণ। বিষ্ণুপদী সেই সময় পুনর্ব্বসুনক্ষত্রমণ্ডলীতে ছিল। অদিতি পুনর্ব্বসুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিধায় আমার রচিত ওরাইয়ন্ নামক পুস্তকের পরিভাষা-অনুযায়ী, এই যুগকে অদিতি অথবা পূর্ব্ব-ওরাইয়ন্ যুগ বলা যাইতে পারে।

খ্রিঃ পূঃ ৫০০০ হইতে ৩০০০ বৎসর। ওরাইয়ন্ যুগ যখন বিষ্ণুপদী কালপুরুষনক্ষত্রমণ্ডলীতে ছিল। অধিকাংশ ঋক্‌গুলিই এই যুগের প্রথমভাগে রচিত হইয়াছে। সেই সময় ও, জাতীয় স্তুতিবাদকগণ উত্তরমেরুর বাসভূমিসম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া যান নাই। এই

যুগেই সর্ব্বপ্রথমে পঞ্জিকা ও যজ্ঞপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা রীতিমত আরব্ধ হইয়াছিল।

পণ্ডিতপ্রবর তিলকের মতে অধিকাংশ ঋক্‌ই খ্রিঃ পূঃ ৪৫০০ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। প্রফেসার ব্লুম্‌ফিল্‌ড, মুঁসো বার্থ, ডাক্তার বুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও অল্পাধিক পরিমাণে মহামতি তিলকের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার জেকবি ও প্রায় তদনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। মহামতি তিলকের মত কোন প্রকারে অযৌক্তিক বলা যাইতে পারে না।

বেদরচনার কাল খ্রিঃ পূঃ অন্ততঃ ৪৫০০ বৎসর ধরা হইলে বেদ যে পৃথিবীর আদি গ্রন্থ এ বিষয়ে দ্বিধা থাকিতে পারে না। য়ুহুদী জাতির প্রাচীন ধর্ম্মকাহিনী (Old Testament), মিশরদেশের মৃতদিগের কাহিনী (The Book of the Dead), বেবিলনীয় জাতির সংহিতা (The code of Hammurabi), পার্শী জাতির জেন্দাবেস্তা (Zend Avesta), এবং চীনদেশীয় কন্‌ফ্রিউসিয়াসের মূলবচন (Texts of Confucius) প্রভৃতি বেদের অনেক পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থ।

উপনিষদাবলী খ্রি পূঃ ২০০০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন। গোল্ডষ্টুকার প্রভৃতি অধিকাংশ পণ্ডিতই পাণিনিকে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে খ্রিঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী পাণিনির সময় বলা হইলে বেশী বলা হয় না। অধিকাংশ পণ্ডিতই এই মতের পক্ষপাতী। পাণিনিতে "মহাভারত" "যুধিষ্ঠির" "অর্জ্জুন" "নকুল" "সহদেব" প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। সুতরাং মহাভারত পাণিনির পূর্ব্বতন। বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন বঙ্কিমচন্দ্র খ্রিঃ পূঃ ১৫৩০ শতাব্দী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতযুদ্ধের অত্যল্প পরে মহাভারত রচিত হইয়াছে। অধিকাংশ

য়ুরোপীয় পণ্ডিত ও খ্রিঃ পূঃ দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীই মহাভারতের কাল—এরূপ অভিমত প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের অংশ বলিয়া চিরখ্যাত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ ভাগে "ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে" ইত্যাদি কথা লিখিত আছে। প্রাচীন সমস্ত পণ্ডিতগণই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে মহাভারতের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রাচীন মত উপেক্ষা করিবার কোন হেতু নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা "শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ" নামে প্রাচীনকাল হইতেই অভিহিত হইতেছে। পাণিনি "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" সূত্রে এই শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মসূত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসূত্রের কথা উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়,—

"ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভি র্বিনিশ্চিতৈঃ।" ৫, ত্রয়োদশ অধ্যায়।

"বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহহম্।" ১৫, পঞ্চদশ অধ্যায়।

ব্রহ্মসূত্রের অন্য নাম বেদান্ত। প্রাচীনকাল হইতেই ব্রহ্মসূত্রপদ বেদের অন্তভাগ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী—এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ্নিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব উপনিষদাবলী ব্রহ্মসূত্র অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। সুতরাং উপনিষদাবলী খ্রিঃ পূঃ ২০০০ বৎসরের ও পূর্ব্ববর্ত্তী এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

আমরা পৃথিবীর আদি গ্রন্থ বেদ ও জ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার উপনিষদাবলী আলোচনা করিয়া প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব যে অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় ঋষিগণের সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রৎ হইয়াছিল, এবং সৌন্দর্য্যের দর্শন ও ভারতেই সর্ব্বপ্রথমে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে।

ঋগ্বেদ প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সৌন্দর্য্যবর্ণনায় পূর্ণ। সৌন্দর্য্যবোধই সৌন্দর্য্যবর্ণনার জনক। সুতরাং বৈদিকযুগেই যে ভারতীয় ঋষিগণের সৌন্দর্য্যবোধ জাগরূক হইয়াছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে কতিপয় ঋক্ উদ্ধৃত করা গেল,—

১। সুসংদৃক্তে স্বনীক প্রতীকং বি যদ্রুক্মো ন রোচসে উপাকে।
দিবো ন তে তন্যতুরেতি শুষ্মশ্চিত্রো ন সূরঃ প্রতি চক্ষি ভানুং॥

৭ মণ্ডল, ৩ সূক্ত, ৬ ঋক্।

হে সুন্দরতেজোবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি যখন সূর্য্যের ন্যায় সমীপে দীপ্তি পাও, তখন তোমার রূপ সুদর্শনীয় হয়। তোমার তেজঃ অন্তরীক্ষ হইতে অশনির ন্যায় নির্গত হয়; তুমি দর্শনীয় সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় দীপ্তি প্রদর্শন করিয়া থাক।

২। সুরুক্মে হি সুপেশসাধি শ্রিয়া বিরাজতঃ। উষাসাবেহ সীদতাং॥

১ মণ্ডল, ১৮৮ সূক্ত, ৬ ঋক্।

শোভন আভরণযুক্ত ও সুন্দররূপবিশিষ্ট অহোরাত্র দেবতা শোভাশালী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা এই স্থলে উপবেশন করুন।

৩। যদিংদ্র চিত্র মেহনাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয় হস্ত্যা ভর॥

৫ মণ্ডল, ৩৯ সূক্ত, ১ ঋক্।

হে বজ্রধর ইন্দ্র! তোমার রূপ অতি বিচিত্র; হে ধনাধিপতি! মহামূল্য ধন তোমারই দেয়, অতএব তুমি ইহা উভয় হস্তে আমাদিগকে প্রদান কর।

৪। হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃগপাং নপাৎ সেদু হিরণ্যবর্ণঃ।
হিরণ্যযাৎ পরিযোনে র্নিষদ্যা হিরণ্যদা দদত্যন্নমস্মৈ॥

তদস্থানীকমুত চারু নামা পীচ্যং বর্ধতে নপ্তুরপাং।
যমিন্ধতে যুবতয়ঃ সমিত্থা হিরণ্যবর্ণং ঘৃতমন্নমস্য ॥

২ মণ্ডল, ৩৫ সূক্ত, ১০।১১ ঋক্।

সেই অপাংনপাৎ হিরণ্যরূপ, সুবর্ণময় ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ও হিরণ্যকান্তি-যুক্ত; তিনি হিরণ্যময় স্থানের উপর উপবেশন করতঃ শোভা পান; হিরণ্যদাতৃগণ তাঁহাকে অন্ন প্রদান করেন। ১০

অপাংনপাতের শরীর সুন্দর, নামও সুন্দর, এবং উভয়ই মেঘান্তর্হিত হইলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সঙ্গমনস্বভাববিশিষ্ট জলরাশি সেই হিরণ্যবর্ণ অপাংনপাৎকে অন্তরীক্ষে সম্যক্‌রূপে দীপ্তিযুক্ত করে, কেন না জলই তাঁহার অন্ন। ।১১

৫। যদদ্য ত্বা পুরুষ্টুত ব্রবাম দস্র মংতুমঃ। তৎসু নো মন্ম সাধয় ॥

৬ মণ্ডল, ৫৬ সূক্ত, ৪ ঋক্।

"হে বহু লোকের বন্দনীয়, মনোহরমূর্ত্তি, জ্ঞানসম্পন্ন পূষা! অদ্য আমরা যে ধন উদ্দেশ্য করিয়া তোমার স্তব করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সেই বাঞ্ছিত ধন প্রদান কর।"

৬। ইহ ব্রবীতু য ঈমংগ বেদাস্য বামস্য নিহিতং পদং বেঃ।
শীর্ষ্ণঃ ক্ষীরং দুহ্রতে গাবো বব্রিং বসানা উদকং পদাপুঃ ॥

১ মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত, ৭ ঋক্।

যিনি জানেন তিনি এই বক্ষ্যমাণ তত্ত্ব শীঘ্র বলুন। এই দৃশ্যমান গমনশীল সুন্দর আদিত্যের স্বরূপ অতি নিগূঢ়। তিনি শিরোবৎ উন্নত বর্ষাকালীন রশ্মি দ্বারা উদক ক্ষরণ করেন, এবং রূপাচ্ছাদক অতিবিস্তৃত তেজ দ্বারা সেই পথেই আবার উদক পান করেন।

৭। তে ক্ষোণীভিররুণেভি র্নাঞ্জিভী রুদ্রা ঋতস্য সদনেষু বাবৃধুঃ।
নিমেঘমানা অত্যেন পাজসা সুশ্চংদ্রং বর্ণং দধিরে সুপেশসং॥
২য় মণ্ডল, ৩৪ সূক্ত, ১৩ ঋক্।

রুদ্রপুত্র মরুৎগণ ক্ষোণী এবং অরুণবর্ণ অলঙ্কার সমন্বিত হইয়া জলের নিবাসভূত মেঘে বর্দ্ধিত হইয়াছেন। সততগামী শীঘ্রব্যাপক বল দ্বারা নিতরাং মেঘ হইতে জলাকর্ষণ করতঃ মরুৎগণ প্রীতিকর ও মনোহর লাবণ্য ধারণ করিতেছেন।

৮। দিবো ররাহমরুষং কপর্দিনং ত্বেষং রূপং নমসা নিহ্বয়ামহে।
হস্তে বিভ্রত্তেষজা বার্য্যাণি শর্ম বর্মচ্ছর্দিরস্মভ্যং যং সৎ॥
১ মণ্ডল, ১১৪ সূক্ত ৫ ঋক্।

সেই উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বরাহবৎ দৃঢ়াঙ্গ অরুণবর্ণ জটাধারী দীপ্তিমান্ উজ্জ্বল রূপধারীকে আমরা নমস্কার দ্বারা আহ্বান করি। তিনি হস্তে বরণীয় ভেষজ ধারণ করিয়া আমাদিগকে সুখ বর্ম্ম ও গৃহ প্রদান করুন।

ঋগ্বেদে শুধু প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের রূপের বর্ণনা পাওয়া যায় এমত নহে; পরমদেবতা বিষ্ণু মধুর উৎস ইহা বৈদিক আর্য্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেখুন বেদ কি বলিতেছেন,—

"যস্য ত্রী পূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মাণা স্বধয়া মদন্তি।
য উ ত্রিধাতু পৃথিবীমুত দ্যামেকো দাধার ভুবনানি বিশ্বা॥
তদস্য প্রিয়মভি পাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি।
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্ব উৎসঃ॥
১ মণ্ডল, ১৫৪ সূক্ত, ৪।৫ ঋক্।

যে বিষ্ণুর অক্ষীণ অমৃতপূর্ণ ত্রিসংখ্যক পদক্ষেপ, অন্ন দ্বারা (আশ্রিত-

গণের) হর্ষ উৎপাদন করে ; যিনি এককই ধাতুত্রয় পৃথিবী, দ্যুলোক, ও সমস্ত ভুবন ধারণ করিয়া থাকেন। ৪

দেবাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ যে প্রিয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হয়েন, আমি সেই পথ যেন প্রাপ্ত হই। উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরম পদে মধুর উৎস আছে, তিনিই প্রকৃত বন্ধু। ৫

যে পদ মধুর উৎস, অমৃতের ভাণ্ডার তাহা কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে ? তাই বৈদিক ঋষিগণ নির্নিমেষ নয়নে সেই পরম পদের সৌন্দর্য্য সুধা পান করিতেন। ঋগ্বেদে আছে,—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি স্থরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততং ॥

১ মণ্ডল, ২২ সূক্ত, ২০ ঋক্।

আকাশে সর্ব্বতোবিসারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন।

বৈদিক যুগেই ললিতকলার শিরোমণি কবিতা ও গীতির বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কয়েকটি ঋক্ উদ্ধৃত করা হইল,—

১। "মিমীহি শ্লোকমাস্যে পর্জন্য ইব ততনঃ।
গায় গায়ত্রমুকৃথ্যং ॥ ১ম, ৩৮ সূক্ত, ১৪ ঋক্।

মুখে শ্লোক রচনা কর, মেঘের ন্যায় তাহা বিস্তার কর। উকৃথস্তুতি-বিশিষ্ট গায়ত্রীছন্দে রচিত সূক্ত গান কর।

২। ইংদ্রমিদ্‌গাথিনো বৃহদিংদ্রমর্কেভিরর্কিণঃ। ইংদ্রং বাণীরনুষত ॥
১ মণ্ডল, ৭ সূক্ত, ১ ঋক্।

গাথাকারেরা সামবেদের বৃহৎ গাথা দ্বারা, অর্কিগণ ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্বারা, বাণীকারেরা যজুর্ব্বেদের বাণীদ্বারা ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছেন।

৩। গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিনোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥

১ মণ্ডল, ১০ সূক্ত, ১ ঋক্।

"হে শতক্রতু! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চ্চকেরা অর্চ্চনীয় তোমাকে অর্চ্চনা করে; নর্ত্তকেরা যেরূপ বংশখণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারেরা তোমাকে সেইরূপ উন্নত করে।

৪। কারুরহং ততো ভিষগুপলপ্রক্ষিণী ননা।
নানাধিয়ো বসূযবোঽনুগা ইব তস্থিমেং দ্রায়েং দো পরি স্রব॥

৯ মণ্ডল, ১১২ সূক্ত, ৩ ঋক্।

আমি স্তোতা, আমার পুত্র চিকিৎসক, আমার কন্যা প্রস্তরের উপর যব ভর্জ্জন করেন। আমাদের প্রত্যেকের কার্য্য পৃথক্। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধনকামনাতে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব হে সোম! ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।

৫। গাথপতিং মেধপতিং রুদ্রং জলাষভেষজং।
তৎশংয়োঃ সুম্নমীমহে॥

১ মণ্ডল, ৪৩ সূক্ত, ৪ ঋক্।

রুদ্র গাথাপতি (স্তোতা), যজ্ঞপালক ও ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ। আমরা বৃহস্পতি-পুত্র শংযুর ন্যায় সেই সর্ব্ব প্রজা-হিতকর সুখ যাচ্ঞা করি।

বৈদিক আর্য্যগণ বিবিধ ছন্দের বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহারা বিবিধ ছন্দে কবিতা রচনা করিতেন। ঋগ্বেদে আছে,—

"গায়ত্রেণ প্রতি মিমীতে অর্কমর্কেণ সামত্রৈষ্টুভেন বাকং।
বাকেন বাকং দ্বিপদা চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ॥

জগতা সিন্ধুং দিব্যস্তভাযদ্রথংতরে সূর্য্যং পর্য্যপশ্যৎ।
গায়ত্রস্য সমিধস্তিস্র আহুস্ততো মহ্না প্ররিরিচে মহিত্বা॥

১ মণ্ডল, ১৬৪ সূক্ত, ২৪।২৫ ঋক্।

তিনি গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা অর্চ্চনামন্ত্র রচনা করেন, অর্ক দ্বারা সাম রচনা করেন; ত্রিষ্টুভ দ্বারা বাক নির্ম্মাণ করেন; দ্বিপাদ ও চতুষ্পাদ বাক্ দ্বারা অনুবাক রচনা করেন; এবং তাঁহারা অক্ষর যোজনা দ্বারা সপ্ত ছন্দঃ রচনা করেন। ২৪

তিনি জগতী ছন্দোযুক্ত ঋগুৎপন্ন সাম দ্বারা দ্যুলোকে উদকের স্যন্দক আদিত্যকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন; রথন্তর নামক গায়ত্র্যুৎপন্ন সাম দ্বারা সূর্য্যকে দর্শন করিয়াছেন। পণ্ডিতেরা বলেন গায়ত্র্যুৎপন্ন সামের তিন পদ, অতএব গায়ত্রী, মাহাত্ম্যও ওজস্বিতায় অন্য সকলকে অতিক্রম করে।

বাক্যের রসাত্মকতার উপর কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে—ইহা বৈদিক ঋষিগণের জানা ছিল। নিম্নলিখিত দুইটি ঋক্ হইতে আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে.—

১। ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনং।
রাস্বা চ নো অমৃত মর্তভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃল॥

১ মণ্ডল, ১১৪ সূক্ত, ৬ ঋক্।

রসযুক্ত মধুঘৃতাদি অপেক্ষা অধিক মধুর অতিশয় হর্ষজনক স্তুতিবাক্য মরুৎগণের পিতা রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হইতেছে, ইহাতে স্তোতার বৃদ্ধি সাধন হয়। হে মরণরহিত রুদ্র মনুষ্যের ভোগপর্য্যাপ্ত অন্ন আমাদিগকে দাও ও পুত্র-পৌত্রাদি দ্বারা সুখী কর।

২। মধ্ব উষু মধূযুবা রুদ্রা সিষক্তি পিপ্যুষী।
যৎ সমুদ্রাতি পর্ষথঃ পক্বাঃ পৃক্ষো ভরং ত বাং ॥

৫ মণ্ডল, ৭৩ সূক্ত, ৮ ঋক্।

হে মধুর সোমরস মিশ্রণকারী রুদ্রগণ! আমাদিগের পুষ্টিকরী স্তুতি মধুর রস দ্বারা তোমাদিগের সেবা করিতেছে; তোমরা অন্তরীক্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া যজ্ঞে আগমন কর; সুপক্ক হব্য তোমাদিগকে পোষণ করিতেছে।

ভারতীয় আর্য্যগণের সৌন্দর্য্যবোধ শুধু কাব্য ও সঙ্গীতের আকারে প্রকাশ পায় নাই, উহা স্থাপত্য এবং অন্যান্য কলার আকারেও প্রকাশ পাইয়াছে। নিম্নলিখিত ঋক্‌গুলিই উহার প্রমাণ,—

১। রাজানাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে সহস্রস্থূণ আসাতে ॥

২য় মণ্ডল, ৪১ সূক্ত, ৫ ঋক্।

সর্ব্বজন-প্রিয় রাজা মিত্রাবরুণ সুদৃঢ় উত্তম সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়া থাকেন।

২। অক্রবিহস্তা সুকৃতে পরস্পা
যং ত্রাসাথে বরুণেলাস্বন্তঃ
রাজানা ক্ষত্রং অহৃণীয়মানা,
সহস্রস্থূণং বিভৃথঃ স দ্বৌ ॥

৫ মণ্ডল, ৬২ সূক্ত, ৬ ঋক্।

হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা দুই জনই যাগভূমিতে প্রকৃত দানশূর রাজা। তোমরা অক্রোধী সাধুকর্ম্মাদিগকে মুক্তি দান কর ও যাহারা অন্য হইতে ত্রাস পায় তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক। তোমরা যেমন সহস্র-স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদ যজমানদিগের জন্য ধারণ কর তদ্রূপ অপরিমিত বল ও ধারণ করিয়া থাক।

৩। "শতং অশ্মন্ময়ীনাং
পুরাং ইন্দ্রো ব্যাস্যৎ।
দিবোদাসায় দাশুষে॥"—৪ মণ্ডল, ৩০ সূক্ত, ২০ ঋক্।

ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে শম্বরের এক শত পাষাণ নির্ম্মিত পুরী দান করিয়াছিলেন।

৪। "অধা মহী ন আয়সী
অনাধৃষ্টো নৃপীতয়ে।
পূর্ভবা শতভুজিঃ॥"—৭ মণ্ডল, ১৫ সূক্ত, ১৪ ঋক্।

হে অগ্নি, অজেয় তুমি আমাদিগের নরগণের রক্ষার্থ সম্প্রতি মহতী লৌহনির্ম্মিত পুরী হও।

৫। "যথা বঃ স্বাহাগ্নয়ে দাশেম
পরীলাভি ঘৃতবদ্ভিশ্চ হব্যৈঃ।
তেভি র্নো অগ্নে অমিতৈ র্মহোভিঃ
শতং পূর্ভি রায়সীভি র্নিপাহি॥"—৭ মণ্ডল, ৩ সূক্ত, ৭ ঋক্।

আমরা যেরূপ গব্য ও ঘৃতযুক্ত হব্যের দ্বারা স্বাহা প্রদানে তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিব, হে অগ্নি! তুমিও সেইরূপ অমিত তেজোবলে অপরিমিত হিরণ্ময়ী নগরী দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

৬। ইংদ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ।
ছর্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ॥
৬ মণ্ডল, ৪৬ সূক্ত, ৯ ঋক্।

হে ইন্দ্র! হব্যরূপ ধনসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ও আমাকে এরূপ একটি গৃহ প্রদান কর, যাহা ত্রিভূমিক, শীতাতপবর্ষা-নিবারক, সমৃদ্ধ ও

আচ্ছাদনযুক্ত। আমাদিগের নিকট হইতে দীপ্তিসম্পন্ন (শত্রুপ্রেরিত আয়ুধসকল) দূরীকৃত কর।

৭। তক্ষন্রথং সুবৃতং বিদ্মনাপসস্তক্ষন্ হরী ইংদ্র বাহা বৃষণ্বস্থ।
তক্ষন্ পিতৃভ্যামৃভবো যুবদ্বয়স্তক্ষন্বৎসায় মাতরং সচাভুবং॥
১ মণ্ডল, ১১১ সূক্ত, ১ ঋক্।

উৎকৃষ্ট-জ্ঞানসম্পন্ন শিল্পী ঋভুগণ (অশ্বিদয়ের জন্য) সুচক্র রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রের বাহক হরি নামক বলবান অশ্বদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং স্বকীয় বৃদ্ধ পিতামাতাকে যৌবন দান করিয়াছিলেন, এবং বৎসকে তাহার সহচর গাভী দান করিয়াছিলেন।

৮। "যে অংজিষু যে বাশীষু স্বভানবঃ স্রক্ষু রুক্মেষু খাদিষু।
শ্রায়া রথেষু ধন্বসু॥"—৫মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত, ৪ ঋক্।

হে মরুৎগণ! যে সকল প্রসিদ্ধ দীপ্তি তোমাদিগের আভরণে, অস্ত্রে, মাল্যে, ও (বক্ষের) সুবর্ণ আভরণে ও (পদের) আভরণে শোভা পাই-তেছে এবং রথ ও শরাসন আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে, (আমরা তৎ-সমুদয়ের স্তব করিতেছি)।

ইহা ব্যতীত ৭।৯৫।১ ঋকে অয়োনির্ম্মিত পুরী, ৭।৮৮।৫ ঋকে সহস্রদ্বার গৃহ, ৪।৩২।২৩ ঋকে দ্রুপদ (stage) ও পুত্তলিকা, এবং ৫।৭৩।১০ ঋকে রথশিল্পীর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ২।৩৪।১৩ ঋকে ক্ষোণী, ২।৪৩।৩ ঋকে কর্করি, ৬।৪৭।২৯ ঋকে দুন্দুভি এবং ১।৮৫।১০ ঋকে বীণানামক বাদ্য-যন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। অন্যান্য ব্যবহারিক শিল্পের কথাও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। অনাবশ্যক বোধে তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করা গেল না। প্রফেসার নাইটকলা সম্বন্ধে বলেন,—

"Art is primarily the result of the perception and love of the Beautiful."

কলা প্রধানতঃ সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ও অনুরাগ হইতে জন্মলাভ করে।

সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগই যদি কলার জন্মপরিগ্রহের কারণ হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর আদি কাব্য—ঋগ্বেদ, ও আদি গীতি—সামবেদ, কি আর্য্যগণের সৌন্দর্য্যানুভূতির নিদর্শন নহে ? বেদে যে সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট-রাজপ্রাসাদ, লৌহনির্ম্মিত নগরী, ত্রিধাতুনির্ম্মিত গৃহ, সুনির্ম্মিত রথ প্রভৃতির কথা পাওয়া যায় উহা কি ভারতীয় ঋষিগণের সৌন্দর্য্যবোধের পরিচায়ক নহে ? ক্ষোণী, কর্করি, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র কি প্রাচীন আর্য্যগণের সৌন্দর্য্যানুরাগের কাহিনী বিবৃত করে না ? ঋগ্বেদের কবিত্বময়ী উষার বর্ণনা, সামবেদের পবিত্র গীতলহরী যদি আর্য্যগণের সৌন্দর্য্যবোধের নিদর্শন না হয় তবে জগতে সৌন্দর্য্যবোধের নিদর্শন যে কি আছে আমরা জানি না। ললিতকলার শিরোমণি কবিতা ও গীতি ভারতেই সর্ব্বপ্রথমে জন্মলাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে ; ভারতীয় আর্য্যগণই সর্ব্বপ্রথমে সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় সভ্যতা গ্রীকদিগের সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীকজাতির কাব্য দর্শন প্রভৃতি খ্রিঃ পূঃ নবম কি দশম শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন নহে। অন্ধকবি হোমার খ্রিঃ পূঃ দশম কি নবম শতাব্দীর, হিসিয়ড্ (Hesiod) খ্রিঃ পূঃ নবম শতাব্দীর লোক ছিলেন। থেলস্ (Thales) খ্রিঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর, পিথাগোরাস্ (Pythagoras) খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর, সক্রেটিস্ পঞ্চম শতাব্দীর লোক ছিলেন। প্লেটো এবং এরিষ্টটল্ উহারও পরবর্ত্তী সময়ের লোক। তাই ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যেসময় য়ুরোপ অজ্ঞানতিমিরাবৃত ছিল, যে সময়ে মিশর, বেবিলোনীয়া, এসিরিয়া, গ্রীস, স্কেণ্ডেনেভিয়া, পারস্য ও চীনদেশে দর্শনের নাম গন্ধও ছিল না, সেই সময় সৌন্দর্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব ভারতীয় ঋষিগণের

নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় ভারতীয় ঋষিগণ সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

১। "যদ্ বৈ তৎ সুকৃতং রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ

যিনি সুকৃত তিনিই রসস্বরূপ। রসস্বরূপের রস প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দিত হয়।

২। "তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"
—মুণ্ডকোপনিষৎ

যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। ধীর ব্যক্তিগণ বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার ঐ রূপ দর্শন করেন।

৩। "এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"
—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় ব্রাহ্মণ

ইহাই জীবের পরম গতি, ইহাই পরম সম্পৎ, ইহাই পরম লোক, ইহাই পরম আনন্দ। অন্য ভূত সকল এই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া আনন্দিত হয়।

৪। "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"—মুণ্ডকোপনিষৎ

পরমাত্মার প্রকাশেই সমস্ত অনুপ্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

খ্রিঃ পূঃ অন্ততঃ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিগণ সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই সার কথা। প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেহই ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বসাকেঁ (Bosanquet) তাঁহার

History of Aesthetic নামক গ্রন্থে য়ুরোপীয় প্রাচীন আধুনিক সমস্ত সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—

"Among the ancients the fundamental theory of the beautiful was connected with the notions of rhythm, symmetry, harmony of parts ; in short, with the general formula of unity in variety. Among the moderns we find that more emphasis is laid on the idea of significance, expressiveness, the utterance of all that life contains ; in general, on the conception of the characteristic. If these two elements are reduced to a common denomination, there suggests itself as a comprehensive definition of the beautiful, "That which has characteristic or individual expressiveness for sense-perception or imagination, subject to the conditions of general or abstract expressiveness in the same medium."

প্রাচীন প্রধান দার্শনিকগণের সৌন্দর্য্যবাদ ধ্বনির শ্রুতিমধুর প্রবাহ, অঙ্গবিন্যাস, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে উহা বহুত্বের মধ্যে একত্বের উপর স্থাপিত ছিল। আধুনিক পণ্ডিতগণ গূঢ়ার্থ, ব্যঞ্জকতা, জীবনে যাহা কিছু আছে তাহার প্রকাশের উপর অধিক জোর দিয়াছেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে নব্য পণ্ডিতগণের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত বস্তুর প্রকৃতিনির্দ্দেশক ধর্ম্মের উপর (Characteristic) স্থাপিত হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক এই উপকরণসমূহকে এক সাধারণ সংজ্ঞায় পরিণত করা হইলে আমরা সৌন্দর্য্যের এই ব্যাপক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হই : "যাহা গুণগত প্রকাশের অবস্থাধীনত্বে থাকিয়া আমাদের অনুভূতি অথবা কল্পনাবৃত্তির নিকট ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ পায় তাহাই সুন্দর।"

দার্শনিক বসাকেঁ সমস্ত মত আলোচনা করিয়া বস্তুর প্রকৃতিনির্দ্দেশক ধর্ম্মকেই (Characteristic) সৌন্দর্য্যের মূলস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী আলোচনায় বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইতে চলিয়াছে। ভট্ট কেরিট (Carritt) সমস্ত মত আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—

"If any point can be thought to have emerged from the foregoing considerations it is this : that in the history of aesthetic we may discover a growing consensus of emphasis upon the doctrine that all beauty is the expression of what may be generally called emotion, and thatall such expression is beautiful."—*Carfitt's Theory of Beauty* (*1914*).

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে যদি কোন স্থির সিদ্ধান্ত পাওয়া গিয়া থাকে তাহা এই : সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের ইতিহাসপর্য্যালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে অধিকাংশ পণ্ডিতই বর্ত্তমানে সৌন্দর্য্যকে উচ্চ শ্রেণীর ভাবের প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, এবং তাঁহারা ইহাও বলিতেছেন যে উচ্চ ভাবের প্রকাশই সৌন্দর্য্য।

হার্ট (Hirt) সৌন্দর্য্যের মূলে প্রকৃতিনির্দ্দেশক ধর্ম্ম (Characteristic), গেটে (Goethe) নিগূঢ় ধর্ম্মের প্রকাশ (Significance), হিগেল প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্য (Shining of the idea), এবং হার্টমেন শুধু ঔজ্জ্বল্য (Shine) দেখিতে পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মগবেষণার অনুবলে সৌন্দর্য্যের মূলে উচ্চ ভাব (Emotion) দেখিতে পাইতেছেন। ভারতীয় ঋষিগণ রস অথবা আনন্দকে সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমস্ত রস রসস্বরূপ ভগবানের রস, সমস্ত আনন্দ আনন্দস্বরূপের আনন্দ। সুতরাং সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূলে তাঁহারা ভগবানের আনন্দরূপ দেখিতে পাইয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম অন্ততঃ খ্রিঃ পূঃ

২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ও সভ্যতা তাহার নিকট হার মানিয়াছে। তাহা অপেক্ষা উপাদেয় কথা এ পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারেন নাই।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যগণ ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বস্তুর ধারণাযোগ্য গঠনের সহিত বস্তুর সৌন্দর্য্যের যোগ। বস্তুর বৃহত্ত্ব, ঐশ্বর্য্যাধিক্য প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধের বিরোধী। ঋগ্বেদে আছে,—

"স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।"—

১ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ৯ ঋক্

পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের নিকট সেইরূপ হও; মঙ্গলার্থ আমাদিগের নিকটে সমবেত হও।

ঋগ্বেদের অন্য স্থানে আছে,—

চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্কভি র্যুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবং॥

১মণ্ডল, ১৫৫ সূক্ত, ৬ঋক্

বিষ্ণু গতিবিশেষদ্বারা বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট, চতুর্নবতি কালাবয়বকে চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট হইয়াও স্তুতি দ্বারা পরিমেয়; তিনি যুবা, অকুমার, এবং আহ্বানে আগমন করেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে,—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপহিতং মুখং তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে পূষন্নেকর্ষে-যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি।"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, পঞ্চম অধ্যায়, পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ

জ্যোতির্ম্ময় আবরণ দ্বারা সত্যস্বরূপের মুখ আবৃত রহিয়াছে। হে জগৎপোষক সত্যধর্ম্মানুষ্ঠানশীল আমার সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত তাহা উন্মোচন কর। হে জগৎপোষক, হে মুখ্যজ্ঞান, হে সর্ব্বসংযমনশীল, হে জ্যোতিঃস্বরূপ, হে প্রাজাপত্য, তোমার রশ্মিসমূহ সংযত কর, তোমার তেজ উপসংহার কর। তোমার যে অতি মধুর রূপ, তাহা আমি তোমার প্রসাদে সন্দর্শন করি।

যিনি সর্ব্বব্যাপী, বৃহৎ, ভক্তের সৌন্দর্য্যপিপাসা মিটাইবার জন্য তিনিই পরিচ্ছিন্ন সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে প্রকট হন। মানুষ যে রূপ অনায়াসে ধরিতে পারে, ছুঁইতে পারে সেইরূপে দর্শন না দিলে মানুষ বিশ্বরূপকে ধরিতে পারিবে কেন? পরমেশ্বরের বৃহত্ত্ব, ঐশ্বর্য্য, প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধের বিরোধী। অনায়াসে অধিগম্য গঠনের সহিত সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক এই কথা কতিপয় প্রবীণ পাশ্চাত্য দার্শনিকও বলিয়াছেন। বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় ঋষিশাস্ত্রে এই কথা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে। আমরা গ্রন্থের শেষভাগে এই তত্ত্ব যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।

ইংলণ্ডে সাধারণতঃ সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানকে মনোবিজ্ঞান বা শারীরবিজ্ঞানের অংশরূপে গ্রহণ করিয়া উহার আলোচনা হইয়াছে। তাহার ফলে সৌন্দর্য্য মানসিক অবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পক্ষান্তরে জর্ম্মণি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সাধারণতঃ সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানকে দর্শনশাস্ত্রের অংশরূপে গ্রহণ করিয়া উহার আলোচনা হইয়াছে। তাহার ফলে সৌন্দর্য্যের বস্তুগত অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। ফিকটে, সেলিঙ, হিগেল, শোপেনহর, লিভেক্, কুজ্যাঁ, রেভাইসন প্রভৃতি অধিকাংশ প্রবীণ প্রাচ্য দার্শনিকই সৌন্দর্য্যের বস্তুগত বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আমরাও বর্ত্তমান গ্রন্থে সৌন্দর্য্য শুধু আমাদের মানসিক অবস্থা নহে, উহার বস্তুগত

বাহ্য অস্তিত্ব আছে,—ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রফেসার সেথ্ (Prof. Seth) এ বিষয়ে বেশ যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন। আমরা এ স্থলে তাঁহার মত উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। প্রফেসার সেথ্ বলেন,—

"Unless, indeed, we conceive our faculties to be constructed on some arbitrary plan which puts them out of relation to the facts with which they have to deal, we have a prima facie right to treat beauty as an objective determination of things."

Vide his article on "Philosophy" in Encyclopedia Britannica 11th edition.

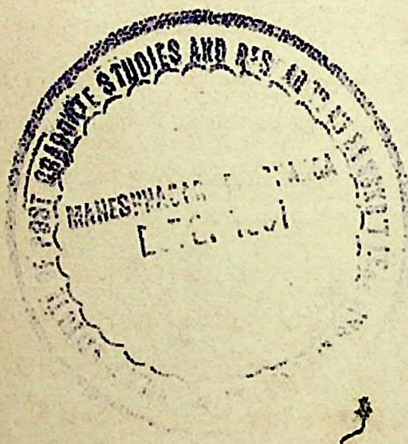
প্রফেসার সেথের কথার ভাবার্থ এই যে আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি বিশৃঙ্খলভাবে গঠিত নয়। তাহাদের যোগেই বিষয়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং আমরা প্রাথমিক দৃষ্টিতেই সৌন্দর্য্যের বাহ্য বস্তুগত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য।

বস্তুতে এমন কি আছে যাহার জন্য উহাকে সুন্দর বলি এবং বস্তুর এই দিকের সহিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্বের কি সম্বন্ধ—ইহাই বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থের প্রথম ভাগে আমরা প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্ণয় করিয়াছি। তৎপর আমরা প্রধান প্রধান প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দার্শনিকগণের মত সংক্ষেপতঃ আলোচনা করিয়া আমাদের নিজ মত গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। তত্ত্বদর্শিগণ বলেন তত্ত্ব এক অদ্বয় জ্ঞান। সমস্ত সত্তাই এক অদ্বিতীয় পুরুষের প্রকাশ মাত্র। এক অদ্বিতীয় পুরুষই একভাবে জড়, একভাবে জীব, এবং একভাবে জড় ও জীবের অতীত। তিনি ভিন্ন জগতে কোন সত্তা নাই, কোন তত্ত্ব নাই। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব অদ্বয়-জ্ঞানের রসের দিকের, আনন্দের দিকের প্রকাশ মাত্র। সুতরাং

সৌন্দর্য্যতত্ত্বকে অন্যতত্ত্ব হইতে একান্তরূপে পৃথক্ করিয়া আলোচনা করার সুবিধা নাই ও হইতে পারে না। তাই সৌন্দর্য্যের স্বরূপজিজ্ঞাসু আমাদিগকে বর্ত্তমান গ্রন্থে জড়তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব সংক্ষেপতঃ আলোচনা করিতে হইয়াছে।

শ্রীঅভয়কুমার গুহ।

সূচীপত্র।



সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব।

প্রতিপাদ্য বিষয়-নির্ণয়।

এই বিশ্বের যে দিকে কেন দৃষ্টিপাত করি না, মন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। মনোরম দৃশ্যসমূহ নয়নপথে পতিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। একবার ধীরভাবে নক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখিতে পাইবেন, মন কি এক অভিনব রসে আপ্লুত হয়। তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জার্ম্মাণ্ দার্শনিক কাণ্ট (Kant) বলিয়াছেন;—"দুইটি বস্তুর বিষয় আমি যতই চিন্তা করি, ততই আমার মন বিস্ময় ও ভক্তিরসে আর্দ্র হয়, সেই দুইটি বস্তু—নক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশ ও অন্তরস্থিত কর্ত্তব্য বুদ্ধি।" *

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (Plato) জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। † শুধু জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কেন, গিরি, নদ, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের যাহাই কেন অবলোকন করুন না, মন সৌন্দর্য্যে মোহিত হইবে। স্বর্ণ, রৌপ্যাদি খনিজ পদার্থগুলিরই বা কত শোভা! পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সমস্তই বিশ্বনিয়ন্তার সুচারু কারুকার্য্যের

---

* "Two things there are, which, the oftener and the more steadfastly we consider them, fill the mind with an evernew and ever rising admiration and reverence; the starry heaven above and the Moral Law within." *Kant quoted in Hamilton's Metaphysics Vol II p. 515.*

† "The heavenly bodies are the most beautiful of all visible bodies." *Republic, Book VIII.*

পরিচয় প্রদান করিতেছে। দৃশ্যমান্ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য। কবিবর মিল্টনের মতে মনুষ্যের মধ্যে নারীজাতি সৌন্দর্য্যসম্পদের বিশেষভাবে অধিকারিণী। * ফ্রান্সদেশের একজন প্রধান চিন্তাশীল লেখক আগষ্ট কোম্‌থ (Auguste Comte) নারীজাতির গুণে ও সৌন্দর্য্যে এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, নারীজাতিই মনুষ্যের একমাত্র উপাস্য—ইহা তিনি জগতে প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। † নারীজাতির সৌন্দর্য্যাবলম্বনে কত উপন্যাস, কত নাটক, কত কাব্য লিখিত হইয়াছে। দৃশ্যমান্ জগৎ ব্যতীত চিন্ময় জগতেরও সৌন্দর্য্য আছে। পণ্ডিতগণ স্বভাব, মনোবৃত্তি, আত্মা ও ভগবানের সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া থাকেন। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিবার মনুষ্যের শক্তি কোথায়? মনুষ্যের সৌন্দর্য্যস্পৃহা স্বাভাবিক। মানুষ সুন্দর চায়, সুন্দর জিনিস ভালবাসে। § মানুষ শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত নহে, তাহারা প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুরূপ করিয়া জিনিস নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, এবং কল্পনা ও চিন্তাশক্তির সাহায্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া থাকে। সৌন্দর্য্যস্পৃহা হইতেই ললিত কলার (Fine arts) উৎপত্তি হইয়াছে।

---

* Oh fairest of creation ! last and best
Of all God's works ! creature in whom excell'd
Whatever can to sight or thought be form'd,
Holy, divine, good, amiable or sweet !

Paradise Lost Book IX,
Lines 896—899.

† "It is, above all, humanity that represents divine perfection and in humanity it is woman that should be the object of worship."

§ Cf. "There is but one power to which all are eager to bow down, to which all take pride in paying homage ; and that is the power of beauty."

Hare's 'Guesses at Truth', p. 354.

দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা সৌন্দর্য্যস্পৃহা তৃপ্তির জন্য স্থপতিবিদ্যা (Architecture), ভাস্করবিদ্যা (Sculpture) এবং চিত্রবিদ্যার (Painting) উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সৌন্দর্য্যস্পৃহা তৃপ্তির জন্য সঙ্গীত বিদ্যার (Music) সৃষ্টি হইয়াছে। ভাবে ও চিন্তায় সৌন্দর্য্যস্পৃহার তৃপ্তির জন্য কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে।

মনুষ্যের সৌন্দর্য্যস্পৃহা এতদূর বলবতী যে, তাহারা তাহাদের ব্যবহারের জিনিসগুলি সুন্দর না হইলে সন্তুষ্ট হয় না। পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর হওয়া চাই, বাসভবন সুন্দর হওয়া চাই, অন্যান্য সমস্ত জিনিসই সুন্দর হওয়া চাই। ব্যবহার্য্য জিনিসে সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া এরূপ ভাবা উচিত নহে, যাহা ব্যবহার্য্য তাহাই সুন্দর। সৌন্দর্য্যের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। এই সকল লক্ষণদ্বারা সৌন্দর্য্যকে বস্তুর অন্যান্য গুণ হইতে পৃথক্ করা যায়। এই লক্ষণ কয়েকটি স্মরণ রাখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সুন্দর ও হিতকর কখনই এক পদার্থ নহে। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক কাণ্ট (Kant) সৌন্দর্য্যের এই কয়েকটি বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ;—

(ক) ইহা আমাদিগকে স্থায়ী (permanent) এবং বিমল (refined) আনন্দ প্রদান করে। * ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাজনিত সুখ, অল্পকালস্থায়ী ও পরিণামে ক্লেশদায়ক। † কিন্তু সৌন্দর্য্যের আনন্দ অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ; তাহা পরিণামে ক্লেশদায়ক নহে।

---

* A thing of beauty is a joy for ever :
Its loveliness increases ; it will never
Pass into nothingness. — *Keats*, '*Endymion*'.

† Cf. "Beauty, if it light well, maketh virtues shine and vices blush."—Bacon, 'Essays' XLIII.

"সৌন্দর্য্য আমাদের প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া আনিয়াছে। জগতের সঙ্গে আমাদের কেবল মাত্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ না রাখিয়া আনন্দের সম্বন্ধ পাতাইয়াছে।"
কবিবর রবীন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাজনিত সুখ সম্বন্ধে কবি যথার্থই বলিয়াছেন,—

"আপাতমধুর পাপ কার্য্যকালে বটে।
পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে ॥"

(খ) ইহা আমাদিগকে নিঃস্বার্থ (disinterested) ও অনপেক্ষ (immediate) আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। সৌন্দর্য্যের জন্যই সুন্দর জিনিসের আদর। অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধির অথবা অভাব দূরীকরণের জন্য তাহারা সমাদৃত হয় না। সৌন্দর্য্যের সহিত আত্মসুখের ইচ্ছা জড়িত করিলে সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। * আত্মসুখের ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া মানুষ সুন্দর গোলাপফুল বৃন্তচ্যুত করে, সুন্দরী উপভোগের জন্য লালায়িত হয়। মনুষ্যের এই আত্মসুখের ইচ্ছার অসারত্ব দেখাইবার জন্যই যেন কবি বলিয়াছেন,—

"ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না উটি লজ্জাবতী লতা
একান্ত সঙ্কোচ ক'রে, একধারে আছে স'রে,
ছুঁয়ো না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।"

(গ) ইহা বিশ্বজনীন (universal) আনন্দের খনি। সুন্দর জিনিস এক সময়ে বহু লোককে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সেক্সপিয়রের কবিতা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। সঙ্গীত বল, কাব্য বল, চিত্র বল, সমস্ত সুন্দর জিনিসই বহু লোককে এক সময়ে বিমল আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। এই সার্ব্বভৌমিকত্ব সৌন্দর্য্যের এক বিশেষ লক্ষণ।

সুকুমার কলার বিশ্লেষণ দ্বারা সৌন্দর্য্যের এই কয়েকটি বিশেষত্ব নির্ণীত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যে এই কয়েকটি বিশেষত্ব বর্ত্তমান আছে—ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত।

---

* "প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পূরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে সৌন্দ-

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনুষ্যের সৌন্দর্য্যস্পৃহা স্বাভাবিক। শিশু ও অসভ্যজাতিতে পর্য্যন্ত এই সৌন্দর্য্যস্পৃহার ক্রিয়া সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। যাহা কিছু সুন্দর তাহার প্রতি শিশুর ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। শিশুকে একখানা সুন্দর কাপড় দেও, সে আনন্দে নৃত্য করিবে; আকাশের চাঁদ সুন্দর, তাই শিশু হাত বাড়াইয়া বলে, "আমায় চাঁদ ধরিয়া দেও।" গারো, কুকী প্রভৃতি সমস্ত অসভ্যজাতীয় স্ত্রীলোক ও পুরুষ তাহাদের দেহ নানাপ্রকারে শোভিত করে। তাহাদের সুন্দর জিনিসের প্রতি সহজ আকর্ষণ দৃষ্ট হয়। তাই মনে হয় যে মানবপ্রাণে সৌন্দর্য্যস্পৃহা স্বভাবতঃই আছে, শিক্ষাদ্বারা উহা উজ্জ্বল হয় মাত্র।

সৌন্দর্য্যস্পৃহা স্বাভাবিক ইহা কোন কোন পণ্ডিত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ডারুইন (Darwin) বলেন,—সৌন্দর্য্যস্পৃহা যৌননির্ব্বাচনে উৎপন্ন হইয়াছে। ময়ূরীর সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলিয়া ময়ূর সুন্দর হইয়াছে। মানবের নারীদেহের উপর আকস্মিক অনুরাগ থাকায় নারী সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হইয়াছেন। ডারুইন মানবের নারীদেহের উপর স্বাভাবিক অনুরাগ থাকার কথা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ডারুইনের মত দ্বারা সৌন্দর্য্যস্পৃহার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করি না। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদের অন্যতর প্রবর্ত্তক আলফ্রেড্ রাসেল ওয়ালেশ বলেন যৌননির্ব্বাচনে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি হয় নাই। সৌন্দর্য্যস্পৃহা জীবনসংগ্রামে কোন আনুকূল্য করে না, সুতরাং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে কোন প্রকারে বলা যাইতে পারে না। সেই জন্য ওয়ালেশ্ বাধ্য হইয়া সৌন্দর্য্যস্পৃহার উৎপত্তির জন্য কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির আশ্রয়

র্য্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন, তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে, ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।"
কবিবর রবীন্দ্রনাথ।

গ্রহণ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কোন্‌ কোন জীবতাত্ত্বিক পণ্ডিত সৌন্দর্য্যস্পৃহাকে জাতীয় অভিব্যক্তির একটা আকস্মিক আগন্তুক-ফল (bye-product of evolution) বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে জীবন রক্ষার অনুকূল বিবিধ ধর্ম্মের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এমন দুই একটা ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, যাহার জীবনে কোন উপযোগিতা নাই। এই সকল আগন্তুক পরিবর্ত্তন জীবনরক্ষার অনুকূল না ও হইতে পারে। সৌন্দর্য্যস্পৃহা জাতীয় অভিব্যক্তির এই শ্রেণীর একটা আকস্মিক আগন্তুক ফল মাত্র। তদুত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আকস্মিকভাবে কোন বিষয়ের উৎপত্তি-ব্যাখ্যা কখনই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। স্পেনসার বলেন,—মনুষ্য আদিম অবস্থায় তাহাদের বৃত্তির ব্যবহার জানে না। তাই তাহাদের শক্তি সঞ্চিত থাকে। সঞ্চিত শক্তির প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। মনোবৃত্তির ব্যবহার হইতে আনন্দের উৎপত্তি হয়। এই আনন্দ স্মৃতি-সাহচর্য্যের নিয়মের (Laws of association of Ideas) সাহায্যে সংযুক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া সৌন্দর্য্যজ আনন্দরূপে পরিণত হয়। জেম্‌স্‌ সালি যথার্থই বলিয়াছেন, এই মত দ্বারা বর্ণ ও স্বরের প্রতি মানবের স্বাভাবিক অনুরাগের উৎপত্তি কোন প্রকারেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। * কোন কোন পণ্ডিত বলেন সৌন্দর্য্যস্পৃহা স্বাভাবিক। কিন্তু সৌন্দর্য্যস্পৃহার বর্ত্তমান স্বাভাবিকত্ব পূর্ব্বপুরুষগণের পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতার সঞ্চারিত ফল মাত্র। মানবের পূর্ব্বপুরুষগণের কোন্‌ অভিজ্ঞতার ফলে এই সৌন্দর্য্যস্পৃহার উৎপত্তি হইল—তাঁহারা প্রদর্শন করেন নাই। পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, প্রসিদ্ধ বিবর্ত্তনবাদিগণ সৌন্দর্য্যস্পৃহার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ

* *Vide James Sully's article on Aesthetics in Encyclopedia Britannica.*

হইয়াছেন। বিবর্ত্তনবাদের সাহায্যে সৌন্দর্য্যস্পৃহার উৎপত্তি যুক্তিযুক্তরূপে বুঝান যাইতে পারে—এরূপ মনে হয় না। * তাই সম্ভবতঃ প্রফেসর বেনও সৌন্দর্য্যস্পৃহার স্বাভাবিকত্ব অস্বীকার করেন নাই।

স্বীকার করা গেল, মনুষ্যের সৌন্দর্য্যস্পৃহা স্বাভাবিক এবং সৌন্দর্য্যের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল উক্তি দ্বারা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মূল প্রশ্নের কিছুই মীমাংসা হইতেছে না। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মূলপ্রশ্ন এই যে, বিশেষ লক্ষণযুক্ত সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি পদার্থ? সুন্দর জিনিসে এমন কি আছে যাহার জন্য তাহাকে সুন্দর বলি? প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত, পণ্ডিতগণ এবিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। গবেষণার ফলে সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। সৌন্দর্য্য-বিষয়ক চিন্তা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—দার্শনিক (metaphysical) ও বৈজ্ঞানিক (scientific)। দার্শনিকগণ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন জড়বস্তুর নিজের কোন সৌন্দর্য্য নাই, কোন ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ এই বস্তুতে প্রতিভাত হয় বলিয়া জড়বস্তু সুন্দর দেখায়। লিভেকের (Leveque) মতে এই অতীন্দ্রিয় পদার্থ সামান্য শক্তি মাত্র, রিডের (Ried) মতে ভগবান্, প্লেটোর (Plato) মতে স্বয়ম্ভূত আকৃতি ও প্রতিকৃতি, (self-existent forms and ideas) এবং হিগেলের মতে নিরপেক্ষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (Absolute)। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিকগণ ইথার ব্যতীত অন্য কোন

---

* "In cases of remarkable development of special emotions, cultivation or habit has usually been superadded to nature. *A strong natural bent* becomes stronger by asserting itself; and acquiring the confirmation of habit; besides which, education and influence from without may create a strong feeling out of one, not strong originally." *Bain's psychology, p. 286.*

অতীন্দ্রিয় বস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষজ্ঞান (experience) একমাত্র সত্যলাভ করিবার উপায়। তাঁহারা সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ দ্বারা সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এরিষ্টটেল, ডিডেরো, হোগার্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনের অতীত সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বিশ্লেষণ-প্রণালীর সহায়তায় সৌন্দর্য্যের স্বভাব নির্ণয় করিয়াছেন। এলিসন (Alison) বলেন, সৌন্দর্য্য মনের ভাব ও চিন্তার উপর নির্ভর করে। মনের ভাব ও চিন্তা স্মৃতিসাহচর্য্যের নিয়মের সাহায্যে বহির্জগতের বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয় বলিয়া তাহারা সুন্দর দেখায়। তিনি মনের অতীত সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। বেন, স্পেন্‌সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে সৌন্দর্য্য আংশিক পরিমাণে বহির্জগতের উদ্দীপনাতে, আংশিক পরিমাণে জ্ঞানেন্দ্রিয়-চালনার উপর, এবং আংশিক পরিমাণে ভাব ও স্মৃতিসাহচর্য্যের নিয়মের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পণ্ডিতগণই প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া বিশ্লেষণ-প্রণালীর সাহায্যে সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিষয়ক মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের চিন্তাপ্রণালী বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিষয়ক প্রায় সমস্ত মতই ইহার কোন না কোন শ্রেণীর অন্তর্গত।

আমাদের আলোচ্য বিষয় কি—তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, কলার বিবৃতি ভিন্ন সাধারণভাবে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এই মতের বিশেষ কোন সারবত্তা আছে এরূপ মনে হয় না। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সহিত কলা ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না; কলার বিশ্লেষণদ্বারা সৌন্দর্য্যের উপাদান ও প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য

হইয়াছে—ইহাও নিঃসন্দেহ। তাই বলিয়া কলার বিবৃতি ভিন্ন সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি—সুন্দর বস্তুতে এমন কি আছে যেজন্য উহাকে সুন্দর বলি,—ইহা সাধারণভাবে আলোচনা ও নির্ণয় হইতে পারে না—এ কথা স্বীকার্য্য নহে। জেমস্ সালি যথার্থই বলিয়াছেন,—"But this is to confuse a general aesthetic theory—what the Germans call 'General Aesthetics' with a theory of art." *

সালির কথার ভাবার্থ এই যে এরূপ বলা হইলে কলাবাদের সহিত সাধারণ সৌন্দর্য্যবাদের,—জার্ম্মাণ্ দর্শনের সাধারণ সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের আদৌ কোন পার্থক্য থাকে না।

বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা প্রধান প্রধান প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকগণের মত সমালোচনা করিয়া পরিশেষে আমাদের নিজ মত ব্যক্ত করিব। যত দুর জানা যায় পাশ্চাত্য ভূভাগে গ্রীকদার্শনিকগণই সর্ব্বপ্রথমে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচনার বিষয় করিয়াছেন। তাই আমরা সর্ব্বপ্রথমে গ্রীকদার্শনিকগণের মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রীক দার্শনিকদিগের মত।

Socrates. পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের জন্মদাতা সক্রেটিস্ বলেন, সুন্দর ও উত্তম (good) অথবা হিতকর (useful) একই জিনিস। সুন্দর জিনিস আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি করে বলিয়া সুন্দর। বিষ্ঠার ঝুড়ি কর্ম্মসাধনোপযোগী বলিয়া সুন্দর, স্বর্ণনির্ম্মিত ঢাল কর্ম্মসাধনের অনুপযোগী বলিয়া কুৎসিত। † তিনি শুধু পার্থিব প্রয়োজনীয়তাসিদ্ধির

* Vide James Sully's Article on "*Aesthetics*" in *Encyclopedia Britannica 11th edition.*

† He holds that the beautiful and the good (or useful) are

দিক হইতে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন; সৌন্দর্য্যের ভাবের দিক সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কেহই তাঁহার মতের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য প্লেটো তাঁহার মতের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

Plato. সক্রেটিসের সুযোগ্য শিষ্য প্লেটো সক্রেটিসের মুখে হিপিয়াস্ মেজর (Hippias Major) নামক গ্রন্থে সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিষয়ক কতকগুলি মতের আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ উপযোগী (suitable) জিনিসকে সুন্দর বলা হয়। ফলতঃ উপযোগিতা, জিনিসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে মাত্র, কিন্তু উহা প্রকৃত সৌন্দর্য্য নহে। দ্বিতীয়তঃ সুন্দর ও হিতকর (useful) একই পদার্থ—এরূপ বলা হয়। কিন্তু সুন্দর ও হিতকর কথনই এক পদার্থ হইতে পারে না। শক্তি যখন হিতকর কার্য্যে প্রযুক্ত হয় তখন যথার্থই সুন্দর; কিন্তু শক্তি অহিতকর কার্য্যেও প্রযুক্ত হইতে পারে; সুতরাং সুন্দর না-ও হইতে পারে। যদি বল যে, শক্তি উত্তম উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে তাহা সুন্দর হয়, তবে তুমি উত্তমকে (good) কারণ, সুন্দরকে কার্য্য করিতেছ। ফলতঃ তাহারা দুই পৃথক্ জিনিস লইয়া দাঁড়াইতেছে; সুতরাং তোমার মত অসঙ্গত। তৃতীয়তঃ, অনেকে সুন্দরকে সুখদায়কের (Pleasurable) প্রকারভেদ মাত্র মনে করেন। এইরূপ বলা হয়, যাহা আমাদিগকে শুধু চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা সুখ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাই সুন্দর। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সৌন্দর্য্যজনিত সুখকে অন্যান্য সুখ হইতে প্রভেদ

---

the same ; a dungbasket, if it answers its end, may be a beautiful thing, while a golden shield, not well formed for use, is an ugly thing.

(*Memorabilia III. 8.*)

করার কারণ কি ? যদি বলা হয় যে সৌন্দর্য্যজ সুখ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বোত্তম, তাই তাহারা অন্যান্য শ্রেণীর সুখ হইতে ভিন্ন, তবে সুন্দরকে কারণ ও উত্তম সুখকে কার্য্য করা হয়। সুতরাং সুন্দর ও উত্তমের সুখ—দুই পৃথক্ জিনিস হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত চক্ষু ও কর্ণদ্বারা লব্ধ সুখের প্রকার ভেদকে সৌন্দর্য্য বলিয়া মনে করেন। প্লেটো বহু শতাব্দী পূর্ব্বে তাহাদের মত খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

প্লেটো তাঁহার নিজ মত রিপাব্লিক (Republic) নামক গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই প্রকৃত স্বয়ম্ভূত আকৃতি আছে। এই সকল আকৃতি ও প্রতিকৃতিই নিরপেক্ষরূপে (absolutely) সুন্দর। * এই সকল আকৃতি ইন্দ্রিয়াতীত কিন্তু বিচার-গম্য। এই আদর্শ আকৃতিসমূহ যে পরিমাণে বস্তুতে প্রতিভাত হয়, তাহারা সেই পরিমাণে সুন্দর। এই স্বয়ম্ভূত আকৃতি ও প্রতিকৃতিই সমস্ত সুন্দর জিনিসের মূলকারণরূপে বিদ্যমান আছে। § জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতি ও আকৃতি, আদর্শ-আকৃতি ও গতির অনেকটা অনুরূপ—তাই তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। প্লেটোই সর্ব্বপ্রথমে বহুত্বের মধ্যে একত্বকে সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। প্লেটো ললিতকলার সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে অনেকটা ঔদাসীন্য

---

* "Ideas are not only the pre-existing causes of all real things, but the highest and most delightful objects of human reason."

§ "It is only this absolute beauty, he tells us, which deserves the name of beauty, and this is beautiful in every manner, and the ground of beauty in all things."

প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার কথিত আদর্শ-আকৃতি ও প্রতিকৃতি-সমূহ জড়জগতে ও জীবজগতে কি প্রণালীতে কাজ করিতেছে—তাহা তিনি প্রদর্শন করেন নাই।

Aristotle. প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটেল বিশ্লেষণ-প্রণালীর সাহায্যে সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপকরণ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্যের (absolute beauty) অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন উত্তম (good) ও সুন্দর পৃথক্ জিনিস। গতি-শীল পদার্থ সর্ব্বদাই উত্তম, গতিহীন পদার্থ সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহারা উত্তম নহে। সৌন্দর্য্য আমাদিগকে অনপেক্ষ নিঃস্বার্থ বিমল আনন্দ প্রদান করে—ইহা তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পাশ্চাত্য-জগতে প্রচার করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বস্তুর সৌন্দর্য্য সুচারু বিন্যাস (orderly arrangement) ও পরিমিত আয়তনের (certain magnitude) উপর নির্ভর করে। বস্তু খুব ছোট অথবা খুব বড় হইলে সুন্দর হয় না। বস্তুর আয়তন এরূপ হওয়া চাই যেন উহা সহজে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতে পারে।* বৃহৎ বস্তুও সম্যক্‌রূপে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইলে তাহা সুন্দর হইতে পারে। এরিষ্টটেল বলেন ললিতকলা আমা-দিগকে অনপেক্ষ ও বিশুদ্ধ আনন্দ দেয়; তদুদ্দেশ্যেই তাহারা সৃষ্ট। ব্যব-হার্য্য শিল্প (mechanical arts) প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত ললিতকলার বিভাগ অসম্পূর্ণ। তাঁহার মতে অনুকরণই

---

* "The universal elements of Beauty, Aristotle finds to be order, symmetry, and definiteness or determinateness; he adds that a certain magnitude is desirable. Hence an animal may be too small to be beautiful; it may be too large, when it cannot be surveyed as a whole." *vide Aristotle's Metaphysics and Poetics.*

কলার লক্ষ্য, অনুকরণই কলার জীবন। তিনি বলেন, কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্য—তিনই বিভিন্ন প্রকারে মানবের কার্য্য, ভাব, ও চরিত্র অনুকরণ করে; কাব্য ছন্দোদ্বারা, সঙ্গীত সুস্বর দ্বারা ও নৃত্য অঙ্গভঙ্গির দ্বারা মানবের অনুকরণ করে। প্রকৃতির অনুকরণ করাই চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর-বিদ্যার লক্ষ্য। স্থপতিবিদ্যা সম্বন্ধে তিনি আদৌ কোন কথাই বলেন নাই। এরিষ্টটেল বৈজ্ঞানিক ভাবে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি—তাহা তিনি প্রদর্শন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

Plotinus. আলেকজেণ্ড্রিয়ান দার্শনিক প্লটিনাশ বলেন অদ্বয় মঙ্গলতত্ত্ব (absolute good) বিষয়াত্মক প্রজ্ঞার (objective reason) উৎপত্তিকারণ। * এই প্রজ্ঞা নিরপেক্ষরূপে সুন্দর। এই প্রজ্ঞাতে সমুদয় আদর্শআকৃতি ও প্রতিকৃতি নিহিত আছে। এই প্রজ্ঞা গতিশীল, জড়বস্তু মৃত। এই প্রজ্ঞা স্বগতিদ্বারা জড়বস্তুকে আকৃতিসম্পন্ন করে।

আকৃতিসম্পন্ন বস্তু সুন্দর। যে পরিমাণে এই প্রজ্ঞা জড়বস্তু সমূহে কাজ করে, সেই পরিমাণে তাহারা সুন্দর। যে সব বস্তুতে প্রজ্ঞা কাজ করে না, তাহারাই কুৎসিত। † অন্য কথায় বলিতে গেলে প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধ প্রকাশই সৌন্দর্য্য। §

---

* তাঁহার রচিত Enneades নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† "Matter thus formed becomes a notion and this form is beauty. Objects are ugly so far as they are unacted by Reason and so remain formless."

§ "Beauty in its ultimate or metaphysical character is an expression, a shining forth of spirit in some particular form or shape."

প্রকাশের তারতম্যানুসারে সৌন্দর্য্যের তিনটি স্তর আছে: (ক) মানবীয় প্রজ্ঞার (human reason) সৌন্দর্য্য * ; এই সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (খ) মানবীয় আত্মার (soul) সৌন্দর্য্য ; দেহের সহিত আত্মা সংযুক্ত থাকাতে ইহার সৌন্দর্য্য তদপেক্ষা কম। (গ) প্রাকৃত বস্তুর (real objects) সৌন্দর্য্য ; ইহাদের সৌন্দর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কম। সৌন্দর্য্যের আকৃতি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে অবিভাজ্যবস্তু তাহাদের একত্ব ও সহজ-বোধ্যতা হেতু সুন্দর। কোন স্থলে সৌসামঞ্জস্য (symmetry) সৌন্দর্য্যের আকৃতি—এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি বর্ণের সৌন্দর্য্যের খুব প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিল্পীর মানসিক আদর্শসমূহ প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে সুন্দর। প্রজ্ঞা কি প্রকারে জড়জগতে ও জীবজগতে কাজ করিয়া ইহাদিগকে সৌন্দর্য্য সম্পন্ন করিতেছে—ইহা তিনি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই।

Saint Augustine. † সেণ্ট আগষ্টিন বলেন, ভগবান্ অনন্ত মঙ্গল, সত্য ও সৌন্দর্য্যের আকর। § তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা বস্তুসমূহের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করেন। বস্তুসমূহে যে পরিমাণে ভগবদ্‌সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, তাহারা সেই পরিমাণে সুন্দর। একত্বই সমস্ত সৌন্দর্য্যের

---

* "The beauty of the human reason is the highest."

Enneades.

† Cf. "Truth, and goodness, and beauty are but different faces of the same All." *Emerson.*

§ "Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters
That doat upon each other, friends to man,
Living together under the same roof,
And never can be sunder'd without tears." *Tennyson.*

আকৃতি। * যে বস্তুর অংশসমূহ একসূত্রে সুচারুরূপে পরস্পরের সহিত গ্রথিত, সেই বস্তুই সুন্দর। ঈশ্বরকর্ত্তৃকই বস্তুসমূহের একত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। ভগবদ্‌সৌন্দর্য্যই জড় ও জীবজগতের সৌন্দর্য্যের কারণ। দুঃখের কথা এই যে, সেণ্ট আগষ্টিনের রচিত সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থখানি জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার রচিত মূলগ্রন্থ সাধকমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইত—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিষয়ে জার্ম্মাণ দার্শনিকদিগের মত।

সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অন্বেষণে গ্রীসদেশের পরেই জর্ম্মণিতে পদার্পণ করা গেল। চিন্তার সাদৃশ্যের দিক্ হইতে বিচার করিতে গেলে গ্রীক্ দার্শনিক-দিগের পরেই জার্ম্মাণ দার্শনিকদিগের মত আলোচ্য। তাই গ্রীক্ দার্শনিকদিগের পরেই জার্ম্মাণ দার্শনিকদিগের মত ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম।

Baumgarten. জর্ম্মণিতে বমগার্টনই সর্ব্বপ্রথমে সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের সীমা-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে দার্শনিক উলফ (Wolff) ও লেবনিজ (Leibnitz) উজ্জ্বল জ্ঞানের কার্য্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা অনুজ্জ্বল জ্ঞানের (Confused conception) কার্য্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। বমগার্টন বলেন আমাদের প্রত্যেক আন্তরিক বৃত্তিরই এক একটি লক্ষ্য আছে। প্রত্যেক বৃত্তিই লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিয়া পূর্ণত্ব (perfection) লাভ করে। আমাদের

---

* "Unity is the form of all beauty. Infinite good, truth, and beauty are the attributes of the Deity, and communicated by Him to things."

উজ্জ্বল জ্ঞানের লক্ষ্য সত্য, অনুজ্জ্বল জ্ঞানের (obscure or sensuous knowledge) লক্ষ্য সৌন্দর্য্য, এবং আমাদের ইচ্ছাবৃত্তির লক্ষ্য মঙ্গল (goodness)। আমাদের অনুজ্জ্বল অথবা ইন্দ্রিয়সম্ভূত জ্ঞানের পূর্ণত্বই সৌন্দর্য্য, এবং যাহা পূর্ণত্বলাভের প্রতিবাদী তাহাই কুৎসিত।* উজ্জ্বল জ্ঞানের সহিত তর্কবিজ্ঞানের সম্পর্ক; সৌন্দর্য্যের সহিত ইন্দ্রিয়-সম্ভূত জ্ঞানের সম্পর্ক। দার্শনিক লেবনিজ তাঁহার প্রচারিত পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলাবাদ-(Theory of Pre-established Harmony) অনুযায়ী বর্ত্তমান পৃথিবী সম্ভাবিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট পৃথিবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত মত অনুসরণ করিয়া বমগার্টন বলেন প্রকৃতিই সৌন্দর্য্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ। প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুকরণই কলাবিদ্যার উচ্চতম লক্ষ্য। পূর্ণত্বের উপর বস্তুর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে ইহা দার্শনিক লেবনিজও প্রচার করিয়াছেন; † কিন্তু ইন্দ্রিয়-সম্ভূত জ্ঞানের পূর্ণত্বের উপরই সৌন্দর্য্য নির্ভর করে—ইহা লেবনিজ কোথাও বলেন নাই। ইন্দ্রিয়সম্ভূত জ্ঞানের সহিত সৌন্দর্য্যের সম্পর্ক ইহা বমগার্টনই জর্ম্মণিতে সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করিয়াছেন। তর্ক-

---

* "The beautiful is defined by Baumgarten as the perfection of sensuous knowledge, and the ugly is that which struggles against this perfection."

† Compare : "Beauty is perfection." *P. Sorian.*

"Beauty is perfection unmodified by a predominating expression." *Hare's 'Guesses at Truth' p. 79.*

"Beauty is truth, truth beauty,—that is all
Ye know on earth, all ye need to
Know." *Keats, 'Ode on a Grecian Urn.'*

বিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া বম্‌গার্টন্ জগতের কল্যাণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি সৌন্দর্য্যের ভাবের দিক্ উপেক্ষা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভাবই সৌন্দর্য্যের প্রাণ। বম্‌গার্টনের মত একদেশদর্শী।

Kant :—সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ দার্শনিক কাণ্টের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত জানিতে হইলে, তাঁহার সমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার দর্শন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্যবিষয়ক মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কাণ্ট তাঁহার দর্শন-শাস্ত্রে বস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। এই বিচার প্রণালীর তিনটি শাখা—(ক) উজ্জ্বল জ্ঞানসম্বন্ধীয় বিচার; এই অংশে তিনি জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞানলাভের সহজ (Apriori) উপকরণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (খ) কার্য্যোপযোগী জ্ঞানসম্বন্ধীয় বিচার; এই অংশে তিনি ইচ্ছাশক্তির সহজ উপকরণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (গ) রুচি সম্বন্ধীয় বিচার; এই অংশে তিনি সুখদুঃখের সহজ উপকরণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই রুচি সম্বন্ধীয় বিচার দুই ভাগে বিভক্ত —সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ও উদ্দেশ্যতত্ত্ব। কাণ্ট সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বর্গচতুষ্টয়ের (four categories) দিক্ হইতে আলোচনা করিয়াছেন। গুণতঃ (In quality) সৌন্দর্য্য আমাদিগকে নিঃস্বার্থ আনন্দ প্রদান করে। প্রীতিকর (agreeable) ও উত্তমের (good) আনন্দ স্বার্থজড়িত আনন্দ; কিন্তু সুন্দরের আনন্দ সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ বিবর্জ্জিত আনন্দ। এই লক্ষণ দ্বারা সুন্দরকে প্রীতিকর (agreeable) ও উত্তম (good) হইতে পৃথক্ করা যায়। পরিমাণে (In quantity) ইহা বিশ্বজনীন আনন্দ। প্রত্যেক সুন্দর জিনিসই দর্শক মাত্রের আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। আমাদের সৌন্দর্য্যবিষয়ক অবগতি (judgment)

একবাচক (singular), সাধারণ (universal) নহে। এক শ্রেণীর সমস্ত জিনিস সুন্দর,—এই শ্রেণীর সাধারণ অবগতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। সম্বন্ধে (In relation) ইহা উদ্দেশ্যবিহীন উপযোগিতা। সুন্দর জিনিসের এক অংশ অপর অংশের উপযোগী—এক অংশ অপর অংশের সহিত একসূত্রে সুচারুরূপে গ্রথিত। এই উপযোগিতা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন সিদ্ধি করে না; সৌন্দর্য্যই সুন্দর জিনিসের অংশসমূহের উপযোগিতার একমাত্র উদ্দেশ্য। * আকারে (In modality) ইহা অপরিহার্য্য আনন্দ (necessary satisfaction)। প্রীতিকর আমাদিগকে সুখ দেয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সুন্দর সকলকে অপরিহার্য্যরূপে আনন্দ প্রদান করে †। কাণ্টের মতে সৌন্দর্য্যের মনোতিরিক্ত কোন বাহ্য অস্তিত্ব নাই। সুন্দরের নিঃস্বার্থ অপরিহার্য্য আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতা মানবীয় মনের ধর্ম্ম। কাণ্ট সম্ভবতঃ ইংরাজ দার্শনিক হিউম্ (Hume) হইতে তাঁহার সৌন্দর্য্যবিষয়কমত সংগঠনে সহায়তা পাইয়াছেন। হিউম্ বলেন, সৌন্দর্য্য বস্তুর কোন গুণ নহে; ইহা সম্পূর্ণরূপে মানসিক ব্যাপার ‡। কাণ্ট কলা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; (ক)

---

* But compare Herder : "All beauty includes significance, and cannot affect us apart from a notion of perfection."

"The beautiful must be desired as well as satisfying, and the good be loved as well as prized."

† "That is beautiful which pleases (quality), which pleases all (quantity), which pleases without interest and without a concept (relation), and pleases necessarily (modality)." Weber's 'History fo Philosophy'.

‡ "Beauty is no quality in things themselves ; but it exists merely in the mind which contemplates them." Hume's Essays xxii.

মুখপ্রসূত কলা (বাগ্মিতা ও কবিত্ব) ; (খ) দৃশ্য পদার্থ সম্বন্ধীয় কলা (স্থপতি বিদ্যা ও চিত্র বিদ্যা) ; (গ) ভাবসম্বন্ধীয় কলা—সঙ্গীত ও বর্ণ-শিল্প (colour-art)। তিনি কলার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কাণ্ট সৌন্দর্য্যের যে কয়েকটি বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে গৃহীত হইয়াছে। কাণ্ট সৌন্দর্য্যের রসের দিক্ উপেক্ষা করিয়াছেন।

Schelling :—সেলিঙ সৌন্দর্য্যবাদ তাঁহার প্রচারিত অধ্যাত্মবাদের (Transcendental Idealism) উপর স্থাপিত করিয়াছেন। সেলিঙ বলেন জ্ঞাতা (subject) ও জ্ঞেয় (object) অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব, জ্ঞেয় ভিন্নও জ্ঞাতার অস্তিত্ব অসম্ভব। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিপরীত দিক্‌প্রদর্শক দুই কেন্দ্র—কিন্তু অভিন্নরূপে যুক্ত। এক নিরপেক্ষ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (Absolute) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; প্রজ্ঞাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব-সম্বন্ধের উপর সেলিঙের অধ্যাত্মবাদ স্থাপিত হইয়াছে। তিনি দর্শন-শাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধীয়, (খ) ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয়, (গ) কলাবিদ্যা সম্বন্ধীয়। শেষোক্ত দর্শনে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রকৃত সম্মিলন প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একত্ব অর্দ্ধ-লুক্কায়িত থাকে ; কলাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একত্ব পরিষ্কাররূপে উপলব্ধ হয়। কলার উপভোগকালে প্রজ্ঞা তাহার নিজ স্বরূপ—নিরপেক্ষ 'জ্ঞান লাভ' করিতে সমর্থ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সুখও পাইয়া থাকে *। কলাতে কলাবিদের মানসী

---

* "Only in the work of art does intelligence reach a perfect perception of its real self. This is accompanied by a feeling of infinite satisfaction, all mystery being solved. Through the

মূর্ত্তিই কলারূপে পরিণত হয়, অনন্ত সান্তরূপে পরিণত হয়। অনন্তের সান্তরূপই সৌন্দর্য্য *। সেলিঙের মতে কলা দর্শনশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। কলার সৌন্দর্য্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতপক্ষে কলাই ঈশ্বর †। সৌন্দর্য্যের আকৃতি সম্বন্ধে সেলিঙের মত অস্পষ্ট। কোন স্থলে বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৌন্দর্য্যের আকৃতি,—এরূপ বলিয়াছেন। অন্য স্থলে প্লেটোর ন্যায় সুন্দর বস্তুর মৌলিক আদর্শ আছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেলিঙ প্রাকৃত বস্তুর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। তিনিও সৌন্দর্য্যের রসের উপেক্ষা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে রসই সৌন্দর্য্যের জীবন।

Hegel :—প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক হিগেলের মত বুঝিতে হইলে তাঁহার সমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। তাঁহার দর্শনশাস্ত্র একটি মূল সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ‡ এই মূল সূত্র প্রজ্ঞা বা অদ্বয় (Absolute or Thought)। তাঁহার সমগ্র দর্শন প্রজ্ঞা বা অদ্বয়ের স্বগতির (self-movement of the Absolute) উপর স্থাপিত হইয়াছে। সমস্ত জড় ও জীবজগৎ এই অদ্বয়ের প্রকাশ। এই অদ্বয়জ্ঞান, জড়

---

creative activity of the artist the absolute reveals itself in the perfect identity of subject and object."

* Beauty is 'the infinite represented in finite form.'

† "Art, religion, and revelation are one and the same thing, superior even to philosophy. Philosophy conceives God ; art is God. Knowledge is the ideal presence, art the real presence of the Deity." Weber's History of Philosophy p. 493.

‡ "Simple apprehension, Judgment, and reason, do indeed constitute chapters in a book, but they collapse in man into a single force, faculty, or Virtue, that has these three sides. That

ও জীবজগতে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইতেছে। কোথাও শুদ্ধ বুদ্ধি রূপে (as pure thought), কোথাও বাহ্যরূপে, এবং কোথাও আত্মজ্ঞান রূপে (as self cognisant thought) প্রকাশ পাইতেছে। সৌন্দর্য্যে এই অদ্বয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ সমূহের (বর্ণ, স্বর, প্রস্তর) ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপকরণের মধ্য দিয়া অদ্বয়ের প্রকাশই সৌন্দর্য্য *। বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৌন্দর্য্যের আকৃতি †। স্বর, বর্ণ, ও প্রস্তর সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ। অদ্বয়জ্ঞান এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপকরণ সমূহকে আকৃতি প্রদান করিয়া তাহাদের একত্ব সম্পাদন করে, এবং তাহাদের মধ্য দিয়া জীবন্তরূপে প্রকাশ পায়। শিল্পীর মানসী

---

is the ultimate pulse, that is the ultimate Virtue into which man himself retracts. Let me but be able then, thought Hegel, to apply this standard to all things in such manner as shall demonstrate its presence in them, as shall demonstrate it to be their nerve also, as shall reduce all things into its identity, and I shall have accomplished the one universal problem. All things shall then be demonstratively resolved into thought, and idealism—absolute idealism—definitely established. This is the secret of Hegel, and all the details of excution, if with effort, still follow of themselves." Dr. Stirling's Annotations on Hegel in Schwegler's History of Philosophy.

* "The beautiful is defined as the shining of the idea through a sensuous medium." "The beautiful is defined as the ideal, showing itself to sense or through a sensuous medium."—Bosanquet's Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.

† "The form of the beautiful is unity of the manifold."

মূর্ত্তিই শিল্পের উপকরণ সমূহের আকৃতি প্রদান করে, শিল্পের গঠন রূপে পরিণত হয়। মানসী মূর্ত্তি বা জ্ঞানই প্রকৃত পক্ষে সৌন্দর্য্যের আকৃতি। উপকরণ (matter), ও আকৃতির (form) ভিন্ন ভিন্ন রূপ সংযোগেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কলা উৎপন্ন হয়। প্রাচ্য শিল্পে উপকরণের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, এবং কল্পনাসম্ভূত শিল্পে আকৃতি বা গঠনের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। হিগেল কলা বিদ্যাকে উপকরণ ও আকৃতির আধিক্যানুসারে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ—(১) স্থপতি বিদ্যা (Architecture)—ইহাতে উপকরণের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় ; (২) ভাস্কর বিদ্যা (Sculpture)—ইহাতে উপকরণ অপেক্ষা আকৃতির আধিক্য দৃষ্ট হয় ; (৩) চিত্রবিদ্যা (Painting)—ইহাতে ভাস্কর বিদ্যা অপেক্ষা আকৃতির প্রাধান্য দৃষ্ট হয় ; (৪) সঙ্গীত (Music)—ইহাতে পূর্ব্বকথিত কলা অপেক্ষা আকৃতি বা জ্ঞানের বিশেষ প্রাধান্য দৃষ্ট হয় ; (৫) কাব্য (Poetry)—ইহা বিশ্বজনীন জ্ঞানপ্রকাশক। পূর্ব্বকথিত সমস্ত কলার উপাদান ইহাতে নিহিত আছে। হিগেল জীবসৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু সেলিঙের ন্যায় তিনিও বলেন যে, কলাতে সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কাণ্ট বলেন, সৌন্দর্য্যের মনোতিরিক্ত বাহ্য অস্তিত্ব নাই—ইহা মানসিক অবস্থা মাত্র। পক্ষান্তরে হিগেল বলেন, সৌন্দর্য্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়—কলাতে অদ্বয় (Absolute) অব্যবহিত রূপে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হন। * হিগেলও সৌন্দর্য্যের রসের দিক্ উপেক্ষা করিয়াছেন।

Weisse, Ruge, Rosenkranz, Schasler প্রভৃতি পণ্ডিতগণ

---

* "In this stage the absolute is immediately present to sense-perception an idea which shows the writer's complete rupture with Kant's doctrine of the 'subjectivity' of beauty. Bosanquet's Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.

অল্লাধিক পরিমাণে হিগেলের মত অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

Theodor Vischer :—ভিসার অনেকাংশে হিগেলের শিষ্য। তিনি সৌন্দর্য্যতত্ত্ব তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) সৌন্দর্য্য বিষয়ক দর্শন (Metaphysic of the Beautiful)। এই অংশে তিনি সুন্দর, অদ্ভুত ও হাস্য রসের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। (খ) আংশিক অস্তিত্বরূপী সৌন্দর্য্য (The Beautiful as onesided existence)। এই অংশে তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও কল্পনার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। (গ) সৌন্দর্য্যের জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপী অস্তিত্ব বা কলা (The subjective-objective actuality of the Beautiful—Art)। এই অংশে তিনি কলার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কলাতে জ্ঞাতাই জ্ঞেয়রূপে প্রকাশ পায়। তাঁহার মতে জ্ঞানের সীমাবদ্ধ প্রকাশই সৌন্দর্য্য *। তিনি কলার এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন,—(১) দর্শনেন্দ্রিয়জ কলা (স্থপতিবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা); (২) শ্রবণেন্দ্রিয়জ কলা (সঙ্গীত) ; (৩) কল্পনাসম্ভূত কলা (কাব্য)। তিনি জীব, জড় ও কলার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কৃত দর্শন অনেক স্থলে দুর্ব্বোধ্য।

J. F. Herbart :—হার্‌বার্ট্ বলেন, সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কাণ্টের ন্যায় সৌন্দর্য্য বিষয়ক অবগতি একবাচক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলেন যে,সৌন্দর্য্য বিষয়ক অবগতি কোন বস্তু বিশেষের সত্তার উপর নির্ভর করে

---

* He defines the Beautiful as "idea in the from of limited appearance."

না। উহা স্বাভাবিকরূপে আমাদের মনে উদিত হয়। সৌন্দর্য্য বিষয়ক অবগতি স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাপ্রসূত। সম্বন্ধবোধ আমাদিগকে নিঃস্বার্থ আনন্দ প্রদান করে। প্রীতিকর সম্বন্ধের উপর বস্তুর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। প্রীতিকর সম্বন্ধই সৌন্দর্য্যের আকৃতি। বস্তু হইতে প্রীতিকর সম্বন্ধ-বোধ লইয়া যাও, বস্তুর সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইবে। সৌন্দর্য্য-বোধকে গুণবাচক সম্বন্ধে পরিণত করাতে তিনি জর্ম্মনিতে আকৃতিবাদের প্রতিষ্ঠাতা (Founder of the Formalist School) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ মৌলিক অবিমিশ্র সম্বন্ধ আমাদিগকে নিঃস্বার্থ আনন্দ প্রদান করে, তাহা নির্ণয় করিতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে তিনি স্বরসংযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নীতি-বিজ্ঞান সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইচ্ছাশক্তির প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর সম্বন্ধের উপর নীতি নির্ভর করে। হারবার্টও সৌন্দর্য্যের ভাবের দিক্ উপেক্ষা করিয়াছেন।

Schopenauer * :—সোপেনহর বলেন, জগতের যাবতীয় পদার্থ এক ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ। সুন্দর বস্তুতে এই ইচ্ছাশক্তি যে পরিমাণে প্রকাশ পায় তাহারা সেই পরিমাণে সুন্দর। অন্য কথায় বলিতে গেলে সৌন্দর্য্য ইচ্ছাশক্তির বাহ্য প্রকাশ—বস্তুরূপে পরিণতি মাত্র। † কুৎসিততা বা কুরূপ (ugliness) ইচ্ছাশক্তির অসম্পূর্ণ প্রকাশ। প্লেটোর ন্যায়

---

* সোপেন্‌হরের রচিত "The world as Will and Idea" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† "Schopenauer defines the beautiful, as an objectification of will, considered not as a particular, but as representative of the Idea." Professor Baldwin's 'Dictionary of Philosophy and Psychology'.

সোপেন্‌হর্ আদর্শ-প্রতিকৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। জগতের যাবতীয় সুন্দর পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে আদর্শ-প্রতিকৃতির অনুরূপ। সৌন্দর্য্যবোধে মন শুদ্ধ জ্ঞানময়ী ধারণাসমূহ pure intellectual forms) দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। এই জ্ঞানময়ী ধারণাসমূহ ইচ্ছাশক্তির বাহ্য প্রকাশ। সৌন্দর্য্য চিন্তাতে মন ইচ্ছাশক্তির গণ্ডি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করে। তৎকালে মনুষ্য তাঁহার অস্তিত্বের দুঃখ বিস্মৃত হয়, এবং তাঁহার মন এক অভিনব রসে আপ্লুত হয়। * সেলিঙ ও হিগেল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি কতকটা অনাদর প্রকাশ করিয়া কলার সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সোপেন্‌হর্ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সোপেন্‌হর জগতের যাবতীয় পদার্থ এক ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি বলেন, এই ইচ্ছাশক্তি জীব ও জড় জগতে অন্ধভাবে কাজ করিয়া থাকে। অন্ধ বা উদ্দেশ্য বিহীন ইচ্ছাশক্তি আমাদের নিকট অর্থশূন্য বাক্য বলিয়া বোধ হয়। †

---

* "Whenever natural beauty discloses itself suddenly to our view, it almost always succeeds in delivering us, though it may be only for a moment, from subjectivity, from the slavery of the will, and in raising us to the state of pure knowing". 'The world as Will and Idea' p. 255.

† Aristotle says : "Without a mental representation there can be no action directed upon an end." De Anima III. x. 10.

Compare Schopenauer's disciple Von Hartmann's Views : "Von Hartmann asks, what is the object to which we attribute beauty? and declares it to be neither things objective in ordinary sense, nor subjective feeling, but rather a middle something which he calls

Lessing :—লেসিঙ কলার উন্নতিসাধনকল্পে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। তিনি কাব্য ও চিত্র বিদ্যার সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাচীন ভাস্কর বিদ্যা ও চিত্র বিদ্যা দৃশ্যসৌন্দর্য্যের উদাহরণ। এই দুইটি কলার আকাশ অবলম্ব্য। সুন্দর বস্তুর পক্ষে আকৃতি ও বর্ণ যতদূর প্রয়োজনীয়, কাব্যের পক্ষে পদ ততদূর প্রয়োজনীয়। কাব্য কার্য্যের দ্বারা বস্তু ও দৃশ্যসমূহ চিত্রপটে উদিত করিয়া দেয়। চিত্রবিদ্যা ও ভাস্কর বিদ্যা বস্তুর দ্বারা কার্য্যের কথা চিত্তে সমুদিত করে। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, দৃশ্য-শিল্প হইতে কাব্যের প্রকাশিকাশক্তি অনেক বেশী। সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি—তাহা তিনি প্রদর্শন করেন নাই।

Schiller * :—সিলার বলেন, জড় জগতে জীবকে বহির্জ্জগতের শক্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়; নৈতিক জগতে জীবকে কর্ত্তব্য বুদ্ধির অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হয়। এই দুই জগতই বাধ্যবাধকতার জগৎ। বাধ্যবাধকতা ক্লেশকর—অশান্তি উৎপাদক। এই দুই বাধ্যবাধকতার জগতের অতীত কি কোন জগৎ নাই? এই দুই বাধ্যবাধকতার জগতের কি কোন সমন্বয় ভূমি নাই? তদুত্তরে সিলার বলেন, ক্রীড়ার জগতই এই দুই জগতের সমন্বয় ভূমি। † ক্রীড়ার জগতে জীব সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। ক্রীড়া করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

'der aesthetische Schein,' aesthetic Semblance, or appearance. This may be of the eye, of the ear, or, as in the beauty of poetry, of the fancy." Professor Baldwin's 'Dictionary of Philosophy and Psychology'.

* Vide Schiller's 'Letters, on the Aesthetic Education of Man'.

† "In play you may impose upon Matter what Form you choose, and the two will not interfere with one another or clash.

ক্রীড়াতে মনুষ্য সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে উপকরণরাশির আকৃতি প্রদান করিয়া থাকে। ক্রীড়ার স্বাভাবিক ইচ্ছা অজ্ঞাতসারে উপকরণ ও আকৃতির সমন্বয় সাধন করে, এবং আমাদিগকে বাধ্যবাধকতার অতীত এক জগতের সংবাদ দেয়। এই জগতই সৌন্দর্য্যের জগৎ। সৌন্দর্য্যের আনন্দময় জগৎ জড় ও নৈতিক জগতের মধ্য স্থলে অবস্থিত। এই জগতে পহুঁছিয়া মানুষ বাধ্যবাধকতার জগৎ হইতে উদ্ধার পায়, এবং সৌন্দর্য্য কি বুঝিতে সমর্থ হয়। সিলার বলেন, সৌন্দর্য্যের সহিত ক্রীড়া করা মনুষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য—সৌন্দর্য্যের সহিত ক্রীড়াতেই মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়। * শিশুদিগের স্বাভাবিক ক্রীড়ার স্পৃহা কিরূপে সৌন্দর্য্যজ আনন্দ-রূপে পরিণত হয়, তাহা তিনি প্রদর্শন করেন নাই। † পরবর্ত্তী সময়ে

The Kingdom of Matter and the Kingdom of Form thus harmonized, thus reconciled by the activities of play & show, will in other words be the Kingdom of the Beautiful."

"Midway," these are Schiller's own words, "midway between the formidable Kingdom of natural forces and the hallowed Kingdom of moral laws, the impulse of aesthetic creation builds up a third Kingdom unperceived, the gladsome Kingdom of play and show, wherein it emanicipates man from all compulsion alike of physical and moral forces."

* "Man ought only to play with the beautiful, and he ought to play with the beautful only." Schiller.

"Only when he plays is man really and truly man."

Schiller

† "Its great fault is that, though it asserts that man ought to play with the beautiful, and asserts that he is his best or ideal self

ইংরাজ দার্শনিক স্পেনসার তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। সিলার বলেন, সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উৎকর্ষ মনুষ্যের নৈতিক স্বাধীনতা (moral freedom) ও সামাজিকতার (sociability) উপর নির্ভর করে। সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি, এই প্রশ্নের তিনি কোন সদুত্তর প্রদান করেন নাই।

Lotze:—প্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক লোজে বলেন, আমাদের ভূয়োদর্শন আমাদিগকে তিনটি জগতের সংবাদ দেয়;—ঘটনার জগৎ (region of facts), নিয়মের জগৎ (region of laws), আদর্শের জগৎ (region of standards of value)। এই তিনটি জগৎ আমাদের চিন্তা শক্তির নিকট পৃথক্ বলিয়া প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা পৃথক্ নহে—এই তিন জগৎই অচ্ছেদ্যরূপে যুক্ত। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঘটনার জগৎ আমাদের উচ্চতম নৈতিক ও সৌন্দর্য্য বিষয়ক আদর্শ সমূহ সংসাধনের ক্ষেত্র, এবং নিয়ম তৎ সংসাধনের উপায়। ঘটনার জগৎ ও নিয়মের জগতের ঐক্যসূত্র স্বয়ং ভগবান্ (Personal Deity)। ভগবান্ স্বীয় উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ স্বেচ্ছায় কতকগুলি আকৃতি ও নিয়ম অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছেন*। পরমাত্মা (Personal God) এবং তাঁহার সৃষ্ট আত্মজগৎ ব্যতীত কিছুই নাই। প্রাকৃত বিষয় সমূহ এই পরমাত্মার প্রকাশ বলিয়া

---

only when he does so, yet it does not sufficiently determine, what kinds of play are beautiful or why we are moved to adopt them". Vide Sidney Colvin's Article on Fine Arts in Encyclopedia Britannica, 11th edition.

* "Everything in the wide realm of observation we find has three distinct regions,—the region of facts, the region of laws, and the region of standards of value. These three regions are separate only

সত্য। তাহাদের নিজের কোন পৃথক্ সত্তা নাই। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে লোজে বলেন, আদর্শ, উপায় ও অপরিহার্য্য নিয়মের অন্তর্ব্বর্ত্তী একত্বের প্রকাশই সৌন্দর্য্য। এই একত্ব আমাদের সহজ জ্ঞানগম্য, বুদ্ধিগম্য, নহে। * পরমাত্মা স্বয়ং আদর্শ, উপায় ও অপরিহার্য্য নিয়মের ঐক্য স্থাপন করিয়া বস্তুর সৌন্দর্য্য সম্পাদন করেন। প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মা যাবতীয় সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য্য-কারণ। ভগবান্ পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের পূর্ণতম আদর্শ। লোজে বলেন, সুখদ হইতে সুন্দরকে ভাল রূপে পৃথক্ করা যায় না। সুন্দর সুখদেরই উন্নত প্রকার ভেদ মাত্র। তিনি কলা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—অনুকরণবিহীনা ও অনুকরণপ্রধানা। সঙ্গীত বিদ্যা ও স্থপতি বিদ্যা অনুকরণবিহীনা কলা, এবং চিত্র বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা ও কবিতা অনুকরণপ্রধানা কলা। লোজেও সৌন্দর্য্যের রসের দিক্ উপেক্ষা করিয়াছেন। গেটে (Goethe), জিন পল রিক্টার (Jean

---

in our thoughts but not in reality. To comprehend the real position we are forced to the conviction that the world of facts is the field in which, and that laws are the means by which, those higher standards of moral and aesthetic value are being realized ; and such a union can again only become intelligible through the idea of a personal Deity, who in the creation and preservation of a world has voluntarily chosen certain forms and laws, through the natural operation of which the ends of His work are gained." Vide Lotze in Encyclopedia Britannica, 11th Edition.

* "From another standpoint beauty is the appearance to immediate intuition of a unity underlying ideal, means, and necessary laws—a unity which cannot be discovered completely by cognition." Vide Lotze's "Outlines of Aesthetics".

Paul Richter), ভিন্‌কেল্‌মেন্ (Winckelmann), হাম্‌বোল্‌ড্ (Humboldt), স্লিগেল্‌দ্বয় (Two Schlegels), জার্‌ভাইনাস্ (Gervinus) ভন্‌কার্ক্‌মেন্ (Von Kirchmann) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কাব্য, সঙ্গীত এবং অন্যান্য কলার উন্নতি কল্পে বহু কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কোন নূতন মত সংস্থাপন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। আন্‌গার (Unger) মৌলিকবর্ণ সমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। হেল্‌ম্‌হোল্‌জ্ (Helmholtz), ফেক্‌নার (Fechner) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য উপকরণ নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি, তৎসম্বন্ধে এই পণ্ডিতগণের পরিষ্কার মত দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই জর্ম্মনি হইতে এই স্থানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ফরাশি দার্শনিকদিগের মত।

সৌন্দর্য্যতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আমরা জর্ম্মনি পরিত্যাগ করতঃ ফ্রান্স্ দেশে পদার্পণ করিলাম। তথায় চিন্তাস্রোতের স্বতন্ত্র গতি নিরীক্ষণ করা গেল। দেখা গেল যে, ফরাশি লেখকগণ সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক প্রণালী-অনুযায়ী সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। তথায় জার্ম্মান দার্শনিকগণের প্রবর্ত্তিত প্রণালীবদ্ধ চিন্তার অভাব অনুভূত হইল। আমরা নিম্নে পাঠকবর্গকে কতিপয় লেখকের মত উপহার দিলাম।

Jesuit Andre :—জেসুইট্ এণ্ড্রি শুধু সেণ্ট্ আগষ্টিনের মত সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পৃথক্ ভাবে তাঁহার মত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

Batteux :—* বেটো কলা বিদ্যার উদ্দেশ্য, এবং প্রকৃতির অনুকরণের অর্থ ও মূল্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেশ ও কালের আকৃতি-অনুসারে তিনি কলা বিদ্যার বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে স্থপতি বিদ্যা, ভাস্কর বিদ্যা, ও চিত্র বিদ্যা,—দেশজ্ঞাপক কলা, এবং সঙ্গীত, কাব্য ও নৃত্য,—কালজ্ঞাপক কলা। তিনি কলা বিদ্যার উন্নতিকল্পে কতকগুলি মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি,—তাহা তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই।

Diderot :—ডিডেরো † বলেন, সম্বন্ধ-বোধের উপর সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সুন্দর বস্তুর সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত থাকে। সুন্দর বস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সম্বন্ধ-বোধই সৌন্দর্য্য। এই সম্বন্ধ-বোধ লইয়া যাও, সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য অচিরে অন্তর্হিত হইবে। ‡ কোন কোন স্থলে তিনি প্রকৃতির অনুসরণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ডিডেরো সৌন্দর্য্যের ভাবের দিক্ উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মত একদেশদর্শী।

Pere Buffier :—বাফিয়ার বলেন, প্রত্যেক জাতীয় সুন্দর জিনিষেরই এক একটি আদর্শ আছে। বস্তু যে পরিমাণে ঐ আদর্শানুরূপ

---

* তাঁহার রচিত Cours de Belles Lettres নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† প্রাচীন French Encyclopedie তে তাঁহার রচিত "Beau" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ "Beauty consists in the perception of relations."

Compare D. R. Hay's mathematical theory :—"The beautiful is to be found in proportion and symmetry, ultimately resolvable into spatial and numerical relations." Thomson's Dictionary of Philosophy.

গঠিত উহা সেই পরিমাণে সুন্দর। মনুষ্যের মুখচ্ছবির একটি আদর্শ আছে। অধিকাংশ মুখচ্ছবিই এই আদর্শানুরূপ, অল্পসংখ্যক মুখচ্ছবি এই আদর্শানুরূপ নহে। আদর্শ মুখচ্ছবি যদিও দুর্ল্লভ তথাপি অধিকাংশ মুখচ্ছবিই এই আদর্শানুযায়ী গঠিত। ৫০টি নাসিকার মধ্যে ১০টি একাদর্শানুরূপ সুগঠিত নাসিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু অবশিষ্ট ৪০টির ২।৩ টিও এক গঠনের প্রাপ্ত হওয়া যায় না। * সুন্দর মনুষ্যের মধ্যে বংশগত সাদৃশ্য অধিক দৃষ্ট হয়, কুৎসিৎ মনুষ্যের মধ্যে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সৌন্দর্য্য তাহাই, যাহা অধিক সংখ্যকের মধ্যে সাধারণ। বাফিয়ার বলেন যে, সৌন্দর্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব এখনও নির্ণীত হয় নাই।

যদি কিছু প্রকৃত সুন্দর থাকে, তাহা এমন কিছু যাহা সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ। † বাফিয়ারের মত মূলতঃ ইহাই দাঁড়ায় যে, যাহাতে আমরা বেশী রকম অভ্যস্ত তাহাই সুন্দর। বাফিয়ারের মতের বিশেষ কোন সারবত্তা আছে এরূপ মনে হয় না।

H. Taine:—‡ টেইন্ বাফিয়ারের মতের অনুরূপ এক মত প্রচার-

---

* "Pere Buffier identified Beauty with the type of each species; it is the form atonce most common, and most rare. Among faces, there is but one beautiful form, the others being not beautiful. But while only a few are modelled after the ugly forms, a great many are modelled after the beautiful form. Beauty, while itself rare, is model to which the greater number conform." vide Dr. Bain's 'Mental Science'.

† "If there be a true beauty, it must be that which is most common to all nations".

‡ 'De L' 'Ideal Lans L' Art, নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ মনুষ্যের শরীর ও স্বভাবের ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন বিশ্বজনীন এবং মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতার উপর মনুষ্যের স্বভাবের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। যে পরিমাণে কলাবিদ্যা মনুষ্য স্বভাবের এই দুইটি ধর্ম্ম বিশুদ্ধরূপে অনুকরণ করে, সেই পরিমাণে উহা আদর্শ স্থানীয় হয়। টেইন্ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে সমর্থ হইয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাশিদেশস্থ অধিকাংশ লেখকই অনুভববাদী (Sensualists)। ফরাশীদেশস্থ আত্মবাদিগণ (Spiritualists) আংশিক পরিমাণে ইংরাজ দার্শনিক রিড্ (Reid) ও ষ্টুয়ার্টের মত, এবং আংশিক রূপে জার্ম্মানদেশস্থ প্রজ্ঞাবাদিগণের (idealists) মত অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের প্রচারিত সৌন্দর্য্যতত্ত্ব এক নূতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ-প্রচারিত অনুভববাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহারা সৌন্দর্য্যবোধের উচ্চতর ও আত্মিক (spiritual) উপকরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে জড় বস্তুর সৌন্দর্য্যজ আনন্দ প্রদান করিবার আদৌ কোন শক্তি নাই। কুজ্যাঁ (Cousin), জাউফ্রয় (Jouffroy), লিভেক (Leveque)—এই শ্রেণীর দার্শনিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। আমরা কুজ্যাঁ ও লিভেকের মতের সারাংশ নিম্নে পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

Victor Cousin * :—কুজ্যাঁ বলেন, সুন্দর হইতে সুখদ, প্রয়োজনীয় ও উপযোগী পৃথক্ পদার্থ। সুপরিমাণ ও সুশৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্যের নিয়ম বটে; কিন্তু উহা সমস্ত শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের নিয়ম

---

* ভিক্টর কুজ্যাঁ প্রণীত "The True, the Beautiful and the Good" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল ফরাশিগ্রন্থ ভাষান্তরিত করিয়াছেন; অনুবাদ উপাদেয় হইয়াছে।

নহে। সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে মুক্তভাব, সচলভাব, গা-ঢালাভাব দেখিতে পাওয়া যায়—উহা দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা হয় না। উৎকৃষ্ট ছবির সৌন্দর্য্য, কবিতা-পদের সৌন্দর্য্য, উচ্চভাবের কোন একটা গীতি-সৌন্দর্য্য নিয়ম-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। একত্ব সৌন্দর্য্যের একটা বৃহৎ অংশ; কিন্তু সৌন্দর্য্যের সমস্ত অংশ নহে। তাঁহার মতে একতা ও বিচিত্রতা—সৌন্দর্য্যের দুইটি অবশ্যম্ভাবী উপাদান। তিনি সৌন্দর্য্যকে ভৌতিক, মানসিক ও নৈতিক—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। জড় পদার্থ কোন প্রকার ভাব বা ভাবার্থ প্রকাশ করে বলিয়া সুন্দর। মনুষ্যের মুখের মত প্রকৃতির মুখেও ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পকলা মানবের আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করে বলিয়া সুন্দর। কি মনুষ্যমূর্ত্তি, কি ইতর প্রাণীর মূর্ত্তি, ভাবের প্রকাশেই উহাকে সুন্দর দেখায়। "কোন আকৃতিই একক থাকিতে পারে না, উহা কোন না কোন পদার্থেরই আকৃতি। অতএব ভৌতিক সৌন্দর্য্য কোন আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যেরই নিদর্শন। উহাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য; এবং উহাই সৌন্দর্য্যের ভিত্তি, সৌন্দর্য্যের ঐক্য-সূত্র।" বাস্তব সৌন্দর্য্যের উপরে আর এক শ্রেণীর সৌন্দর্য্য আছে—সেটি মনোগত আদর্শ-সৌন্দর্য্য। আদর্শ-সৌন্দর্য্য,কোন ব্যক্তি বিশেষে কিংবা ব্যক্তিসমূহেরমধ্যে অবস্থিতি করে না। আদর্শ-সৌন্দর্য্য আমাদের বহুদর্শিতার ফল নহে। উহা অপেক্ষা সুন্দরতম আমরা কিছুই কল্পনা করিতে পারি না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এই পরম সৌন্দর্য্যের নকল বলিয়া মনে হয়। এই ধ্রুব আদর্শটি, পূর্ণ আদর্শটি স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন কিছুই নহে। যেহেতু ঈশ্বর সকল পদার্থেরই মূলতত্ত্ব, অতএব সেই অধিকার-সূত্রে তিনি পূর্ণসৌন্দর্য্যেরও মূলতত্ত্ব; সুতরাং ন্যূনাধিক অপূর্ণভাবে যে পদার্থেই সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেরও তিনি মূলতত্ত্ব; তিনি

যেমন ভৌতিক জগতের স্রষ্টা, মানসিক জগৎ ও নৈতিক জগতের পিতা, তেমনি সকল সৌন্দর্য্যের মূলাধার। কুজ্যাঁ সৌন্দর্য্যের ভাবের দিক্, রসের দিক্ পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার মত আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া বোধ হইয়াছে।

Leveque * :—লিভেক তাঁহার সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

(১) তাঁহার রচিত পুস্তকের প্রথম অংশে তিনি মানবীয় জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়বোধের উপর সৌন্দর্য্যের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং সৌন্দর্য্যের মনোবৈজ্ঞানিক (psychological) উপাদানসমূহ নির্ণয় করিয়াছেন।

(২) তাঁহার রচিত পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে সৌন্দর্য্যের দর্শন (Metaphysic) সম্বন্ধে অলোচনা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের প্রকৃত বাহ্য কোন অস্তিত্ব আছে কি না, থাকিলে উক্ত বাহ্য সত্তার কোন অন্তরস্থিত মূলস্থত্র (principle) আছে কি না, থাকিলে উক্ত অন্তরস্থিত মূলস্থত্রের সহিত সুন্দর, কুৎসিত, অদ্ভুত (sublime) এবং হাস্যের (ludicrous) কি সম্বন্ধ—ইহাই এই অংশের আলোচ্য।

(৩) তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় অংশে তিনি পূর্ব্বনির্ণীত মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মূলস্থত্রের আলোকে জড়, জীব এবং ভগবানের সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন।

(৪) তাঁহার পুস্তকের চতুর্থঅংশে তিনি সৌন্দর্য্যের সহিত কলা বিদ্যার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। লিভেক বলেন, জীবজগতের সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ আয়তন, একত্ব ও অংশের বৈচিত্র্য, বর্ণের আধিক্য, কোমলত্ব ও চতুর্দ্দিকস্থ

---

* তাঁহার রচিত La Science du Beau নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

অবস্থার উপর নির্ভর করে। জীব জগতের সৌন্দর্য্য এক অদৃশ্য চেতন-শক্তির সতেজ ও সুশৃঙ্খল প্রকাশ বলিয়া প্রজ্ঞা দ্বারা জানা যায়। এই জ্ঞানময়ী শক্তি মূলতঃ আত্মা বা মন (Spirit or mind)। পক্ষান্তরে জড়জগতের সৌন্দর্য্যও এক অজড় অচেতন শক্তির সুশৃঙ্খল প্রকাশ মাত্র। সুতরাং জগতের সৌন্দর্য্য চেতন অথবা অচেতন শক্তির প্রকাশ মাত্র। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পরিপাটীরূপে পুনরুৎপাদন করাই কলার উদ্দেশ্য। সচেতন অথবা অচেতন শক্তির প্রকাশের তারতম্যানুসারে তিনি কলার বিভাগ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ দার্শনিক হিগেলের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। লিভেক এক অচেতন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মতে এই অচেতন শক্তি অজড় ও অবিভাজ্য। অবস্থাধীনে তাঁহার মত, আত্মবাদিগণের মতের বিরোধী—এরূপ বলা যাইতে পারে না। লিভেকের বিচার প্রণালী প্রশংসনীয়।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে ইটালীয় এবং ওলন্দাজ (ডাচ) লেখকগণের মত।

ফ্রান্স আমাদের সৌন্দর্য্যতত্ত্বের পিপাসা সম্পূর্ণরূপে মিটাইতে পারে নাই। তাই আমরা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব পিপাসু হইয়া ইটালী ও হলেণ্ড দেশে পদার্পণ করিলাম। ইটালী ও হলেণ্ডদেশে কতিপয় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-লেখকের দর্শন পাইলাম বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে বিশেষ কোন নূতনত্ব কি মৌলিকত্ব দেখিতে পাইলাম না। ইটালীদেশীয় লেখক পেগেনো (Pagano) ও মুরেটোরি (Muratori) ফরাশি ও ইংরাজ লেখকগণের মত অনুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের মত স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর হলেণ্ডদেশীয় একজন লেখকের

মতে কতকটা মৌলিকত্ব আছে—দেখা গেল। তাঁহার মত নিম্নে দেওয়া গেল :—

Frans Hemsterhuis. :—হেমস্ ষ্টার হুইস, অনুভববাদী ও সহজজ্ঞান-বাদিগণের মত-বিরোধ ভঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমাদের সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়গণের মধ্যবর্ত্তিতায় লাভ হয়। প্রকৃত জ্ঞান লাভের আমাদের একটি আন্তরিক বৃত্তি আছে। আমাদের আত্মা অনপেক্ষ ও প্রকৃত জ্ঞানলাভলিপ্সু হইয়া অত্যল্প সময়ে অধিক সংখ্যক জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ সহ সংযুক্ত থাকায় বাধা প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়গণ আত্মার কার্য্যের প্রতিবাদী হয়। আত্মা ইন্দ্রিয়গণের বাধা সত্ত্বেও যে পরিমাণে সফলকাম হয়, সেই পরিমাণে জ্ঞান লাভের সহিত আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্যজ্ঞান আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সুখ প্রদান করে। সুতরাং তাহাই সৌন্দর্য্য, যাহা আমাদিগকে অত্যল্প সময়ে অধিক পরিমাণ জ্ঞান প্রদান করে। * হেমষ্টার হুইস সৌন্দর্য্যের ভাবের দিক্ উপেক্ষা করিয়াছেন।

ইংরাজ দার্শনিকগণের মত।

ইটালী ও হলেণ্ড আমাদের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-পিপাসা মিটাইতে পারে নাই। তাই আমরা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অন্বেষণে ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলাম। আমরা কিছু অধিক সময় ইংলণ্ডে বিশ্রাম করিব।

---

* "Beauty may be defined as that which affords the greatest number of ideas in the shortest time."

Compare also Allen's view, who defines 'the beautiful as that which affords the maximum of stimulation with the minimum of fatigue or waste'.

ইংরাজ দার্শনিকগণ সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকভাবে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। কোন্ কোন্ মনোবৃত্তির সাহায্যে আমাদের সৌন্দর্য্য বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, ইহাই প্রধানতঃ তাঁহাদের আলোচনার বিষয়। যে সব ইংরাজ দার্শনিক কতকটা দার্শনিকভাবে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও মনোতীত স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু এই সৌন্দর্য্য জীবজগতে ও জড়জগতে কি ভাবে প্রকাশ পায়, তাহা প্রদর্শন করেন নাই। তাই জার্ম্মান্ দার্শনিকগণ বলেন যে, ইংরাজ দার্শনিকগণের চিন্তাতে প্রকৃত দার্শনিক উপকরণ নাই—তাঁহাদের চিন্তা প্রণালীহীন অনুভববাদিগণের চিন্তার ছায়ামাত্র।

ইংরাজ দার্শনিকগণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। (ক) কেহ কেহ সৌন্দর্য্যের মৌলিক বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মৌলিক অনুভবরাশি, অথবা ভাবের সংযোগে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। তাঁহারা বলেন, সৌন্দর্য্যজ্ঞানের জন্য আমাদের একটি স্বতন্ত্র আন্তরিক বৃত্তি আছে। এই আন্তরিক বৃত্তি দ্বারা আমরা বস্তুর সৌন্দর্য্য স্বাভাবিকরূপে পরিজ্ঞাত হই। এই শ্রেণীর দার্শনিক সংখ্যায় অল্প। লর্ড সাফ্‌টস্‌বারি, হাচিসন, রিড্, হ্যামিল্‌টন ও রাস্‌কিন এই শ্রেণীর অন্তর্গত। (খ) পক্ষান্তরে অধিকাংশ ইংরাজ দার্শনিকই সৌন্দর্য্যের মৌলিক বস্তুগত অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা মৌলিক অনুভব রাশির সংযোগ দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি ও পরিবর্দ্ধন ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এডিসন, লর্ড কেমস্, হোগার্থ, বর্ক, এলিসন, জেফ্রি, ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট, প্রফেসার বেইন, স্পেনসার, ডারুইন, এলেন ও হে এই শ্রেণীর অন্তর্গত। নিম্নে আমরা উভয় শ্রেণীর লেখকগণের মত আলোচনা করিব।

প্রথম শ্রেণীর দার্শনিকগণের মত।

Lord Shaftesbury*:—লর্ড সাফ্‌টস্‌বারিই সর্ব্বাগ্রে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান সহজজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—জড়ের নিজের সৌন্দর্য্য নাই। জাগতিক নিয়মে সমস্ত সৌন্দর্য্য নিহিত আছে। এই জাগতিক নিয়ম, মূলতঃ পরমাত্মা। সমস্ত গতি ও সজীব বস্তু তাঁহারই সৃষ্ট। সৌন্দর্য্যজ্ঞানের জন্য আমাদের একটি স্বতন্ত্র আন্তরিক বৃত্তি (Internal or moral sense) আছে। এই বৃত্তি দ্বারা আমাদের মঙ্গলের (good) জ্ঞানও হইয়া থাকে। সৌন্দর্য্য আমাদিগকে বিমল সুখ প্রদান করিয়া থাকে। তিনি সৌন্দর্য্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন :—(১) জড়ীয় সৌন্দর্য্য (কলার সৌন্দর্য্য ইহার অন্তর্ভুক্ত)। (২) জীবজগতের সৌন্দর্য্য—ইহা ভগবানের সৃজনী শক্তির প্রকাশ। (৩) ভগবদ্‌ সৌন্দর্য্য—সমস্ত আকৃতি (forms) এক মহাকারণ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। ভগবান্‌ই সমস্ত আকৃতির স্রষ্টা। উপযুক্ত আয়তনবিশিষ্ট বস্তু মাত্রই সুন্দর। সুতরাং ভগবান্‌ই জড় ও জীব জগতের সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি-কারণ।

Hutcheson. † :—হাচিসন অনেক পরিমাণে সাফ্‌টস্‌বারির মত অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু সাফ্‌টস্‌বারির ন্যায় হাচিসন সৌন্দর্য্যের মনোতীত বাহ্য (objective) অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, বৈচিত্র্যের একত্বের উপর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। তাঁহার

---

* তাঁহার রচিত Characteristics নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† তাঁহার রচিত Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

মতে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বই (uniformity amidst variety) সৌন্দর্য্যের আকৃতি। প্রজ্ঞা (reason) দ্বারা সৌন্দর্য্য কি, বুঝা যায় না। সৌন্দর্য্যবোধের জন্য আমাদের একটি স্বতন্ত্র আন্তরিকবৃত্তি (internal sense) আছে। এই বৃত্তিদ্বারা আমরা সৌন্দর্য্যজ্ঞান লাভ করি। হাচিসন সৌন্দর্য্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—নিরপেক্ষ (absolute or original) এবং সাপেক্ষ (relative or comparative)। নিরপেক্ষ সৌন্দর্য্য কোন বস্তুবিশেষের অনুকরণ বা সাদৃশ্য জ্ঞাপন করে না। পক্ষান্তরে অনুকরণই সাপেক্ষ সৌন্দর্য্যের জীবন; সাপেক্ষ সৌন্দর্য্য অনুকরণের উপরই নির্ভর করে। জীবসৌন্দর্য্য প্রথম শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের উদাহরণ; কলার সৌন্দর্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের উদাহরণ। তাঁহার মতে, নির্ম্মিতজিনিস মূল আদর্শ হইতে সুন্দর হইতে পারে। তিনি সৌন্দর্য্যের কয়েকটি বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১) সৌন্দর্য্য আমাদিগকে অনপেক্ষ (Immediate) সুখ প্রদান করে। প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা কি হিতকারিতার সহিত সৌন্দর্য্যের কোন সংশ্রব নাই।

(২) সুন্দর জিনিস আমরা অপরিহার্য্যরূপে সুন্দর বলিয়া বোধ করি। ইচ্ছা করি বা না করি, সুন্দর জিনিস সর্ব্বদাই সুন্দর। (৩) আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ সার্ব্বভৌমিক। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বৈচিত্র্যের একত্ব ভালবাসে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ সার্ব্বভৌমিক। তিনি আরও বলেন, মৌলিক অনুভবরাশি (বর্ণ, স্বর ইত্যাদি) আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তি-কারণ নহে। অভ্যাস (Custom) এবং শিক্ষা (education) দ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ মার্জ্জিত ও উজ্জ্বল হয় বটে, কিন্তু তাহারা সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তি-কারণ নহে।

হাচিসন কোন কোন স্থলে সৌন্দর্য্যের মৌলিক বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; কোন কোন স্থলে সৌন্দর্য্য মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে, এরূপ বলিয়াছেন (1)। হাচিসনের মত অনেক পরিমাণে স্ববিরোধী।

Reid (2) :—রিড্ বাহ্য মনোতিরিক্ত সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সহজ জ্ঞান (Common Sense) দ্বারা মনোতিরিক্ত বাহ্য সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব জানা যায়। জ্ঞান ও ইচ্ছা শক্তিই মূলতঃ সুন্দর। সৌন্দর্য্য বস্তুর নিজস্ব নহে, দৃশ্যজগৎ জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ ও চিহ্ন বলিয়া সুন্দর (3)। যে পরিমাণে ভগবানের ইচ্ছাশক্তি বহির্জগতে কাজ করে, সেই পরিমাণে উহা সুন্দর। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্ ;—উদ্দেশ্য সাধনের পূর্ণত্বের উপরই বৃক্ষের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতা স্রষ্টার জ্ঞানপ্রকাশক। সুতরাং বৃক্ষের সৌন্দর্য্য মূলতঃ ভগবানের শক্তির প্রকাশ মাত্র। বৃক্ষের নিজের কোন সৌন্দর্য্য নাই। (4) রিডের মতে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জিনিস।

---

1. If "All beauty" he says, "is relative to the sense of mind"

2. তাঁহার রচিত Essays on the Intellectual Powers নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

3. "A divine being whose volition directly invests material objects with all their beautiful aspects."

4. Cf ; "Mind, mind alone, bear witness, earth and heav'n !
The living fountains in itself, contains
Of beauteous and sublime. Here, hand in hand,
Sit paramount the graces. Here, enthron'd,
Celestial venus, with divinest airs,
Invites the soul to never-fading joy." *Akenside*

Sir William Hamilton :—হামিল্‌টন বলেন, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি (understanding) হইতে বস্তুর একত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ করি। কল্পনা বৃত্তি (Imagination) হইতে বহুত্বের জ্ঞান লাভ করি। কল্পনা-শক্তি বস্তুর উপাদানসমূহ মনের সম্মুখে ধরিয়া দেয়। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমস্ত উপাদানগুলিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বই প্রকৃত সৌন্দর্য্য *। সেই জিনিসই সুন্দর, যাহার আকৃতি আমাদের বুদ্ধি ও কল্পনাকে অনায়াসে, সম্যক্‌রূপে, পরিচালিত করে †। বালক অথবা অশিক্ষিত লোকের বুদ্ধিবৃত্তি অপরিপক্ক, তাহারা কোন প্রাসাদের আংশিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেও সমগ্র প্রাসাদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। পক্ষান্তরে কোন সুন্দর পুস্তককে খণ্ড খণ্ড করা হইলে, তাহার সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হয়। অতএব দেখা যায় যে, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির একত্বসম্পাদনের শক্তি-অনুসারে সৌন্দর্য্যবোধের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। হামিল্‌টনের মতে ‡ সৌন্দর্য্যস্পৃহা (Aesthetic

---

* Not variety alone, and not unity alone, but variety combined with unity, is that quality in objects, which we emphatically denominate beautiful." Metaphysics, ii, 449.

† A beautiful thing is accordingly defined "as one whose form occupies the Imagination and Understanding in a free and full, and consequently, in an agreeable activity." Lectures on Metaphysics Vol. II. p. 512.

Compare Guyan's views : "The beautiful is a perception or an action which stimulates life within us under its three forms simultaneously (i.e. sensibility, intelligence, and will), and produces pleasure by the swift consciousness of this general stimulation, as contrasted with a sensuous or intellectual object which stimulates only part."

‡ Aesthetic Sentimentএর অনুবাদ 'সৌন্দর্য্য স্পৃহা' করা হইয়াছে।

Sentiment) মৌলিক বৃত্তি। ইহা অনুভবরাশির সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই। হামিল্‌টন বলেন, সৌন্দর্য্যজ আনন্দ হইতে অন্যান্য শ্রেণীর সুখ পৃথক্ জিনিস।

Ruskin :—রাস্‌কিন সমস্ত সৌন্দর্য্য ভগবদ্ স্বরূপের অভিব্যক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। রাসকিন মানবীয় দুইটী বৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন—ঔপপত্তিক (theoretic) এবং কাল্পনিক (Imaginative)। ঔপপত্তিক বৃত্তি দ্বারা আমাদের নীতি ও সৌন্দর্য্যের জ্ঞান জন্মে। কাল্পনিক বৃত্তি প্রকৃতিলব্ধ সমুদয় ভাবনা-রাশিকে (Ideas) একত্র সংযোজিত করে। ঔপপত্তিক বৃত্তি ইন্দ্রিয়-বোধ হইতে স্বতন্ত্র জিনিস। ঔপপত্তিক বৃত্তির বিষয় সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—সাদৃশ্যজ্ঞাপক বা রূপক (typical) এবং সজীব অথবা জীবনীশক্তিজ্ঞাপক (vital)। প্রথম শ্রেণীর সৌন্দর্য্য বাহ্য বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম। বাহ্য বস্তুর প্রত্যেক গুণই ভগবানের কোন না কোন স্বরূপপ্রকাশক। রূপক সৌন্দর্য্যের নিম্নলিখিত কয়েকটি আকৃতি (form) আছে :—

(১) অনন্তত্ব (Infinity)—ইহা ভগবানের অজ্ঞেয়তার নিদর্শন।

(২) একত্ব (Unity)—ইহা ভগবানের সর্ব্বব্যাপকত্ব-প্রকাশক।

(৩) স্থিতি (Repose)—ইহা ভগবানের নিত্যত্ব-প্রকাশক।

(৪) সম পরিমিতত্ব (Symmetry)—ইহা ভগবানের ন্যায়পরতার নিদর্শন।

স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই বৃত্তির "চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি" নাম দিয়াছেন। যাঁহারা সৌন্দর্য্যের ভাবের দিক উপেক্ষা করিয়া জ্ঞানের দিকে বেশী লক্ষ্য করেন, তাঁহারা এই বৃত্তির নাম সৌন্দর্য্যবোধ বা সৌন্দর্য্যবুদ্ধি দিয়া থাকেন।

(৫) অমিশ্রত্ব (Purity)—ইহা ভগবানের শক্তির নিদর্শন।

(৬) পরিমিতত্ব (Moderation)—ইহা ভগবানের নিয়মাবদ্ধ শাসনের নিদর্শন।

জীব সৌন্দর্য্য রাসকিন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—আপেক্ষিক (relative) এবং সাধারণ ((generic)। বৃত্তির সতেজ পরিচালনার পরিমাণের উপর আপেক্ষিক সৌন্দর্য্য নির্ভর করে; জাতির সাধারণ ধর্ম্ম প্রতিপালনের উপর সাধারণ সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। রাসকিন কলা-বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণের নিকট তাঁহার মতের মূল্য কম। *

সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর ইংরাজ-দার্শনিকগণের মত।

Addison :—চক্ষুর মধ্যবর্ত্তিতায় যে সব সুখ উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে এডিসন কল্পনার সুখ (Pleasures of imagination) নামে অভিহিত করিয়াছেন। কল্পনার সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) দৃশ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ-দর্শনজনিত প্রাথমিক সুখ, ও (২) দৃশ্য বস্তুর প্রতিকৃতি সমূহের মানসিক ভাবনাজনিত সুখ। দৃশ্য বস্তুসমূহ তাহাদের বৃহত্ব (greatness), নবীনত্ব (novelty), ও সৌন্দর্য্য দ্বারা আনন্দ প্রদান করে। সৌন্দর্য্য দৃশ্য বস্তুর একটি বিশেষ গুণ বলিয়া এডিসন স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলেন যে প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়ম (Laws of Association of

* তাঁহার রচিত "Modern Painters Vol II" দ্রষ্টব্য। ঐ পুস্তকের "of Ideas of Beauty" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

Ideas) সৌন্দর্য্যজ আনন্দ প্রদানে সহায়তা করে। এডিসন সৌন্দর্য্যের সমুদয় উপকরণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। (১)

Lord Kames (Home) :—লর্ড কেমস্ (২) সৌন্দর্য্যজ সুখকে অমিশ্র ইন্দ্রিয়জ সুখে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহার মতে সুন্দর ও সুখকর (pleasant), কুৎসিত ও অসুখকর (unpleasant) —একই জিনিস। প্রধান দুইটি ইন্দ্রিয় চক্ষু ও কর্ণ, নিম্ন শ্রেণীর ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্য স্থানে অবস্থিত। চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা আমরা সৌন্দর্য্যজ আনন্দ লাভ করি। সমস্ত সুন্দর জিনিসের সুখদায়কত্ব ভিন্ন অন্য কোন সাধারণ গুণ নাই। (৩) সৌন্দর্য্য দুই শ্রেণীর—নিরবচ্ছিন্ন (intrinsic) ও আপেক্ষিক (relative)। বস্তুর উপযোগিতা (fitness) ও হিতকারিতা (utility) আপেক্ষিক সৌন্দর্য্যের উপাদান। লর্ড কেমসের মতের মূল্য কম।

Sir Joshua Reynolds :—রেনলডসের মত অনেক পরিমাণে বাফিয়ারের অনুরূপ। তিনি বলেন,যাহা ব্যক্তিগত আকৃতি ও প্রভেদ, স্থানীয় প্রথা ও বিশেষত্বের উপরে অবস্থিত—তাহাই সুন্দর ; যাহা কিছু ব্যক্তিগত, তাহাই কুৎসিত (৪)। প্রত্যেক জাতীয় জিনিসে যাহা কিছু সুন্দর

---

(১) Essays of Addison নামক পুস্তকে The Pleasures of Imagination নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) তাঁহার রচিত Elements of Criticism নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

(৩) Compare Hume's views : "It would seem that the very essence of beauty consists in its power of producing pleasure. All its effects, therefore, must proceed from this circumstance." Hume's Philosophical Works IV, 148.

(৪) "The deformed is what is uncommon ; beauty is what is above all singular forms, local customs, peculiarities, and details of every kind."

সমস্তই প্রকৃত সৌন্দর্য্যে বর্ত্তমান থাকিবে। প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রত্যেক জাতীয় জিনিসের আদর্শ, উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের চিত্র নহে। সুতরাং কোন বিশেষ মনুষ্য, মনুষ্য জাতির সৌন্দর্য্যের আদর্শ হইতে পারে না। রেনলডসের মতের বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই।

Hogarth :—হোগার্থ * দৃশ্য সৌন্দর্য্যের গঠন ও বর্ণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন দৃশ্য সৌন্দর্য্য নিম্নলিখিত কয়েকটি উপাদানে গঠিত :—(১) জিনিসের প্রত্যেক অংশের উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতা (Fitness of the parts to some design)—মনুষ্যের হস্ত ও পদ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী বলিয়া সুন্দর। তাঁহার মতে সুপরিমাণ (proportion) ও উপযোগিতা একই জিনিস। (২) বৈচিত্র্য (variety)—বস্তুর দৈর্ঘ্য, গঠন, আয়তন প্রভৃতি সমস্তই বৈচিত্র্য-জ্ঞাপক। (৩) সমপরিমিতত্ব (uniformity or symmetry)—বস্তুর উপযোগিতা ইহা দ্বারা নষ্ট না হইলে ইহা সুন্দর বলিয়া গণ্য হয়। (৪) সহজবোধগম্যতা বা স্পষ্টতা (Simplicity or distinctness as opposed to complexity)—যে বস্তুর বৈচিত্র্য চক্ষু দ্বারা অনায়াসে উপভোগ করা যায় তাহা সুন্দর বলিয়া গণ্য হয়। (৫) দুরূহতা বা কাঠিন্য (Intricacy)—দুরূহতা ভেদ করার চেষ্টা আনন্দদায়ক ; দুরূহতা ভেদ করার চেষ্টা বস্তুর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। (৬) আয়তন (Quantity or Magnitude)—বস্তুর [illegible]ত্ব আমাদের মনে বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন করে। বস্তুর উপযুক্ত আয়তন সৌন্দর্য্যের উপাদান।

বস্তুতে যে পরিমাণে পূর্ব্বোক্ত উপাদানগুলি পাওয়া যায় উহা সেই পরিমাণে সুন্দর। হোগার্থের মতে বক্ররেখাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তিনি বক্র

---

* তাঁহার রচিত Analysis of Beauty নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

রেখার 'সৌন্দর্য্যের রেখা' (line of grace) নাম দিয়াছেন। হোগার্থ বিশ্লেষণ প্রণালী-লব্ধ মূল সূত্রসমূহদ্বারা রেখা ও আকারবিশিষ্ট পদার্থের (figures) সৌন্দর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুন্দর জিনিসের আকৃতি ও বর্ণ মৌলিক পদার্থ। হোগার্থের বিশ্লেষণ প্রণালী প্রশংসনীয়।

Burke :—* প্রথিতনামা রাজনীতিজ্ঞ বর্ক বলেন, সৌন্দর্য্যে নিম্ন-লিখিত কয়েকটি উপাদান বিদ্যমান আছে :—(১) আকৃতিসম্বন্ধীর ক্ষুদ্রতা (smallness of size); (২) মসৃণতা (Smoothness); (৩) ক্রমিক পরিবর্ত্তন (Gradual variation); (৪) কোমলতা (delicacy); (৫) বর্ণের উজ্জ্বলতা (Brightness of colours); (৬) অমিশ্রতা (Purity)। তিনি বলেন যে, মসৃণতা (Smoothness) জিনিসের সৌন্দর্য্যের পক্ষে এতদূর আবশ্যক যে, কোন জিনিস মসৃণ অথচ সুন্দর নয়—ইহা তিনি কল্পনা করিতে পারেন না। সুন্দর জিনিস স্নায়ুসমূহের শৈথিল্য সম্পাদন ও আরাম প্রদান করিয়া থাকে †। তাঁহার মতে মধুরত্ব আস্বাদনের সৌন্দর্য্য, কোমল স্বর শ্রুতির সৌন্দর্য্য, কোমল বস্তু স্পর্শের সৌন্দর্য্য। বৃক্ষ ও পুষ্পের কোমল পত্র, সমতল ভূমি, কলনাদিনী নির্ঝরিণী, কোমল রোমাবৃত পশু ও পক্ষীর দেহ, সুন্দরীর কোমল দেহ—কোমলত্ব গুণের জন্যই জনগণের নিকট সুন্দর বলিয়া সমাদৃত হয়। ষ্টুয়ার্ট (Dugald Stuart) ও প্রাইস্ (Price)

---

* তাঁহার রচিত "Philosophical Inquiry into the origin of our ideas of the Sublime and Beautiful" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† "Burke says that beautiful objects have the tendency to produce an agreeable relaxation of fibres."

বর্কের মতের ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট যথার্থই বলিয়াছেন যে, বর্কের সৌন্দর্য্যবাদ শুধু স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেই খাটে। বর্কের মত একদেশদর্শী।

Alison :—* এলিসন বলেন, প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়মই সৌন্দর্য্য-স্পৃহার একমাত্র উৎপত্তি স্থল। দৃশ্য বস্তুসমূহ হইতে আমরা অনুভবরাশি পাইয়া থাকি। কল্পনাশক্তি এই অনুভবরাশিকে একসূত্রে গ্রথিত করে। প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়মে এই একসূত্রে গ্রথিত অনুভবরাশি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়। এইরূপে বস্তুর সৌন্দর্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। মৌলিক অনুভবরাশি আমাদিগকে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই দেয় না। প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়মের সাহায্যে তাহারা দৃশ্য বস্তু-সমূহের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে দৃশ্য বস্তুসমূহ সুন্দর দেখায়। তিনি মৌলিক বর্ণ, আকৃতি, ও স্বরের সৌন্দর্য্য অস্বীকার করিয়াছেন। বেইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহার মতের একদেশদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

Jeffrey :—† জেফ্রি অনেক পরিমাণে এলিসনের মত অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইন্দ্রিয়দ্বারে আমরা বহুবিধ সুখদায়ক ও আরামপ্রদ অনুভবরাশি পাইয়া থাকি। প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়মে এই অনুভবরাশি উদয় হওয়ার উপর সৌন্দর্য্যবোধ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ‡। মানস-প্রতিকৃতিসমূহের সহিত সৌন্দর্য্যবোধের বিশেষ কিছু

---

* এলিসনের রচিত "Taste" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

† Jeffrey's essay on Beauty in the old Encyclopedia Britannica দ্রষ্টব্য।

‡ He defines the sense of beauty as consisting in the suggestion of agreeable and interesting sensations previously experienced by means of our various pleasurable sensibilities.

সম্বন্ধ নাই। জেফ্রি বাহ্য সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি সমস্ত সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্যের এক মূলসূত্র নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু নিখিল-সৌন্দর্য্যের প্রকৃত মূলসূত্র নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার মত অসম্পূর্ণ।

Dugald Stewart:—ষ্টুয়ার্ট বলেন, প্রতিকৃতিসাহচর্য্যের নিয়ম বর্ণ,আকৃতি ও গতির সৌন্দর্য্য বোধের সহায়তা করে বটে, কিন্তু উহাদের সৌন্দর্য্য প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়ম হইতে উৎপন্ন হয় নাই। তিনি বর্ণ, আকৃতি ও গতির সৌন্দর্য্যের মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। হোগার্থের ন্যায় ষ্টুয়ার্ট বক্ররেখার সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি সুন্দর বস্তুর শৃঙ্খলা (order), উপযোগিতা, হিতকারিতা প্রভৃতি গুণ দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। যাঁহারা সৌন্দর্য্যকে মানসিক উদ্দীপনা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহাদের সম্মুখে তিনি দৃশ্য বস্তুর সৌন্দর্য্যের মৌলিকত্ব ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, দৃশ্য বস্তু সৌন্দর্য্যের কারণ না হইলেও উপলক্ষ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত সুন্দর বস্তুই বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত সুন্দর বস্তুর অন্য কোন সাধারণ গুণ নাই। পৃথিবীর আদিম অবস্থাতে সৌন্দর্য্য শব্দে বর্ণের আনন্দকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তিনি বর্ক এবং এলিসনের মত বিশেষ ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন; কিন্তু নিজে কোন মত সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পান নাই।

Bain :—বেইন বলেন, সুন্দর পদার্থের কোন সাধারণ গুণ বর্ত্তমান নাই। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে কলার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। কলাতে এই কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়;—(ক) আনন্দের জন্য আনন্দলাভই কলার একমাত্র উদ্দেশ্য; (খ) কলার আনন্দে কোন অপ্রীতিকর উপকরণ নাই; (গ) কলার আনন্দ বহুলোক

এক সময়ে উপভোগ করিতে পারে। তাঁহার মতে চক্ষু ও কর্ণ সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রিয় (aesthetic senses)। বস্তুর কোন একটি গুণ বিশেষের উপর সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি নির্ভর করে না; বস্তুর গুণরাশি সমবেত ভাবে সৌন্দর্য্য বোধ জন্মাইয়া থাকে। কলাবিদ্যার আনন্দ বিশ্লেষণ দ্বারা নিম্নলিখিত উপাদান পাওয়া যায়ঃ—(১) চক্ষু ও কর্ণ দ্বারে লব্ধ মৌলিক অনুভবরাশি; (২) প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়মে অন্যান্য সুখদায়ক অনুভবরাশির উদ্দীপন; (৩) প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়মে কোমলতা, ভয় প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক রসের (emotion) উদ্দীপন; (৪) বৈচিত্র্য ও একত্ব হইতে সমুদ্ভূত আনন্দ। প্রফেসার বেইনের মতে মৌলিক অনুভবরাশি প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়ম দ্বারা বিশেষভাবে সংযুক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইলে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতই এই মতের পক্ষপাতী। বেইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কলাতে কি কি উপকরণ আছে তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু এই সকল উপকরণ কেন আমাদিগকে বিমল আনন্দ প্রদান করে, তাহা নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

Darwin * :—ডারুইন তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদ ও যৌননির্ব্বাচনবাদের সাহায্যে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ডারুইন বলেন ফুলের রূপ ও প্রজাপতির রূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রজাপতি ফুলের রঙ্গে ও রূপে আকৃষ্ট হয়; এই আকর্ষণের দরুণই প্রজাপতি পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে পরাগ বহন করিয়া পুষ্পিত বৃক্ষের বংশ ও জাতি রক্ষা করিয়া থাকে। ফুলের যত

* তাঁহার রচিত Origin of the Species এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় রচিত "জিজ্ঞাসা" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ওয়ালেশ প্রণীত "Darwinism" নামক গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

রূপ, তাহার বংশ রক্ষার পক্ষে ততই সুবিধা। তাই প্রকৃতি সুন্দর ফুলের ক্রমশঃ অভিব্যক্তি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে প্রজাপতি শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য 'ফুলের গায়ে গা দিয়া, ফুলের সঙ্গে মিশিয়া, ফুলের রূপের ভিতর নিজকে লুকাইয়া শত্রুকে ফাঁকি দিয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করে।' প্রজাপতির দেহ কোমল ও সুন্দর না হইলে প্রজাপতি ফুলের ভিতর লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। তাই প্রকৃতি প্রজাপতির দেহকে পুষ্পের উপযোগী করিয়া সুন্দর করিয়াছেন। সুতরাং এক হিসাবে প্রজাপতির স্রষ্টা ফুল ও ফুলের স্রষ্টা প্রজাপতি। ডারুইন সমস্ত সুন্দর জিনিসের উৎপত্তি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া যৌন নির্ব্বাচনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা সাধারণ জীব-ধর্ম্ম। বিহগের সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলিয়া বিহগী সুন্দর হইয়াছে। ময়ূরের সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ আছে বলিয়া প্রকৃতি ময়ূরীকে সুন্দর করিয়াছেন। চম্পক-অঙ্গুলি ও খঞ্জন-নয়নের প্রতি পুরুষের আকস্মিক অনুরাগ থাকায়, নারীজাতি চম্পক-অঙ্গুলি ও খঞ্জন-নয়নের অধিকারিণী হইয়াছেন। ডারুইন স্বীকার করিয়াছেন যে, সৌন্দর্য্যস্পৃহা জীবনসংগ্রামে কোনরূপ আনুকূল্য করে না। যখন সৌন্দর্য্যস্পৃহা জাতীয়জীবন অথবা ব্যক্তিগত জীবন রক্ষার কোনরূপ সহায়তা করে না, তখন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কি যৌননির্ব্বাচনে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে কোন প্রকারে বলা যাইতে পারে না। তাই সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবাদের, অন্যতর প্রবর্ত্তক আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেশ নিরাশ হইয়া বলিয়াছেন 'সৌন্দর্য্যবোধের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কি যৌননির্ব্বাচনে নাই।' সৌন্দর্য্যবোধ মানবত্বের প্রধান লক্ষণ। সুতরাং পূর্ণ মানবত্ব প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির ফল, ইহা বলিতে তিনি সঙ্কুচিত হইয়াছেন। কোন অতি-

প্রাকৃত শক্তি মানবত্বের অভিব্যক্তির মূলে বিদ্যমান আছে বলিয়া ওয়ালেশ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

Herbert Spencer *:—স্পেনসার সৌন্দর্য্যজ আনন্দ ও কলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক অভিনব মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মত তাঁহার প্রচারিত বিবর্ত্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি জর্ম্মান্ দার্শনিক সিলারের (Schiller) ন্যায় সৌন্দর্য্যজ আনন্দ ও ক্রীড়ার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছেন। মনুষ্য আদিম অবস্থায় তাহাদের বৃত্তির ব্যবহার জানে না। তাই তাহাদের শক্তি সঞ্চিত থাকে। সঞ্চিত শক্তির প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। মনোবৃত্তির ব্যবহার হইতে আনন্দের উৎপত্তি হয়। এই আনন্দ প্রতিকৃতি-সাহচর্য্যের নিয়মে নানারূপে সংযুক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া সৌন্দর্য্যজ আনন্দরূপে পরিণত হয়। সৌন্দর্য্যজ আনন্দ ও ক্রীড়ার আনন্দ উভয়ই নির্দ্দোষ আনন্দ—শুধু আনন্দের জন্য আনন্দ। স্পেনসার সৌন্দর্য্য-সম্ভূত আনন্দের তিনটি ক্রম স্বীকার করিয়াছেনঃ—(ক) স্বর, বর্ণ প্রভৃতি অনুভবরাশিসম্ভূত আনন্দ; (খ) বর্ণসংযোগ, স্বরসংযোগ ইত্যাদি অনুভূতিসম্ভূত আনন্দ; (গ) সুন্দরজিনিস দ্বারা বিবিধ রসের মানসিক উপভোগজনিত আনন্দ। স্পেনসার বলেন, প্রকৃত সৌন্দর্য্য-স্পৃহা (Aesthetic Sentiment proper) ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বহুশতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল মাত্র। মনুষ্যের বৃত্তিসমূহ যত বিকাশ প্রাপ্ত হয়, ততই তাহাদের আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা জন্মে। যতই আমাদের অনুভব (Sensation), বোধ (perception), এবং রস (emotion) পূর্ণতম এবং অত্যন্ত আনন্দদায়ক কার্য্যে রত হয়, ততই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সৌন্দর্য্যজ আনন্দ উপভোগ করিতে

---

* তাঁহার রচিত "The Origin and Function of Music" এবং "Principles of Psychology" নামক গ্রন্থদ্বয় দ্রষ্টব্য।

সমর্থ হই। স্পেনসারের মতে মৌলিকত্ব দৃষ্ট হয়। ক্রম বিকাশবাদের সাহায্যে বর্ণ ও স্বরের উৎপত্তি ব্যাখ্যাত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

Sully :—ডাক্তার সালি অনেক পরিমাণে বেইনের মত অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সৌন্দর্য্য নিম্নলিখিত কয়েকটি উপাদানে গঠিত ;— (ক) ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপকরণ (Sensuous or material element)। ইন্দ্রিয়দ্বারে লব্ধ অনুভবরাশির আনন্দ সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ। বর্ণ, স্বর, কোমলত্ব প্রভৃতি অনুভবরাশির আনন্দ সৌন্দর্য্যের উপকরণ, ইহা কোন প্রকারে অস্বীকার করা যায় না। এই উপকরণ সমূহই সমস্ত শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের ভিত্তি*। (খ) গঠনসম্বন্ধীয় উপকরণ (Relational or formal element)। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণসমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশই সৌন্দর্য্যের আকৃতি বা গঠন। গঠন বা আকৃতির সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের উপর নির্ভর করে। তাজমহলের সৌন্দর্য্য, স্বর সংযোগ ও বর্ণ সংযোগের সৌন্দর্য্য—গঠনসম্বন্ধীয় সৌন্দর্য্যের উদাহরণ। (গ) পূর্ব্বকথিত দুইটি উপাদান মুখ্য (direct)। তদ্ব্যতীত সৌন্দর্য্যের একটি গৌণ (indirect) উপাদান আছে। ইহাকে উদ্দীপন সম্বন্ধীয় (Associative Element) উপাদান বলা যাইতে পারে। নর্ম্মেন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আমাদের মনে নানা ভাবের উদয় করিয়া দেয় †। উহার সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে এই ভাব উদ্দীপনের ক্ষমতার উপর

---

* "The sensuous effect is the basis of all aesthetic enjoyment." Vide Sully's Outlines of Psychology.

† "In predicating beauty of the ruin of a Norman Castle we refer rather to what the ruin means—to the effect of an imagination of its past proud strength and slow vanishment by the unrelenting strokes of time."

নির্ভর করে। জেমস্ সালি বলেন, সমস্ত শ্রেণীর সৌন্দর্য্য এই তিনটি উপাদানে গঠিত।

Allen * :—এলেন শারীরতত্ত্ব বিজ্ঞানের সহায়তায় সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, তাহাই সুন্দর—যাহা অত্যল্প দৈহিক ক্লান্তি বা ক্ষয় জন্মাইয়া আমাদিগকে অত্যধিক উত্তেজনা বা সুখ প্রদান করে। আমাদিগের আদিম পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ণসংযুক্ত ফল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তাই আমরা স্বভাবতঃই বর্ণের উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। এই মত দ্বারা বর্ণ, স্বর প্রভৃতি মৌলিক অনুভবরাশির সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিকত্ব যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে এরূপ মনে হয় না।

Hay :—হে বলেন, প্রাকৃতিক জগৎ যে মহান্ সুশৃঙ্খল নিয়মের অধীন, সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানও সেই নিয়মেরই অধীন। সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের সহিত প্রকৃতি-বিজ্ঞান কি দর্শনশাস্ত্রের কোন স্বরূপগত সাদৃশ্য নাই। অথচ ইহাতে অল্পাধিক পরিমাণে উভয় বিজ্ঞানের লক্ষণসমূহ বিদ্যমান আছে। চক্ষু ও কর্ণের মধ্য দিয়া যে সব অনুভবরাশি লাভ করা যায়, তাহার মূলসূত্রসমূহ সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানের আলোচ্য। মধুর সঙ্গীত শুনিলে অথবা সুন্দর শিল্পজাত কোন বস্তু দেখিলে আমাদের মনে যে আনন্দ হয়, তাহা, সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান যে মহান্ সুশৃঙ্খল নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহারই মানসিক প্রতিধ্বনি মাত্র। † সৌন্দর্য্যে সুপরিমাণ ও সুশৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয়। সুপরিমাণ

---

* Allen defines the beautiful as "that which affords the maximum of stimulation with the minimum of fatigue or waste." Vide his Physiological Aesthetic and The Colour Sense.

† "Thus the aesthetic pleasure derived from listening to the beautiful in musical composition, and from contemplating the beautiful in works of formative art, is in both cases simply a response

ও সুশৃঙ্খলাই নিয়মের জীবন। সুতরাং এক মহান্ নিয়মই সমস্ত শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের উৎপত্তিকারণ। তাঁহার মত একদেশদর্শী।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত।

প্রাচীন ভারত অতি বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এই পুণ্যভূমি প্রজ্ঞার খনি * সমস্ত

---

in the human mind to artistic development of the great harmonic law upon which the science is based."

Vide D. R. Hay's "The Science of Beauty" P. 15.

*"ম্যাকডোনাল সাহেব (History of Sanskrit Literature—A. A. Macdonell) বলেন যে, আরবজাতি হিন্দুস্থানের বিজ্ঞান প্রতীচ্য জগতে প্রচার করেন। অনেকের ধারণা ছিল যে, গ্রীসদেশই বিজ্ঞানের জন্মস্থান। কিন্তু ভারতগৌরব রমেশচন্দ্র (Early Civilisation of Ancient India—R. C. Dutt) নানাগ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেকেন্দর সাহের (Alexander the Great) ভারত আক্রমণের পরে গ্রীসদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চা আরব্ধ হয়। কিন্তু হিন্দুস্থানে তাহার অনেক পূর্ব্বেই এই বিদ্যার আলোচনা ছিল। কেহ কেহ আরবদেশই বিজ্ঞানের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র (Hindu Chemistry, Part I.—P. C. Roy) আরবলেখকগণের মধ্যে হাজি খলিফার গ্রন্থাবলী হইতে তথ্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আরবীয়েরা হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি আগ্রহসহকারে শিক্ষা করিতেন। মুসলমান ছাত্রগণ জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে আসিয়া জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি করিতেন। সুতরাং হিন্দুস্থানই যে বিজ্ঞানের জন্মস্থান সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।" অনুসন্ধান।

কেহ কেহ মিশরদেশকেই সভ্যতার জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। কিন্তু পোকক (Pococke) সাহেব তাঁহার রচিত "India in Greece" নামক পুস্তকে ভারতবর্ষকেই সভ্যতার জন্মভূমি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমরা উক্ত উপাদেয় গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ;—

সভ্যতার আদিকেন্দ্র, শিল্প, বিজ্ঞান এবং দর্শনের জন্মস্থান। পৃথিবীর আদিগ্রন্থ

"An Egyptian is made to remark that he had heard from his father, that the Indians were the wisest of men, and that the Ethiopians, a colony of the Indians, preserved the wisdom and usages of their fathers, and acknowledged their ancient origin. We find the same assertion made at a later date, in the third century, by Julius Africanus, from whom it has been preserved by Eusebeus and Syncellus ; thus Eusebeus states the Ethiopians, emigrating from the river Indus, settled in the vicinity of Egypt" P. 205

মিশরের পুরাতত্ত্ব, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেবতত্ত্ব এবং রীতি নীতি পর্য্যালোচনা করিলে মিশরের অধিবাসিগণকে আর্য্যজাতির অন্যতর শাখা বলিয়া মনে হয়। প্রতীচ্য মনীষিগণ একবাক্যে সেই কথারই অনুমোদন করিয়াছেন। যে সমস্ত ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভারতের বৈদিকযুগকে ২০০০ খৃঃ পূঃ বলিতেও সঙ্কুচিত হইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন, এবং তাঁহাদের প্রসাদভোজী যে সমস্ত তথাকথিত ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ-ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসকে খৃষ্টের পরবর্ত্তী বলিয়া অযত্নসম্ভূত স্বকপোল-কল্পিত স্বপ্নকল্পনার সৃষ্টি করেন, তাঁহারা ৭০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশরে বৈদিক যুগের প্রভাব দেখিলে বিস্মিত হইবেন। প্রাচীন মিশরের সহিত প্রাচীন ভারতের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পুরাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে পুনঃ পুনঃ ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয় যে, মিশর ভারতের উপনিবেশ মাত্র। মিশরীয়গণ বৈদিক ধর্ম্মনীতির বীজ লইয়া মিশরে রোপণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই সভ্যতা-বৃক্ষ বিজাতীয় ভূমিতে বদ্ধমূল হইতে পারে নাই।" বিশ্বকোষে "মিশর" শব্দ দ্রষ্টব্য।

বৈদিক সভ্যতার আদিমত্ব বহু পণ্ডিতকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে মাত্র দুই জন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিলাম ;—

"It has been already stated that the beginnings of Aryan Civilisation must be supposed to date back several thousand years before the oldest Vedic period ; and when the commencement of the Post-glacial epoch is brought down to 8000 B. C., it is ton at all surprising if the date of primitive Aryan life is brought down to 4500 B. C. the age of the oldest Vedic period. "Vide B. G. Tilak's Preface to "The Arctic home in the Vedas."

বেদ *। বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে ঋক্, সাম, ও যজুর্ব্বেদই সমধিক প্রসিদ্ধ। পশ্ব,

---

"These (real beginnings of Aryan life) in all probability and in all due moderation reach back several thousands of years more, and it was needless to point out that this curtain, which seems to shut off our vision at 4500 B. C., may prove in the end a veil of thin gauze." Prof. Bloomfield of John Hopkin's University.

* ঋগ্বেদ পৃথিবীর আদিগ্রন্থ স্বীকার করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলার (Max Muller) লিখিয়াছেন,—"After the latest researches into the history and chronology of the books of the Old Testament we may now safely call the Rig-Veda the oldest book, not only of the Aryan humanity, but of the whole world and may hope that

যাবৎ স্থাস্যন্তিগিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদৃগ্বেদমহিমা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥"

"যাহা হউক, বেদ ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ হইলেও আমরা তাহার কালনির্ণয়ে সমর্থ কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য। আধুনিক লোকেরা বহু কষ্টে পাণিনির কাল বিনির্ণয় করিয়াছেন। যাস্ক পাণিনির ও পূর্ব্বতন। বাভ্রব্যাদি ক্রমকারগণ যাস্ক হইতে প্রাচীন, পদকার শাকল্যাদি তাহা হইতে পূর্ব্বতন, ঋকৃতন্ত্রপ্রণেতা শাকটায়নাদি ইঁহাদেরও পূর্ব্ব সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কল্পসূত্রকার লাট্যায়নাদি শাকটায়নাদিরও পূর্ব্বতন। ইহারও পূর্ব্বে কুসুরবিন্ধাদি ঋষিগণ অনুব্রাহ্মণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহারও পূর্ব্বে মহীদাসাদি শ্লোকানুশ্লোক শাখাদি সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি প্রকাশ করেন। ইহারও পূর্ব্বে প্রবাদ অবলম্বন করিয়া শ্লোকানুশ্লোক শাখা প্রকাশিত হয়। তৎকল্পে ও প্রবাদসকল বিকীর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এই সকল বিকীর্ণ প্রবাদ এখনও শ্রুতি নামে খ্যাত। ইহারও পূর্ব্ব কল্পে যজ্ঞ প্রয়োগ আরম্ভ হয়। ইহারও বহু পূর্ব্বে অথর্ব্ব বা ব্যাস দ্বারা চারি সংহিতা সংগৃহীত হয়। ইহার পূর্ব্বকল্পে সূক্তমণ্ডলাদি সংগৃহীত হয়। ইহারও বহু পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্রসকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করেন। সুতরাং বেদের কাল নির্ণয় অসম্ভব ব্যাপার।" বিশ্বকোষে "বেদ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

গদ্য ও গান এই ত্রিবিধ রচনাত্মক বলিয়া বেদ 'ত্রয়ী' নামে অভিহিত। * রচনা প্রণালী অনুসারে পদ্য প্রাধান্যে ঋগ্‌বেদ, গীতপ্রাধান্যে সামবেদ এবং গদ্যপ্রাধান্যে যজুর্ব্বেদ নামকরণ হইয়াছে। † সুতরাং ঋগ্বেদ পৃথিবীর আদিকাব্য, সামবেদ পৃথিবীর আদি গীতি। বৈদিক ঋষিদিগের মন্ত্রধ্বনি কাব্য ও সঙ্গীতের আকারেই সর্ব্বপ্রথমে প্রকাশ পায়। ঋগ্বেদের পবিত্র মন্ত্রগুলি আর্য্যগণের হৃদয়নিঃসৃত ভগবদ্ বিষয়ক কোমল কবিতা, সামবেদের মন্ত্রসমূহ আর্য্যগণের পবিত্র গীতলহরী। বৈদিকযুগের পূর্ব্ব হইতেই কাব্য ও সঙ্গীত ভারতে প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদাদির মাত্রা ও ছন্দঃ হইতে অনায়াসে বুঝা যায়। ‡ ঋগ্বেদসংহিতা আলোচনা করিলে দেখা যায়

"On theory now shows very clearly that though the Vedas are the oldest records of the Aryan race, yet the civilisation, or the characteristics and the worship of the deities mentioned there in did not originate with the vedic bards, but was derived by them from their inter-glacial forefathers and preserved in the forms of hymns for the benefit of posterity." Vide Tilak's "The Arctic Home in the Vedas." p. 463,

* সর্ব্বানুক্রমণী বৃত্তির ভূমিকায় ষড়্‌গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন—
"ঋক্‌যজুস্‌সামরূপেণ মন্ত্রো বেদচতুষ্টয়ে।"

মাধবাচার্য্য বলেন,—"১। "পাদবন্ধেনার্থেন চোপেতা বৃত্তবদ্ধা মন্ত্রা ঋচঃ" ২। "গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি।" ৩। "বৃত্তগীত বিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টা পঠিতা মন্ত্রাঃ যজূংসি।" অধিকরণমালা। "ঋক্ পাদবন্ধো গীতস্তু সাম গদ্যং যজুর্মন্ত্রঃ।" সর্ব্বানুক্রমণী বৃত্তির টীকা।

† ষড়্‌গুরুশিষ্য বলেন,—"ঋগ্‌রূপ মন্ত্রবাহুল্যাদ্ ঋগ্‌বেদঃ স্যাৎ তথেতরৌ।" সর্ব্বানুক্রমণী বৃত্তির ভূমিকা।

‡ "ফলতঃ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা হয়। প্রাচীন গ্রীস য়ুরোপীয় সভ্যতার মাতৃভূমি। এই গ্রীসদেশেও যখন সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হয় নাই, তখনও ভারতবর্ষে সঙ্গীতশাস্ত্রের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত

আর্য্যগণ ক্ষৌণী, কর্করী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিতে জানিতেন। ঋক্ সংহিতায় সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট রাজপ্রাসাদ, পাষাণ নির্ম্মিত নগরী, লৌহ নির্ম্মিত নগরী, ত্রিধাতু নির্ম্মিত গৃহ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। নানাবিধ অস্ত্র, বস্ত্র, শস্ত্র, অলঙ্কার, যান প্রভৃতির নির্ম্মাণ-প্রণালী বৈদিক আর্য্যগণের জানা ছিল। * এমন কি শূন্যগামী রথের কথা বেদে পাওয়া যায়। বৈদিক আর্য্যগণ এক মহান্ অদ্বিতীয় পরম পুরুষের সন্ধান পাইয়াছিলেন। সমস্ত ভূতজাতই তাঁহাদের নিকট এক পরমেশ্বরের কাহিনী বিবৃত করিত। মৃদুহাস্যময়ী ঊষার উজ্জ্বল প্রফুল্ল কিরণ, অস্তমিত সূর্য্যের রক্তিম আভা, পূর্ণিমাপ্রসন্না যামিনীর শোভা, নিবিড় নীরদমালায় চপলার চমক প্রভৃতিতে সরলপ্রাণ ঋষিগণ এক অদ্বিতীয় পুরুষেরই আবির্ভাব দর্শন করিতেন। বেদে এই পুরুষ কখনও "বিশ্বকর্ম্মা" নামে, কখনও "হিরণ্যগর্ভ" নামে, কখনও বা ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদ উচ্চৈঃস্বরে এক অদ্বয় বিরাট পুরুষেরই মহিমা ঘোষণা করে। † তাই মনে হয় ভারতবর্ষই দর্শনের জন্মস্থান।

হইয়াছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ হিন্দুদের সঙ্গীতশাস্ত্র দেখিয়া সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতি সাধন করেন। পারস্য ও আরবে হিন্দু সঙ্গীতের গ্রন্থাদি আলোচিত হইয়া সঙ্গীতশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়।" বিশ্বকোষ অভিধানে "সঙ্গীত" শব্দ দ্রষ্টব্য।

* "এই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে আর্য্যগণ গৃহনির্ম্মাণ ব্যতীত অন্যান্য শিল্প বিষয়েও উন্নতির চরমমার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন।" বিশ্বকোষে "শিল্প" শব্দ দ্রষ্টব্য।

† ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৮১ সূক্তে আছে—

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সং পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥ ৩
কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্॥ ৪

অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা যে ভারতে "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" সম্বন্ধে

৩। সেই এক প্রভু, তাহার সকল দিকে চক্ষু, সকল দিকে মুখ, সকল দিকে হস্ত, সকল দিকে পদ, ইনি দুই হস্তে এবং বিবিধ পক্ষ সঞ্চালনপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক রচনা হয়।

৪। সে কোন্ বন? কোন বৃক্ষের কাষ্ঠ? যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হইয়াছে? হে পণ্ডিতগণ! তোমরা একবার আপন আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন?

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তটি পুরুষসূক্ত বলিয়া খ্যাত। এই সূক্তের ১ম ঋক্‌টি এই—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১

১। পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন।

১০ম মণ্ডল ৮২ সূক্তের তৃতীয় ঋক্‌টি এই—

"যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥ ৩

যিনি আমাদের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি এক হইয়াও সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোক তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়।

১০ম মণ্ডলের ৮২ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋকে লিখিত আছে—

অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ। ৬

সেই "অজ" পুরুষের নাভিদেশে সমগ্র বিশ্বভুবন অবস্থান করিয়াছিল।

১০ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের ৫ম ঋক্‌টি এই—

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।

এই পক্ষী এক ভিন্ন দুই নহেন; কিন্তু পণ্ডিতগণ বাক্যদ্বারা ইহার বহুত্ব কল্পনা করেন।

কোন আলোচনা হয় নাই। আমাদের নিকট এই মত ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হইয়াছে। ললিতকলার জন্মভূমিতে লালিত্য বা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই, ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে। তবে এ কথা সত্য যে ভারতীয় পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গীভূত করেন নাই ; তদ্রূপ করিবার প্রয়োজনও হয় নাই। তাঁহারা "রসতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন রসই সৌন্দর্য্যের জীবন। বস্তুর সৌন্দর্য্য রসাত্মকতার উপর নির্ভর করে। বস্তু হইতে রস লইয়া যাও, বস্তুর সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইবে। যে বস্তু যে পরিমাণে রসোদ্দীপন-ক্ষম, সেই বস্তু সেই পরিমাণে সুন্দর। সুন্দর বস্তুতে সুধু যে রস বিদ্যমান থাকে এমত নহে ; উহাতে রসের উপযুক্ত সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে বস্তুর সৌন্দর্য্য রসাঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশের উপর নির্ভর করে। কিন্তু বস্তু এই রস কোথায় পায়—এই রসের প্রস্রবণ কি? তদুত্তরে ঋষিশাস্ত্র বলেন ভগবান্ রসস্বরূপ—যাবতীয় রসের আধার। সুন্দর বস্তুর রসসম্পৎ রসস্বরূপ ভগবানেরই রস। ভগবানের সৌন্দর্য্যে বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত, প্রকাশিত। * ভগবান্ সুন্দর বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড সুন্দর মনোমুগ্ধকর †। কঠোপনিষৎ বলেন,—

---

* ভারতবন্ধু হ্যাভেল সাহেব ভারত শিল্পের দর্শন সম্বন্ধে বলেন ;

"So all Nature is beautiful for us, if only we can realise the Divine Idea within it. "Mr. Havell's Ideals of Indian Art.

† কবি রবীন্দ্রনাথ নিম্নোদ্ধৃত গীতিতে এই ভাবটি অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"তোমারি মধুররূপে ভরেছে ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম, পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাতি, পূর্ণিমাপ্রসন্ন রাতি,
রূপ-রাশি-বিকশিত-তনু কুসুম বন।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়, ২য় বল্লী।

সেই স্বপ্রকাশ ভগবানের প্রকাশেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়া থাকে, সূর্য্য প্রভৃতি তেজোজাতের প্রভা ভগবানেরই প্রভা।

এক্ষণ মূল বিষয়ের অবতারণা করা যাক্। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্রে "রসতত্ত্ব" আলোচিত হইয়াছে। কাব্যপ্রকাশ, কাব্যাদর্শ, কাব্যপ্রদীপ, সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের সৌন্দর্য্য বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু" "উজ্জ্বল নীলমণি" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে ভগবদ্ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। আমরা প্রথমতঃ আলঙ্কারিকগণের মত আলোচনা করিয়া পরে শ্রীমদ্‌গোস্বামিপাদগণের মতের সারাংশ পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

আমাদের দেশীয় আলঙ্কারিকগণ বলেন রসই কাব্যের জীবন। রস ব্যতীত কাব্য অসম্ভব।

অগ্নিপুরাণ বলেন,—

"বাগ্বৈদগ্ধ্যপ্রধানেঽপি রস এবাত্র জীবিতম্।"
সাহিত্যদর্পণ ধৃত অগ্নিপুরাণ বচন।

কাব্যে বাক্যের বিচিত্রতা প্রধান হইলেও রসই তাহার জীবন। সাহিত্যদর্পণে আছে,—

---

* তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর, রূপ হেরি আকুল অন্তর
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর, তোমার প্রেম চাহি;
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেমগানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিল জন ॥"

"কাব্যস্য শব্দার্থৌ শরীরং রসাদিশ্চাত্মা গুণাঃ শৌর্য্যাদয়ইব অলঙ্কারাশ্চ কটককুণ্ডলাদিবৎ রীতয়োঽবয়বসংস্থান বিশেষবৎ দোষাঃ কাণত্বাদিবদিতি।" সাহিত্যদর্পণোদ্ধৃত প্রাচীন আলঙ্কারিক বচন।

শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর, রসাদি তাহার আত্মা, গুণ শৌর্য্যাদির ন্যায়, অলঙ্কার বলয় ও কুণ্ডলাদির ন্যায়, রীতি অঙ্গসংস্থান বিশেষের ন্যায়, দোষ কাণত্বাদির ন্যায়।

তাই বলিতেছিলাম রসই কাব্যের আত্মা। রসশূন্য কাব্য কাব্য নামের অযোগ্য। কাব্যের জীবনস্বরূপ যে রস, সেই রসের স্বরূপ ও আস্বাদ সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণে যথা,—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ॥
লোকোত্তর চমৎকার—প্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ।
স্বাকারবদভিন্নত্বে নায়মাস্বাদ্যতে রসঃ॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু অখণ্ড, স্বপ্রকাশানন্দ, চিন্ময়, বিষয়ান্তর স্পর্শশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদতুল্য, অলৌকিক বিস্ময়স্বরূপ রস কোন কোন রসানুভাবক কর্ত্তৃক নিজের আকারবৎ অভিন্নরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে।

আলঙ্কারিকগণ বলেন রস স্বপ্রকাশ, অখণ্ড ও চিন্ময়। সমস্ত রসের প্রস্রবণ এক। কিন্তু রস যে স্বপ্রকাশ ও অখণ্ড তাহা কিরূপে জানা যায়, তাহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে সাহিত্যদর্পণে যথা,—

"রত্যাদি জ্ঞানতাদাত্ম্যাদেব যস্মাদ্রসো ভবেৎ।
অতোঽস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিধ্যতি॥"

১০০, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রত্যাদি জ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াই রসরূপে পরিণত হয়। এই হেতু রসের স্বপ্রকাশত্ব ও অখণ্ডত্ব সিদ্ধ হয়।

আলঙ্কারিকগণের মতে রত্যাদি স্থায়িভাব রসরূপে পরিণত হয়। রত্যাদি কিরূপে রসরূপে পরিণত হয়? তদুত্তরে সাহিত্যদর্পণকার পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন,—

"বিভাবোনুভাবেন, ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ীভাবঃ সচেতসাম্॥"

সাহিত্যদর্পণ, প্রথম পরিচ্ছেদ।

অর্থ—বিভাগ, অনুভাব ও সঞ্চারী দ্বারা ব্যক্ত হইয়া সচেতা ব্যক্তিগণের রত্যাদি স্থায়ী ভাব রসতা প্রাপ্ত হয়।

আলঙ্কারিকগণের মতে রত্যাদি স্থায়িভাবই রসরূপে ব্যক্ত হয়। রত্যাদি স্থায়িভাব কিরূপে রসরূপে ব্যক্ত হয়? তদুত্তরে সাহিত্যদর্পণ বলেন,—

"ব্যক্তো দধ্যাদি ন্যায়েন রূপান্তর পরিণতো ব্যক্তীকৃত এব রসো ন তু দীপেন ঘট ইব পূর্ব্বসিদ্ধো ব্যজ্যতে।" সাহিত্যদর্পণ (৩।৩৩)

যেরূপ দুগ্ধ দ্রব্যান্তর সহযোগে দধিরূপে ব্যক্তীকৃত হয়, তদ্রূপ বিভাবাদি দ্বারা রত্যাদি স্থায়িভাব রসরূপে পরিণত হয়, পূর্ব্বসিদ্ধ ঘট দীপ দ্বারা যেরূপ ব্যক্তীকৃত হয় তদ্রূপ নহে।

অলঙ্কারশাস্ত্রমতে বিভাবাদি যোগে রত্যাদি স্থায়িভাবই রসরূপে পরিণত হয়। তাই দেখা আবশ্যক স্থায়ী ভাব কয়টি। স্থায়িভাবের সংখ্যা সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণে যথা—

"রতি র্হাসশ্চ শোকশ্চ,
ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থ
মষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ।"

রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, এবং শম।

এই নয়টি স্থায়ী ভাব। এই নয়টি ভাব হইতে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী দ্বারা পরিণমিত হইয়া নয়টি রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। রতি হইতে শৃঙ্গাররস, হাস হইতে হাস্যরস, শোক হইতে করুণরস, ক্রোধ হইতে রৌদ্ররস, উৎসাহ হইতে বীররস, ভয় হইতে ভয়ানকরস, জুগুপ্সা হইতে বীভৎসরস, বিস্ময় হইতে অদ্ভুতরস, এবং শম হইতে শান্তরস উৎপন্ন হইয়া থাকে। রসেরসংখ্যা সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণকার বলেন,—

"শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ—
রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ
রসাঃ শান্তস্তথা মতাঃ।"

সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই শ্লোকে সাহিত্যদর্পণকার শান্ত সমেত নয়টি রসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই নয়টি রস ব্যতীত মুনীন্দ্রসম্মত বৎসল রসের কথা উল্লেখ করিয়া সাহিত্যদর্পণকার বলেন,—

"স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতাস্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্॥"

সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুতরাং বৎসলরসসমেত সাহিত্যদর্পণকারের মতে ১০টি রস। অধিকাংশ আলঙ্কারিকই দশটি রসের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রাচীন অভিধানকার অমরসিংহ বলেন,— :

"শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-হাস্য ভয়ানকাঃ।
বীভৎসরৌদ্রে চ রসাঃ শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ॥"

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা উপলক্ষে টীকাকার ভরত বলেন,—

"চ শব্দাৎ শান্তবৎসলাবপি সংগৃহীতাবিতি কেচিৎ।"

অমরকোষের টীকাকার মুকুট বলেন,—

"বৎসলঃ পুত্রাদিস্নেহাৎ স রতিভেদ এব।
শান্তস্ত্বলৌকিকত্বান্নোক্তঃ।"

টীকাকার মুকুট নাম-নিধান হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"শৃঙ্গারবীরকরুণাদ্ভুত-হাস্য-ভয়ানকাঃ
বীভৎস-রৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসা দশ॥"

অমরটীকায়া মুকুটধৃত নাম-নিধানম্।

টীকাকারগণের মত অমরসিংহের মত বলিয়া ধরা গেলে বলিতে হয় অমরসিংহও দশটি রসেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। *

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রসই কাব্যের জীবন, রসহীন কাব্য কাব্যই নয়। রসাত্মকতাই কাব্যের কাব্যত্ব। তাই সাহিত্যদর্পণকার কাব্যের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্॥"

রসাত্মক বাক্যই কাব্য। যে বাক্যে পূর্ব্বকথিত দশটি রস অথবা উহার কোনটি পরিলক্ষিত হয় তাহাই কাব্য।

রসগঙ্গাধর বলেন,—

"আনন্দ বিশেষজনকবাক্যং কাব্যম্॥"

যে বাক্যদ্বারা মানসে আনন্দবিশেষের উৎপত্তি হয়, তাহাকে কাব্য বলে।

---

* কিন্তু রত্নকোষকার নয়টি রসের নাম করিয়াছেন ;—

"শৃঙ্গার বীর বীভৎস রৌদ্র হাস্য ভয়ানকাঃ।
করুণাদ্ভুত শান্তাশ্চ নব নাট্যা রসাঃ স্মৃতাঃ॥" রত্নকোষ।

কৌস্তুভ বলেন,—

"কবিবাঙ্ নির্ম্মিতিঃ কাব্যম্।
সা চ মনোহরচমৎকারিণী রচনা॥"

মনোহর ও চমৎকারিণী রচনাবিশিষ্ট কবিবাক্য দ্বারা যাহা বিরচিত হয়, তাহাকে কাব্য কহে। *

রসাত্মকতার উপরই কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে। সাহিত্যদর্পণকার কাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার মতে সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব কি, বুঝা যায়। রস থাকিলে কাব্য সুন্দর হয়। বস্তু সুন্দর হইতে হইলে তাহাতেও রস থাকা আব্যশ্যক †। রসই সৌন্দর্য্যের জীবন। যে পরিমাণে বস্তু আমাদের মনে রস উদয় করিয়া দেয়, উহা সেই পরিমাণে সুন্দর।

বস্তুর রস লইয়া যাও, উহার সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইবে। সুতরাং ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের মতে বস্তুর রসাত্মকতাই সৌন্দর্য্য। ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রস স্বপ্রকাশানন্দ, অখণ্ড এবং চিন্ময়। রত্যাদি স্থায়িভাব জ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াই রসরূপে পরিণত হয়।

---

* কাব্যাদর্শ প্রণেতা শ্রীদণ্ড্যাচার্য্য বলেন ;—

তৈঃ শরীরঞ্চ কাব্যানামলঙ্কারাশ্চ দর্শিতাঃ।
শরীরং তাবদিষ্টার্থ ব্যবচ্ছিন্না পদাবলী॥ ১০, ১ম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন কবিগণ কাব্যের শরীর ও অলঙ্কার নিরূপণ করিয়াছেন। ইষ্টার্থ ব্যবচ্ছিন্ন পদাবলীই কাব্যের শরীর।

† মধুরং রসবৎ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।
যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনেব মধুব্রতাঃ॥
৫১, কাব্যাদর্শ, ১ম পরিচ্ছেদ।

রসবিশিষ্ট বাক্যকে মাধুর্য্যগুণযুক্ত বলে। বাক্য ও বস্তু উভয়েই রস অবস্থান করে। ভ্রমরগণ যেরূপ মধুপানে মত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তদ্রূপ রসপানে উন্মত্ত হইয়া থাকেন।

সুতরাং যাবতীয় রসেরই প্রস্রবণ এক—সমস্ত রসই মূলতঃ এক। অন্য কথায় বলিতে গেলে আলঙ্কারিকগণের মতে সমস্ত রস রসস্বরূপ ভগবানেরই রস। আলঙ্কারিকগণের মতে বিভাব অর্থাৎ রসাস্বাদনের হেতু দুইটি—আলম্বন ও উদ্দীপন। যে বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আমাদের মনে রস উদ্দীপ্ত হয় তাহাই আলম্বনবিভাব। পুত্র দেখিলে আমাদের মনে বৎসলরস জাগিয়া উঠে। সুতরাং পুত্র বৎসলরসোদ্বোধের কারণ বা আলম্বন। যে সব চেষ্টা, চিন্তা ও ভাব রসোদ্দীপনের সহায়তা করে, তাহারাই উদ্দীপন বিভাব। পুত্রের বিদ্যা, শৌর্য্য, দয়া, আলিঙ্গন প্রভৃতি আমাদের মনে বৎসল রসের উদয় করিয়া দেয়। অতএব পুত্রের ঐ সব চেষ্টা, চিন্তা ও ভাব বৎসল রসের উদ্দীপনবিভাব। আলঙ্কারিকগণ-কথিত এই উদ্দীপনবিভাবই পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের প্রতিকৃতি সাহচর্য্যের নিয়ম (Laws of Association of Ideas)। রস মানবের মনে সঞ্চারিত হইলে শরীরে কতকগুলি বাহ্যিক বিকার প্রকাশ পায়। এই সব বাহ্যিক বিকার হইতে আভ্যন্তরিক রসের অনুভব হয় বলিয়া ইহাদিগকে অনুভাব বলা হইয়া থাকে। অনুভাবের মধ্যে যেগুলি সত্বগুণসম্ভূত তাহাদিগকে সাত্বিক বলা যায়। আলঙ্কারিকগণের মতে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, এবং প্রলয়—এই আটটি সাত্বিক অনুভাব। এই আটটি অনুভাবের সঙ্গে সঙ্গে সময় সময় নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য প্রভৃতি কতকগুলি সাময়িক মানসিক ও শারীরিক বিকার মানবে প্রকাশ পায়। * এই সব

* নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, ঔগ্র্য, মোহ, বিরোধ, স্বপ্ন, অপস্মার, গর্ব, মরণ, আলস্য, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা, ঔৎসক্য, উন্মাদ, আশঙ্কা, স্মৃতি, মতি, ব্যাধি সন্ত্রাস, লজ্জা, হর্ব, অসূয়া, বিষাদ, ধৃতি, চপলতা, গ্লানি, চিন্তা, বিতর্ক—এই তেত্রিশটি সঞ্চারী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অস্থায়ী মানসিক ও শারীরিক বিকার সমূহ ব্যভিচারী বা সঞ্চারী নামে কথিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অদ্ভুত (sublime) এবং হাস্থ (ludicrous)—এই দুইটি রসকে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ-কথিত অন্য কোন রসই তাঁহাদের সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। যে দুইটি রস পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাঁহাদের সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা এস্থলে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিস্ময় ও অদ্ভুত রস।

সাহিত্যদর্পণকার বিস্ময়ের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"বিবিধেষু পদার্থেষু লোকসীমাতিবর্ত্তিষু।
বিস্ফারশ্চেতসো যস্ত স বিস্ময় উদাহৃতঃ॥"

লোক সীমাতিবর্ত্তী বিবিধ পদার্থে যে চিত্তের বিস্ফার তাহাই বিস্ময় বলিয়া কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিভাবাদি সহযোগে বিস্ময় অদ্ভুতরসে পরিণত হয়। অদ্ভুতরস সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলেন,—

অদ্ভুতঃ বিস্ময়স্থায়িভাবো গন্ধর্ব্ব-দৈবতঃ।
পীতবর্ণো বস্তু লোকাতিগমালম্বনং মতম্॥

বিস্ময়ের স্থায়িভাবই অদ্ভুতরস। ইহা পীতবর্ণ বস্তু, গন্ধর্ব্ব ইহার দেবতা। লোকাতিগম বস্তু ইহার আলম্বন।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুকার বিস্ময়ের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

লোকোত্তরার্থ বীক্ষাদের্বিস্ময়চিত্ত-বিস্তৃতিঃ।
অত্র স্যুর্নেত্রবিস্তার-সাধুক্তি-পুলকাদয়ঃ॥

অলৌকিক বিষয় দর্শনে চিত্তের যে বিস্তার, তাহার নাম বিস্ময়। ইহাতে নেত্র বিস্ফার, সাধুক্তি ও পুলকাদি হইয়া থাকে।

বিস্ময় উপস্থিত হইলে যে সব বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহাও পরিষ্কার-রূপে ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মতে এই বিস্ময়রতি নিম্নলিখিতরূপে অদ্ভুত ভক্তিরসে পরিণত হয়,—

আত্মোচিত-বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময়রতি র্নীতাদ্ভুত-ভক্তিরসো ভবেৎ॥ ১
ভক্তঃ সর্ব্ববিধোঽপ্যত্র ঘটতে বিস্ময়াশ্রয়ঃ।
লোকোত্তর-ক্রিয়া-হেতু র্বিষয় স্তত্র কেশবঃ॥
তস্য চেষ্টা বিশেষাদ্যা স্তস্মিন্নুদ্দীপনা মতাঃ।
ক্রিয়াস্তু নেত্রবিস্তার-স্তম্ভাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥ ২

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উত্তর বিভাগ, ২য় লহরী।

আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা বিস্ময়রতি ভক্তগণের চিত্তে আস্বাদনীয়-রূপে নীত হইয়া অদ্ভুত ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। সর্ব্বপ্রকার ভক্তই বিস্ময়রতির আশ্রয়, লোকাতীত ক্রিয়াপ্রযুক্ত কেশবই বিষয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা-বিশেষ-সমুদয় ইহার উদ্দীপন, নেত্র বিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু ও পুলকাদি ইহার ক্রিয়া।

অদ্ভুত রস সম্বন্ধে কাণ্ট বলেন,—

"Sublime is what is absolutely or beyond all comparison great, that compared with which all else is small."

Schwegler's History of Philosophy p. 242.

অনুবাদ :—যাহা অতুলনীয়রূপে বৃহৎ, যাহার সহিত তুলনায় অন্য সব ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়—তাহাই অদ্ভুত।

ডাক্তার বেইন অদ্ভুত রসের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"The Sublime is the sympathetic sentiment of superior Power in its highest degrees.

The objects of sublimity are, for the most part, such aspects and appearances as betoken great might, energy, or vastness, and are threeby capable of imparting sympathetically the elation of superior power."

Bain's Mental and Moral Science.

পরাশক্তির সমবেদনাজ্ঞাপক রস অদ্ভুত রস। প্রকৃতিতে যাহা কিছু বল, শক্তি অথবা বৃহত্বজ্ঞাপক তাহাই অদ্ভুত রসের বিষয়। শক্তিশালী অথবা বৃহৎ পদার্থ পরাশক্তির উল্লাস সমবেদনারূপে মানব প্রাণে সঞ্চার করিয়া থাকে।

আমাদের নিকট ভারতীয় পণ্ডিতগণ-প্রদত্ত সংজ্ঞাই অধিকতর উপাদেয় বোধ হইয়াছে। *

---

* Cf. "A mixture of wonder & teror almost always excites the feeling of the sublime. Extraordinary power generally excites the feeling of the sublime, by these means,—by mixing wonder with teror."

Smith's Moral Philosophy p. 217.

" The passion caused by the great & sublime in nature, when those causes operate most powerfully, is astonishment ; and astonishment is that state of the soul, in which all emotions are suspended, with some degree of horror. In this case, the mind is so entirely filled with its object, that it cannot entertain any other, nor by consequence reason on that which employs it." Burke's Essay on the Sublime & the Beautiful Part II, sects. i. ii.

"It seems to me that whatever tends to carry away the mind into the Infinite raises that idea and feeling which are called the sublime."

M', Cash, "Emotions" p. 189

হাস ও হাস্যরস।

সাহিত্যদর্পণকার হাসের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"রাগাদি-বৈকৃতাচ্চেতো বিকাসো হাস ইষ্যতে।"

রাগাদির বৈকৃতহেতু চিত্তের যে বিকাশ তাহাই হাস। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিভাবাদি সহযোগে হাস হাস্যরসরূপে পরিণত হয়। হাস্যরস সম্বন্ধে সাহিত্যদর্পণ বলেন,—

বিকৃতাকার বাগ্বেশ চেষ্টাদেঃ কুহকাদ্ভবেৎ।
হাস্যো হাস-স্থায়িভাবঃ শ্বেতঃ প্রথমদৈবতঃ॥

আকার, বাক্য,বেশ ও চেষ্টাদির বৈকৃতহেতু যে চিত্তের বিকাশ তাহাই হাসের স্থায়িভাব হাস্যরস। ইহা শ্বেতবর্ণ এবং প্রমথ ইহার দেবতা।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধুকার হাসের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

চেতো বিকাশো হাসঃ স্বাদ্বাগ্বেশেহাদি-বৈকৃতাৎ।
সদৃক্ বিকাশনাসৌষ্ঠ কপোলস্পন্দনাদিকৃৎ॥

৩০, দক্ষিণ বিভাগ, ৫ম লহরী।

বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিপ্রযুক্ত যে চিত্তের বিকাশ তাহাই হাস,

---

"Anything which elevates the mind is sublime, and elevation of mind is produced by the contemplation of greatness of any kind; but chiefly, of course, by the greatness of the noblest things. Sublimity is, therefore, only another word for the effect of greatness upon the feelings." Ruskin's Modern Painters Part I sec. i. i. chapter i. ii.

"Our feeling of sublimity is a mingled pleasure and pain, of pleasure in the consciousness of the strong energy, of pain in the consciousness that this energy is vain." Hamilton's Metaphysics, Vol. II., p. 512.

ইহাতে স্বীয় নেত্রের প্রকাশ, এবং নাসা, ওষ্ঠ ও কপালের স্পন্দনাদি হইয়া থাকে। হাসরতিই বিভাবাদির সহযোগে হাস্যরসরূপে পরিণত হয়। এই পরিণতি সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলেন,—

বক্ষ্যমাণৈ র্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতি র্গতা।
হাস্য-ভক্তিরসো নাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে॥

বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইয়া হাস্যভক্তিরস নামে কথিত হয়।

হাস্যরস সম্বন্ধে কাণ্ট বলেন,—

" The ridiculous arises from the sudden collapse of a long-raised and highly-wrought expectation."

আত্যন্তিকী আশায় আকস্মিক পতন হইতেই হাস্যরসের উৎপত্তি হয়।

এই রস সম্বন্ধে ডাক্তার বেইন বলেন,—

" The occasion of the Ludicrous is the degradation of some person or inteest possessing dignity, in circumstances that excite no other strong emotion."

Bain's Mental and Moral Science.

মর্য্যাদাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের মর্য্যাদা হানির সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে এবং তদ্ধেতু অন্য কোন রস উদ্রিক্ত না হইলে হাস্যরস উদ্রেকের কারণ ঘটে। *

---

* Cf. "The laughable has to do with what is deformed or mean; it must be a deformity or meanness not painful or destructive (so as to produce pity, fear, anger, or other strong feelings.)" Aristotle.

" A saying that causes laughter is generally based on false reasoning (some play upon words) ; has always something low in it ; is

আমরা আলঙ্কারিকগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভয়ে ভয়ে ভক্তিরসসিন্ধুর কূলে আসিয়া উপনীত হইলাম। অন্ধ আমরা শাস্ত্র ও মহাজনদিগের কৃপার উহার নির্ভর করিয়া এ সাগরের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে সাহসী হইলাম। মহাজনগণ আমাদের পথ-প্রদর্শক হউন।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রের মত

ভারতীয় বৈষ্ণবশাস্ত্র বলেন যে ভক্তিরস বা প্রেমই জীবের একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র প্রয়োজন। ভক্ত ভক্তি ব্যতীত কিছুই চান না, ভক্তি ব্যতীত কিছুই তাঁহার প্রাণের আশা, আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে না। ভক্তিরত্নের আশায় তিনি সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দেন। ভক্ত নিজে মরিয়া, নিজকে বিকাইয়া ভক্তি খোঁজেন। তাই স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, ভক্তিতে এমন কি আছে যে জন্য মানুষ এত ব্যাকুল হয়, সর্ব্বস্ব পণ করে? ভক্তিতে কি আছে জানি না, কিন্তু দেখিতে পাই যে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব চিরকালই শাস্ত্র ও মহাজন কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে।

---

often purposely sunk into buffoonery ; is never honourable to the subject of it. "
Quintilian.

Campbell says that "laughter is associated with perception of oddity, and not necessarily with degradation or contempt."
Campbell's Philosophy of Rhetoric.

" Laughter is a sudden glory arising from sudden conception of some eminency in ourselves, by comparison with the infirmity of others or with our own formerly." Hobbes

" The most commonly assigned cause of the Ludicrous is Incongruity ; but all incongruities are not ludicrous."
Bain's Mental and Moral Science.

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ন সাধয়তি মাং যোগো না সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্তা গ যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! আমার প্রতি বিশুদ্ধা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশ করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও ত্যাগ তদ্রূপ পারে না।

তন্ত্র বলেন,—

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তি র্মুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দং ভবেদ্গোবিন্দ ভক্তিতঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত তন্ত্র বচন।

গোবিন্দ ভক্তি হইতে পরমাশ্চর্য্য সিদ্ধি, ভুক্তি, মুক্তি এবং নিত্য পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং,
কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে,
ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

হে জগদীশ! আমি ধন জন সুন্দরী কি কবিত্বশক্তি চাই না; জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"বেদশাস্ত্র কহে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি সম্বন্ধ ভক্তি প্রাপ্তির সাধন॥
অভিধেয় নাম ভক্তি প্রেম প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥

কৃষ্ণ-মাধুর্য্য-সেবা প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণ সেবা করায় কৃষ্ণ-রস-আস্বাদন।

ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।"

মহাত্মা রামকৃষ্ণ বলিতেন,—

"জ্ঞান পুরুষ, ভক্তি স্ত্রীলোক। জ্ঞান বহির্ব্বাটী পর্য্যন্ত যাইতে পারে, ভক্তি অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে পারে।"

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন,—

"ভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য তিন ভগিনী বৃদ্ধা ছিলেন। ভক্তি বৃন্দাবনে গিয়া যুবতী হইলেন, জ্ঞান বৈরাগ্য বুড়াই রহিলেন।"

তাই বলিতেছিলাম, ভক্তিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। ভক্তি লাভের নিকট অন্যান্য সমস্ত লাভই অতি তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর। মুক্ত পুরুষ পর্য্যন্ত যে ভক্তির কাঙ্গাল সেই ভক্তির লক্ষণ কি? সেই ভক্তির প্রকৃতি কি? ভক্তিশাস্ত্রই আমাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুক :—

শ্রীমদ্ভাগবতে যথা,—

মদ্‌গুণশ্রুতি মাত্রেণ ময়ি সর্ব্ব গুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ৩।২৯।১০।১১

মদীয়গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বান্তর্য্যামী ও পুরুষোত্তম আমাতে সমুদ্রগামী জাহ্নবী জলের ন্যায় অবিচ্ছিন্না, অহৈতুকী অব্যবহিতা মনোগতিরূপ যে ভক্তির সঞ্চার হয় তাহাই নির্গুণ ভক্তি যোগের লক্ষণ।

নাদরপঞ্চরাত্রে যথা,—

অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥ *

অন্যের প্রতি মমতা পরিহারপূর্ব্বক ভগবানে যে মমতা তাহার নাম প্রেম। এই প্রেমকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব এবং নারদ ভক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নারদ ভক্তি সূত্রে যথা,—

সা কস্মৈচিৎ পরমা প্রেমরূপা।

কাহারো প্রতি পরম প্রেমরূপ পদার্থই ভক্তি। †

---

* নারদপঞ্চরাত্রের অন্যস্থানে আছে,—

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌ প্রেম-পরিপ্লুতা।
অভিসন্ধিবিনির্মুক্তা ভক্তি র্বিষ্ণুবশংকরী॥

হরিতে অভিসন্ধিশূন্য ও প্রেমপরিপ্লুত নিরবচ্ছিন্ন মনোগতিই ভক্তি; এই ভক্তি বিষ্ণুবশঙ্করী॥

† ভক্তিরসামৃত সিন্ধুকার প্রেমের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাব স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥ পূর্ব্ব বিভাগ, ৪র্থ লহরী

যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় এবং যাহা অতিশয় মমতা-সম্পন্ন এরূপ যে ভাব তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥

রামানুজ স্বামী বলেন,—

'স্নেহ পূর্ব্বমনুধ্যানং ভক্তিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।'

রামানুজ ভাষ্য, গীতার ৭ম অধ্যায়, ১ম শ্লোক।

শাণ্ডিল্য সূত্রে যথা,—

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

ভগবানে পরা অনুরক্তিই ভক্তি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—

"কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান;

কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়ী ভাব নাম।

* "বক্তৃতা ও উপদেশে" আছে,—

"ভক্তি কি? না, অনন্য ভাবে তাঁহাকে ভালবাসা। সমস্ত শরীর মন তাঁহাকে উৎসর্গ করিলে তবে হয়।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত বচনসমূহ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে প্রেম বা ভক্তি একই জিনিস। রতি বা ভাবের গাঢ়তাই প্রেম বা ভক্তি।

পরন্তু রতি ও ভাব একার্থ বোধক। পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাবের সমানার্থতাপ্রযুক্ত ভক্তিশাস্ত্রেও উহারা এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। † দেখা যাক্ রতি বা ভাব কি?

ভাবসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলেন,—

শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।

রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ১

পূর্ব্ব বিভাগ, ৩য় লহরী।

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষস্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্য কিরণের সাদৃশ্যশালী এবং রুচি-দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাকারক পদার্থকে ভাব বলে।

---

* শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত "বক্তৃতা ও উপদেশ" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† পুরাণে নাট্যশাস্ত্রে চ দ্বয়োস্তু রতিভাবয়োঃ।

সমানার্থতয়াহত্র দ্বয়মৈক্যেন লক্ষিতম্ ॥ ৭ ॥

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, পূর্ব্ববিভাগ, ৩য় লহরী।

তন্ত্রে আছে—

প্রেম্নস্তু প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে।
সাত্ত্বিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুরত্রাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত তন্ত্রবচন।

প্রেমের প্রথম অবস্থাকেই ভাব বলা যায়, ইহাতে অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলের অল্প মাত্র উদয় হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

প্রেমাঙ্কুরে রতিভাব, হয় দুই নাম,
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে প্রেমের প্রথমাবস্থাকেই রতি বা ভাব বলা হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের স্নিগ্ধতা হইতেই রতির আবির্ভাব অনুমিত হয়। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, যে রতির গাঢ়তাই ভক্তি, সেই রতির জন্মদাতা কে? ভগবানে রতি লাভ করার উপায় কি? শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাক্।

শ্রীমদ্ভাগবতে যথা,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ ১০।৫১।৩৫

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দ বলিয়াছিলেন, হে অচ্যুত! তোমার করুণায় যখন সংসারী ব্যক্তির ভববন্ধন নাশের সময় উপস্থিত হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। সৎসঙ্গ হইলেই সদ্গতি লাভ হয় এবং পরাবরেশ তোমাতে রতি জন্মে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় ;
সাধু সঙ্গে তার, কৃষ্ণে রতি উপজয়।

মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ।

সাধুসঙ্গই ভগবানে বিশুদ্ধ অনুরাগ বা রতিলাভের একমাত্র উপায়। সাধুসঙ্গ ব্যতীত ভবরোগের অন্য ঔষধ নাই, রতি লাভের অন্য উপায় নাই। *

কতকগুলি মৌখিক কথা উচ্চারণ করিলাম, বাহিরে খোল করতাল বাজাইলাম, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিলাম, তাহাতে হয়ত সময় সময় আমাদের প্রাণে সাময়িক উচ্ছ্বাস হইল, অশ্রুপাত হইল, প্রাণে এক প্রকার সুখও অনুভূত হইল ;—আমরা অনেক সময় এইরূপ সাময়িক উচ্ছ্বাসকেই রতি বা ভাব মনে করিয়া আত্ম-প্রতারিত হই। রতি বা ভাব খোল করতাল নয়, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন নয়,—উহা সম্পূর্ণরূপে অন্তরের জিনিস। ভাব বা রতি মানবাত্মার একটি প্রকৃতি। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-পাদ বলিয়াছেন ভাবের অঙ্কুর জন্মিলে নিম্নলিখিত অনুভাব সমুদয় প্রকাশ পায়,—

---

* (১) সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তি হয়॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
(২) ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভাবার্ণবতরণে নৌকা॥ মোহমুদ্গর।
(৩) সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণ রসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্ম্নি,
শ্রদ্ধা রতি র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীমদ্ভাগবত (৩।২৫।২২)
(৪) মলয় বাতাস ছুঁইয়ে যেমন মালতী ফুটেরে বনে,
(তেম্নি) সাধুর গায়ের বাতাস পেয়ে নাম ফুটেরে মনে।—শ্রীশ্রীহরিসংকীর্ত্তন।

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্ম্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্ গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্ বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবা স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ব বিভাগ।

ভাবের অঙ্কুর জন্মিলে ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব, বিরক্তি, মানশূন্যতা, আশা-বন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, ভগবানের নামগানে সর্ব্বদা রুচি, তাঁহার গুণবর্ণনে আসক্তি এবং তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি ইত্যাদি অনুভাব মানবে প্রকাশ পায়।

ভক্তিশাস্ত্রে সাময়িক উচ্ছ্বাসকে রতি বা ভাব নাম দেওয়া হয় নাই। যাত্রাগান, নৃত্যগীতাদি শুনিয়াও অনেক সময় এইরূপ সাময়িক উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। রতি জন্মিলে পূর্ব্বকথিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইবেই পাইবে। ভাব কথার কথা নহে, ভাবের রাজ্য বড়ই দুর্গম। বহু ভাগ্যে জীবের ভাব লাভ হইয়া থাকে। ভাবের গাঢ়তাই ভক্তি। তাই চিন্তা করিয়া দেখুন ভক্তি কি দুর্লভ জিনিস!

ভক্তিশাস্ত্র মতে মুখ্য ও গৌণ ভেদে রতি দুই প্রকার। শুদ্ধ সত্ত্ব-বিশেষরূপ রতিসমূহ মুখ্য, এবং ধারাবাহিকত্ববিহীন, অস্থায়ী রতিসমূহ গৌণ, বলিয়া কথিত হয়। গৌণ রতিসমূহ সময়ে সময়ে মুখ্য রতির আশ্রয়ে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি মুখ্য, এবং হাস্য, বিস্ময়, উৎসাহ, শোক, ক্রোধ, ভয় এবং জুগুপ্সা বা নিন্দা এই সাতটি গৌণ রতি। * যে রতির উত্তরে হাস্য বিদ্যমান

---

* রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যবীরো দয়া তথা।
ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ স প্রেমভক্তিকঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৩ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকের শ্রীধরস্বামীকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

থাকে তাহাকে হাসরতি বলে, যে রতির উত্তরে বিস্ময় উপস্থিত হয় তাহাকে বিস্ময়রতি বলে। অন্যান্য গৌণ রতি সম্বন্ধে ইহাই নিয়ম।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মুখ্য ও গৌণ ভেদে রতি দুই প্রকার। রতির গাঢ়তাই ভক্তিরস বা প্রেম। সুতরাং ভক্তিরস ও মুখ্য এবং গৌণ ভেদে দুই প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি মুখ্য ভক্তিরস, হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, এবং বীভৎস—এই সাতটি গৌণ ভক্তিরস।

ভক্তিশাস্ত্র মতে রতিসমূহ বিভাবাদির সহযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলেন,

'বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ র্ব্যভিচারিভিঃ
সাস্থত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণ-রতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥ ২॥

দক্ষিণ বিভাগ, প্রথম লহরী।

এই স্থায়িভাব স্বরূপ কৃষ্ণরতি বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী-দ্বারা শ্রবণাদিকর্ত্তৃক ভক্তজনের হৃদয়ে আস্বাদনীয়রূপে আনীত হইলে, ভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

দেখা যায় যে কৃষ্ণরতি বিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিলাভ করিয়া ভক্তিরস হয়। সুতরাং বিভাবাদি কি জানা আবশ্যক।

রতি-আস্বাদনের হেতুকে বিভাব বলে। বিভাব সংখ্যায় দুই—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহা অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণরতি হৃদয়ে জাগে তাহাই আলম্বনবিভাব। যাহা ভাব-উদ্দীপনের সহায়তা করে তাহাকে উদ্দীপনবিভাব বলে। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত—আলম্বন বিভাব, শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, প্রসাধন, অঙ্গগন্ধ, বেণুনাদাদি উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাবের দুই বিধি—বিষয় ও আশ্রয়। অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি ভগবানই বিষয়

আলম্বন, মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা ও সমুদয় ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থে আছে,—

বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ রসময়রূপ।
রসিক শেখর সর্ব্বনায়কের ভূপ ॥

নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গান, ক্রোশন (উচ্চরব), গাত্রমোটন, হুঙ্কার, জৃম্ভণ, দীর্ঘশ্বাস, লোকাপেক্ষাত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, ঘূর্ণা এবং হিক্কাদি বাহ্যিক বিকার দ্বারা চিত্তের ভাবের অনুভব হয়; এই জন্য ইহারা অনুভাব বলিয়া কথিত হয়। * যে সকল ভাব সত্বগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহের অতিশয় ক্ষোভ উৎপাদন করে, তাহাদিগকে সাত্বিক বলা যায়। স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম্ম), রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই আটটি সাত্বিক ভাব।

---

* অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণা যে বৈষ্ণবশাস্ত্র কথিত অনুভাবাদি কল্পনা মাত্র। লোকদিগকে প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবগণ এইরূপ ভাবকেলি দেখায়। কোন কোন স্থলে যে প্রতারণা না হয় এরূপ কথা আমরা বলি না। তাই বলিয়া সমস্ত ভাবের প্রকাশই প্রতারণা এরূপ ভাবা অসঙ্গত। দেখুন ভাবের বহিপ্রর্কাশ বা অনুভাব সম্বন্ধে স্পেনসার কি বলেন,—

" Every feeling has for its primary concomitant a diffused nervous discharge which excites the muscles at large, including those that move the vocal organs, in a degree proportionate to the strength of the feeling. * * * When it happens that the rise of this feeling shows itself by a partial contraction of these muscles causing these external appearances called the natural language of the feeling.

Spencer's Principles of Psychology.

অনুভাব সম্বন্ধে ডাক্তার সালি বলেন,—

" What we call the expression of an emotion is merely that part of this reaction which is observable to others, and which helps us to

বাক্য, ভ্রূনেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্বোৎপন্ন ভাব দ্বারা যে ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহারাই ব্যভিচারী। ইহারা ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারীও বলা যায়। নির্ব্বেদ (আর্ত্তি), বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা (আকার-গোপন), স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি (অচাঞ্চল্য), হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চপলতা, নিদ্রা, সুপ্তি (স্বপ্ন) ও বোধ—এই তেত্রিশটি ভাবকে ব্যভিচারী বলে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত ও মুরলীনাদাদি বিভাবসমূহ রতি উৎপত্তির কারণ-স্বরূপ, এবং নৃত্য অট্টহাসাদি অনুভাব, স্তব্ধতাদি সাত্ত্বিক, এবং নির্ব্বেদাদি ব্যভিচারী, কার্য্য-স্বরূপ। * আবার বিভাবসমূ-

read one another's feelings. Thus it includes, first of all, the actions of muscles, as those of the limbs, face, and vocal organs, which distictly betray their effects. We read a happy emotion in the movements of the eye and mouth which constitute facial expressions. Other reactions involving the organs of respiration, circulation, and even digestion may enter into the expression of an emotion. Thus the disturbance of the respiratry process in sobbing, the pallor in fear due to altered vaso-motor action, the excitation of the lachrymal gland in weeping are among the best recognised manifestations of emotion." Vide Sully's Outlines of Psychology pp. 342-43.

* যে কৃষ্ণ-ভক্ত-মুরলীনাদাদ্যা হেতবো রতেঃ।
কার্য্যভূতা স্মিতাদ্যাশ্চ তথাষ্টৌ স্তব্ধতাদয়ঃ॥
নির্ব্বেদাদ্যাঃ সহায়াশ্চ তে জ্ঞেয়া রসভাবনে।
বিভাবা অনুভাবাশ্চ সাত্ত্বিকা ব্যভিচারিণঃ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, প্রথম লহরী।

ভগবানের দর্শন লাভ হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা ও ঋষিগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তথা হি মুণ্ডকোপনিষদে,—

হের মধ্যে রসশেখর ভগবানই একমাত্র বিষয়ালম্বন; ভক্তগণ আশ্রয়াবলম্বন, এবং মুরলীনাদাদি উদ্দীপনবিভাব। সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রমতে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ যাবতীয় ভক্তিরসের মূল কারণ। ভক্তিরসের বিষয় ভগবান্। তাই ভগবদ্দর্শন ব্যতীত ভক্তিলাভ হওয়া অসম্ভব। ভক্তির বিষয়কে ছাড়িয়া ভক্তি কখনই অঙ্কুরিত হইতে পারে না। "বক্তৃতা ও উপদেশ" এ বিষয়টি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে,—

"ভক্তির আধার তিনি, তাঁহার সঙ্গেই ভক্তির যোগ। তাঁহাকে না পাইলে আমার প্রাণে ভক্তি লাভ হইতে পারে না। যেমন মনুষ্যের প্রাণে অপত্যস্নেহ আছে, যতদিন মনুষ্য সন্তানের মুখ না দেখে, ততদিন সেই অপত্য স্নেহ কি, তাহা যেমন জানিতে পারে না। অপরের সন্তান দেখিলে তাহার প্রাণে এক প্রকার ভালবাসার উদয় হইতে পারে, ভাব হইতে পারে কিন্তু তাহা অপত্যস্নেহ নয়। সন্তানের মুখ না দেখিলে যেমন অপত্যস্নেহ জন্মে না, সেইরূপ ভক্তবৎসল সেই পরমেশ্বরকে না পাইলে, তাঁহার প্রসন্ন মুখ না দেখিলে, ভক্তিলাভ হইতে পারে না। যে বৃত্তির যে বিষয়, তাহা না পাইলে সেই বৃত্তির বিকাশ হইতে পারে না। ভক্তি বৃত্তির বিষয় পরমেশ্বর, তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিলে প্রাণে ভক্তির উদয় হয় না।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অতি সংক্ষেপে ভক্তিরসতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা উক্ত গ্রন্থরাজ হইতে কতিপয় পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥৮॥

দ্বিতীয় মুণ্ডক, দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করা, সিতা, মিছরি উত্তম মিছরি আর॥
এই সব কৃষ্ণভক্তিরস স্থায়ী ভাব।
স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব অনুভাব॥
সাত্বিক ব্যভিচারী ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তিরস হয় অমৃত আস্বাদনে॥
যৈছে দধি সিতা ঘৃত মরিচ কর্পূর।
মিলনে রসালা হয় অমৃত-মধুর॥
ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্য রতি, মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চভেদ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুররস নাম।
কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান॥
হাস্যাদ্ভুত বীর করুণ রৌদ্র বীভৎস ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে সপ্ত গৌণ রস হয়॥
পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্তসনে।
সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়া কারণে॥

মধ্য লীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

তাই দেখা যায় যে ভক্তিশাস্ত্রমতেও রসই সৌন্দর্য্যের জীবন। রস-বিহীন বস্তু কখনই সুন্দর হইতে পারে না। রসোদ্দীপনের ক্ষমতার উপরে বস্তুর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। সুন্দর বস্তুতে যে শুধু রস বিদ্যমান

থাকে তাহা নহে; সুন্দর বস্তুতে রসাঙ্গ সমূহের উপযুক্ত সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। সুন্দর বস্তু রসাঙ্গ সমূহের যথোচিত সন্নিবেশ দ্বারা আমাদের মনে রস জাগায়। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি পদ বলিয়াছেন,—

"ভবেৎ সৌন্দর্য্য মঙ্গানাং সন্নিবেশো যথোচিতম্।" *

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ১ম লহরী।

অঙ্গসমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশই সৌন্দর্য্য।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্য ভাষায় একই কথা বলা হইয়াছে,—

"প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়িভাব রস হয় এই চারি মিলি॥
দধি যেন খণ্ড মরিচ-কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অমৃতাস্বাদনে।

মধ্য খণ্ড, ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

জড়ই প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্যের অঙ্গ। বর্ণ, শব্দ, প্রস্তর প্রভৃতি জড়ীয় অঙ্গ সমূহের উপযুক্ত সন্নিবেশের উপর প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। অঙ্গ সমূহের স্থূলত্ব রসনিষ্পত্তি বিষয়ে অনেকটা বাধা জন্মায়। স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্ম অঙ্গ সমূহ অধিক রস প্রদানক্ষম। এই জন্যই কলাবিদেরা স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এবং চিত্রবিদ্যা অপেক্ষা সঙ্গীত ও কাব্যের মাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া চিন্ময় ধামে পৌঁছা যায়। তথাহি লঘুভাগবতামৃতে,—

---

* শ্লাঘ্যাঙ্গসন্নিবেশো যঃ সুরম্যাঙ্গঃ স কথ্যতে॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ১ম লহরী।

প্রশংসিত অঙ্গের যে সন্নিবেশ অর্থাৎ গঠন তাহাকে সুরম্যাঙ্গ বলে।

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্॥

বিরজা নদীর পারে ব্রহ্মময়, ত্রিপাদৈশ্বর্য্য সমন্বিত, অমৃত, নিত্য, অনন্ত পরমোৎকৃষ্ট ধাম শোভা পাইতেছে।

এই নিত্য লোক রসময় আনন্দময়। এ রাজ্যের পদার্থ-নিচয় রসময়, পদার্থের গঠনও রসময়। রস, আনন্দ ব্যতীত এ ধামে কিছুই নাই। ঋষিগণ এ রাজ্যের কথা বলিতে গিয়া শুধু "আনন্দরূপমমৃতম্" "ওঁ সত্যং শিবং সুন্দরম্" বলিয়াছেন। এ লোকের কথা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। সাধকের ভাষায় বলিতে গেলে,

"আনন্দময় বাজার খানি
হচ্ছে সদা প্রমের ধ্বনি॥"

এই ধামের মাধুরীর শেষ নাই। সমস্তই মধুর, মধুর, মধুর। এই অপ্রাকৃত ধামের সৌন্দর্য্যেও রসের যথোচিত সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। কি প্রকৃত কি অপ্রাকৃত সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যই অঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ বই আর কিছু নয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সুন্দর বস্তু অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ দ্বারা আমাদের চিত্তে রস জাগায়। সুন্দর বস্তুতে রস আছে বলিয়াই সুন্দর বস্তু আমাদের চিত্তে রস জাগাইতে পারে। উহাতে রস না থাকিলে কখনই রস জাগাইতে পারিত না। যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে আসিতে পারে না। 'যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।' পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন প্রকৃতপক্ষে কারণই কার্য্যরূপে পরিণত হয়, কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। * সুতরাং বস্তুর সৌন্দর্য্য রসাত্মকতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

---

* "কারণস্থ আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্"—শারীরক ভাষ্য, বেদান্ত দর্শন।

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে সুন্দর বস্তু এই রস কোথায় পায়? সুন্দর বস্তুর রসাত্মকতার মূল কি? এই প্রশ্নের উত্তর মহাজনদিগের ভাষায় দেওয়া যাক্।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে যথা,—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা নন্দী ভবতি॥

দ্বিতীয় বল্লী।

ভগবান্ রস স্বরূপ। ভূত সমূহ তাহার রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যথা,—

পরমানন্দ তাদাত্ম্যাদ্রত্যাদেরস্য বস্তুতঃ।
রসস্য স্বপ্রকাশত্বমখণ্ডত্বঞ্চ সিদ্ধ্যতি॥

দক্ষিণ বিভাগ, ৫ম লহরী।

হ্লাদিনী শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রযুক্ত রত্যাদির অর্থাৎ রতি প্রেম স্নেহাদি রসের স্বপ্রকাশত্ব ও অখণ্ডত্ব মূলতঃ সিদ্ধ হয়।

নিখিল রস, রসশেখরের রস, সমস্ত সৌন্দর্য্য ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। রসরাজের সৌন্দর্য্যে জগৎ সৌন্দর্য্যশালী, রসরাজই নিখিল সৌন্দর্য্যের খনি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্য জ্ঞানের ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের মত এই যে চক্ষু এবং কর্ণ এই প্রধান ইন্দ্রিয়দ্বয়ই সৌন্দর্য্য জ্ঞানের এক মাত্র ইন্দ্রিয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সহিত সৌন্দর্য্য বোধের বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে ইহা স্বীকার করিতে অধিকাংশ প্রতীচ্য দার্শনিকই নারাজ। পক্ষান্তরে ভারতীয় পণ্ডিতগণের মত এই যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাই সুন্দর জিনিস উপভোগ করা যায়। যে বস্তুর সৌন্দর্য্য অধিক সংখ্যক ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করা যায় তাহাই অধিকতর সুন্দর। বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন প্রতীচ্য পণ্ডিত এই মতের

সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন। * পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত আলোচনায় দেখা যায় যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অতীত কোন জগৎ সুন্দর থাকিতে পারে তাঁহাদের অনেকের ধারণায়ই আসে নাই। এই জন্যই সম্ভবতঃ জার্ম্মান দার্শনিক সেলিঙ, হিগেল পর্য্যন্ত ললিত কলাতেই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে—ইহা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পক্ষান্তরে ভারতীয় পণ্ডিতগণ প্রাকৃত জগতের অতীত চিন্ময় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্যজ্ঞান যেরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য বিষয়ক জ্ঞানও আমাদিগের বিশেষ বৃত্তিদ্বারে সম্পাদিত হয়। এই আন্তরিক বৃত্তির নাম ভক্তি। এই ভক্তিবৃত্তির বিকাশ হইলেই ভক্তি কি জানা যায়। ভক্তি বৃত্তির দ্বারা অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। আর একটি কথা। শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, † শ্রীরাধা মহাভাবময়ী। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপের বর্ণনা করিতে যাইয়া বৈষ্ণব কবিগণ হার মানিয়াছেন। তাঁহাদের রূপের তুলনা জগতে নাই। ভক্ত কৃষ্ণকমলের ভাষায় বলিতে গেলে,—

> "সেই অতুলনা রূপের, কি দিব তুলনা
> যাহার তুলনা জগতে মিলে না;

---

* Vide Dr Sully's Article on "Aesthetics" in Encyclopedia Britannica 11th edition.

† শ্রীকৃষ্ণের রূপ যথা,—

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার লীলা কল্লোল বারিধিঃ।
অতুল্য মধুর প্রেম মণ্ডিত প্রিয় মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকল কূজিতঃ
অসমানোর্দ্ধ রূপশ্রী বিস্মাপিত চরাচরঃ॥ ১৭॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগ, ১ম লহরী।

আমি ত্রিভুবন চেয়ে, দেখিলাম চিন্তিয়ে
সেই ত তাঁহার রূপের তুলনা ॥

বৈষ্ণবপদকর্ত্তৃগণ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রূপ ভাষায় কি ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন তাহার নমুনাস্বরূপ দুইটি পদ নিম্নে দেওয়া গেল :—

শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো,
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে,
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা ॥
সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা, মুখ বনাইল রে,
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড।
বিম্বফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে,
ভুজ জিনিয়া করিশুণ্ড ॥ *
কম্বু জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বনাইল রে,
কোকিল জিনিয়া সুস্বর।
আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে,
ঐ ছন দেখি পীতাম্বর ॥

---

* মুখং চন্দ্রকারং করভনিভমূরুদ্বয়মিদং
ভুজৌ স্তম্ভারম্ভৌ সরসিজবরেণ্যং করযুগং।
কবাটাভং বক্ষঃ স্থলমবিরলং শ্রোণিফলকং
পরিক্ষামো মধ্যঃ স্ফুরতি মুরহন্তুর্মধুরিমা ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

আহা! মুরারির কি আশ্চর্য্য মধুরিমা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে! বদন চন্দ্রতুল্য, উরুদ্বয় করিশুণ্ডের ন্যায়, ভুজযুগল স্তম্ভসদৃশ, করদ্বয় প্রশস্ত পদ্মসদৃশ, বক্ষঃস্থল কবাটতুল্য বিস্তৃত, নিতম্বযুগল নিবিড়, মধ্যদেশ ক্ষীণ।

বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বসাইল রে,
এ মতি লাগয়ে বুকের শোভা ।
দাম-কুসুমে কেবা, সুষুমা করেছে রে,
এ মতি তনুর দেখি আভা ॥
আদলি উপরে কেবা, কদলি রোপল রে,
ঐ ছন দেখি উরুযুগ ।
অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে,
চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ ॥

শ্রীরাধার রূপ । *

তুড়ি

কাঞ্চনবরণী, কে বটে সে ধনী,
ধীরে ধীরে চলি যায় ।
হাসির ঠমকে, চপলা চমকে
নীল সাড়ী শোভে গায় ॥
দেখিতে বদন, মোহিত মদন,
নাসাতে দুলিছে দুল ।

---

* মদ চকুর চকোরী চারুতা চোরদৃষ্টি
র্বদন-দমিত-রাকা-রোহিনী-কান্ত কীর্ত্তিঃ
অবিকলকলধৌতোদ্ধূতি ধৌরেয়কশ্রী
র্মধুরিম মধুপাত্রী রাজতে পশ্য রাধা ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ।

যাঁহার লোচন মদ মত্ত চকোরীর সৌন্দর্য্য হরণ করিতেছে, যাঁহার বদনচন্দ্র অবলোকন করিলে পূর্ণচন্দ্রকেও ঘৃণা বোধ হয় এবং যিনি স্বর্ণ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-শালিনী, সেই মধুরিমার মধুপাত্রী শ্রীরাধা বিরাজ করিতেছেন অবলোকন করুন ।

সুবিশাল আঁখি, মানস ভাবিয়া,
ছুটিছে মরাল কুল ॥
আঁখি তারা দুটী, বিরলে বসিয়া,
সৃজন করেছে বিধি।
নীলপদ্ম ভাবি, লুবধ ভ্রমরা,
ছুটিতেছে নিরবধি ॥
কিবা দন্ত ভাঁতি, মুকুতার পাঁতি,
জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি।
সীঁথায় সিন্দুর, জিনিয়া অরুণ,
কর্ণে কর্ণবালা ঢেঁড়ি ॥
শ্রীফলযুগল, জিনি কুচযুগ,
পাতলা কাঁচলি তাহে।
তাহার উপর, মণিময় হার,
উপমা কহিব কাহে ॥
কেশরী জিনি, কৃশ মাঝাখানি,
মুঠে করি যায় ধরা।
গজ কুম্ভ জিনি, নিতম্ব বলনি,
উরু করি-কর পারা ॥
চরণ যুগল, জিনিয়া কমল,
আলতা রঞ্জিত তায়।
মঝু মন তাহে, কাহে না ভুলব
মদন মূরছা পায় ॥
কাহার নন্দিনী, কাহার রমণী
গোকুলে এমন কে।

কোন পুণ্যফলে, বল বল সখা,
সে রামা পাইল সে॥
চণ্ডীদাস বলে, ভেব না ভেব না
ওহে শ্যাম গুণমণি।
তুমি সে তাহার, সরবস ধন,
তোমারি আছে সে ধনী॥

এই স্থানে আমরা ভারতীয় পণ্ডিতগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম॥

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা।

(১) সৌন্দর্য্যস্পৃহার স্বাভাবিকত্ব।

জড় ও জীব জগতের বহু পদার্থকে আমরা সুন্দর বলিয়া থাকি। ফুল সুন্দর, চাঁদ সুন্দর, পাখী সুন্দর, মানুষ সুন্দর। পাঁচটি জিনিস এক স্থানে রাখিয়া দেও, তন্মধ্যে যেটি সুন্দর তাহাতে তোমাকে মুগ্ধ করিবেই করিবে। সুন্দর জিনিষ দেখিবামাত্র মানুষ তাহাতে মুগ্ধ হয়, তাহার মন প্রাণ তাহাতে আপ্লুত ও অভিভূত হইয়া পড়ে। উদ্যানে গোলাপফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, উহা দেখিবামাত্র তুমি মনে মনে বা মুখে নিশ্চয়ই বলিবে, "মরি কি সুন্দর!" সরসীতে পদ্ম বিকসিত হইয়াছে দেখিয়া, "আহা কি সুন্দর!" এই কথা মনে মনে বা মুখে না বলে এমন অরসজ্ঞ ব্যক্তি অতি বিরল। পূর্ণচন্দ্রের শোভা দেখিয়া মোহিত না হয়, এমন হৃদয়বিহীন জগতে আছে কি না সন্দেহ করি। ময়ূর ময়ূরীর অপূর্ব্ব নৃত্যভঙ্গী জনমাত্রেরই প্রাণ মন হরণ করে। সারকেসিয়ান ও জর্জ্জিয়ান স্ত্রীপুরুষগণের রূপের প্রশংসা আপামর-সাধারণের মুখেই শুনা যায়। বস্তুতঃ প্রকৃতির মাধুর্য্য রাশিতে নিজকে বিকাইয়া কবির সহিত আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়,—

যখন বিশ্বের যে দিকে চাই,
কতই কৌশল দেখিতে পাই।
প্রকৃতির মনোমোহন কায়,
যে শিল্প চাতুর্য্য প্রকাশে হায়!
এ জগতে নাই তুলনা তার;
তব সম শিল্পী কে আছে আর?

সদ্ভাবশতক।

পণ্ডিতগণ ললিত কলার সৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। কোন কোন দার্শনিক ললিত কলাতে সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে—এ কথাও বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত এবং কবিতা—সমস্তই মধুবর্ষী ও মনোমুগ্ধকর। যাহাকে ভেল্‌ভেডিয়ারের অ্যাপলো বলে, সেই অ্যাপোলো-মূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া একবার দাঁড়াও। এই উৎকৃষ্ট কলা-রচনার যে অংশে নেত্র পতিত হইবে, তাহাই মনোরম বলিয়া বোধ হইবে। ঐ সুন্দর মূর্ত্তিটিতে অমর যৌবনশ্রী যেন ফুটিয়া রহিয়াছে, সচরাচর মানব শরীর অপেক্ষা একটু অধিক উচ্চ, তাহার সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে রাজমহিমা পরিব্যক্ত—এই সমস্ত মিলিয়া তাহা হইতে দেবত্বের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। ঐ ললাট দেবতারই উপযুক্ত, উহাতে অচলা শান্তি বিরাজমান। আর একটু অধোভাগে মানবত্বের লক্ষণ আবার দেখা দিয়াছে; এবং এইরূপ মানবত্বের লক্ষণ থাকাতেই এই সকল কলারচনার প্রতি মানবচিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টিতে তৃপ্তির ভাব, নাসারন্ধ্র, ঈষৎ বিস্ফারিত, নীচের ঠোঁট একটু তোলা, এই সমস্ত লক্ষণে বিজয়গর্ব্ব ও বিজয় সাধনের শ্রান্তি প্রকাশ পাইতেছে। * এই

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক ভাবান্তরিত "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

একবার মানসনেত্রে কবিকুল চূড়ামণি কালিদাসের বল্কলপরিধানা, আভরণবিহীনা, অঙ্গরাগশূন্যা, স্বভাব সুন্দরী শকুন্তলার রূপ রাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দেখিতে পাইবেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশো র্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিক-মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং॥

পদ্ম শৈবলে পরিব্যাপ্ত হইলেও সুন্দর। চন্দ্রের কলঙ্ক মলিন হইলেও শোভা বিস্তার করে। এই কৃশাঙ্গী বল্কলপরিধানা হইলেও অতিশয় মনোজ্ঞা। স্বভাবসুন্দর দেহে কোন্ জিনিষই বা ভূষণ স্বরূপ না হয়?

কি মনোরম ভাব! কি রুচিসঙ্গত চিত্র! স্বভাবসুন্দর পদার্থ নিজেই সুন্দর, পরিচ্ছদ পারিপাট্য তাহার শোভা বৃদ্ধি করিতে অক্ষম। কালিদাসের রচনার সমস্ত অংশই মধুর ও প্রাণস্পর্শী। 'মহাকবি কালিদাস তাঁহার বিশাল চিত্রপটে প্রকৃতিপুরুষের পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সে চিত্রের বিস্তার—পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত। সে চিত্রে গ্রীক নাটকের আকারগত সৌন্দর্য্য, জর্ম্মান্ নাটকের প্রণালীগত আধ্যাত্মিকতা এবং ইংরাজী নাটকের কার্য্যগত জীবন্ত ভাব পূর্ণ মাত্রায় লক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গূঢ়রহস্যব্যঞ্জক মহাপটের নাম অভিজ্ঞান শকুন্তল।' * অভিজ্ঞানশকুন্তলের সৌন্দর্য্যে

* স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসুর "শকুন্তলাতত্ত্ব" হইতে গৃহীত।

দেখুন গেটে কালিদাস সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন,—

মুগ্ধ হইয়া আমাদিগকেও স্বর্গীয় চন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে সাধ হয়,—

"কালিদাস! তোমার কাব্যের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাণ কে করিবে? দেব! তুমি শুধু ভারতের কালিদাস নও; তুমি জগতের কালিদাস। লোকে না বুঝিয়া সেক্সপীয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে, 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'।" *

বাহ্য প্রকৃতি ছাড়িয়া অন্তর্জ্জগতে প্রবেশ করা যাক্। মনীষিগণ মানবের মনোবৃত্তি ও আত্মার সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়া থাকেন। বীরপুরুষ অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার উদ্দেশ্যপথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিলে কি তোমার হৃদয় স্বতঃই তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয় না? স্বর্গ হইতে গরীয়সী জন্মভূমির জন্য স্বদেশবৎসল আপনার ধন জন মান বিসর্জ্জন দিতেছেন দেখিয়া কি তুমি মোহিত হও না? পরোপকারীর উন্মুক্ত হস্ত অনাথ শিশুর মস্তকে স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া কি তুমি দ্রব হও না? বন্ধুর জন্য বন্ধু সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন দেখিয়া কি তুমি সেই স্বর্গীয় সৌহার্দ্দের প্রশংসা কর না? পতিব্রতা পতির জন্য মৃত্যুকে পর্য্যন্ত আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত দেখিলে স্বতঃই কি তোমার

---

* "Wouldst thou the young years blossoms
And the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed?
Wouldst thou the earth and heaven itself in
one sole name combine?
I name thee, oh Sakoontala!
And all at once is said.

Goethe.

চিত্ত তাহার মাধুর্য্যে মোহিত হয় না? স্নেহময়ী জননী পিতৃহীন শিশুর লালনপালন জন্য নিজের সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিতেছেন দেখিয়া কি তুমি আপনা আপনি বলিয়া উঠ না, "আহা! কি অনুপম শোভা!" বীরত্বের সৌন্দর্য্য, স্বদেশ প্রীতির সৌন্দর্য্য, পরসেবার সৌন্দর্য্য, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দের সৌন্দর্য্য, অকপট দাম্পত্য প্রণয়ের সৌন্দর্য্য, জননীর নিঃস্বার্থ স্নেহের সৌন্দর্য্য, চিত্রে অথবা ভাষায় সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করা সম্ভবপর বোধ হয় না। বীরকুল-চূড়ামণি অর্জ্জুন ও নেপোলিয়ানের অতুলনীয় বীরত্ব, গ্যারিবল্‌ডির নিঃস্বার্থ স্বদেশ প্রীতি, পতিপ্রাণা সাবিত্রীর পতিভক্তি, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের পরদুঃখকাতরতার গভীরতা যথাযথ চিত্রিত করিবার শক্তি মানুষের নাই। মৃত্যুশয্যায় শায়িত সক্রেটিশ নির্ভীকচিত্তে তাঁহার শিষ্যগণকে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার সময়ে তাঁহার যে জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা অনুভবের জিনিস, ভাষায় প্রকাশ করিবার জিনিস নহে। মানবীয় কার্য্য ও ভাব বৈচিত্র্যের গভীরতা পরিমাপ করিতে কল্পনা হার মানে। চিন্ময় জগতের আরো উচ্চ স্তরে আরোহণ করা যাক্‌। ব্রহ্মজ্ঞানী, যোগী, ও ভক্তের অপ্রাকৃত জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্‌, প্রেম-মধুর আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তির শোভা অবর্ণনীয়। তাঁহাদের আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তি ত্রিতাপদগ্ধ জনগণকে সঙ্কেতে এক অপ্রাকৃত আনন্দধামের বার্ত্তা জানাইয়া দেয়। তাঁহাদের রসামৃত মূর্ত্তি জগজ্জনকে ইহাই ঘোষণা করে—সমস্ত রস রসস্বরূপ ভগবানেরই রস, অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি ভগবান্‌ই সমস্ত সৌন্দর্য্যের খনি। তাঁহাদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগকে বুঝিলে সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব জানা যায়, বুঝা যায়।

সৌন্দর্য্যের চিন্তা করিতে করিতে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আলোচ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক্‌। আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম যে মানুষের সৌন্দর্য্যের প্রতি স্বাভাবিক

অনুরাগ বিদ্যমান আছে। সুন্দর জিনিস দেখিবামাত্র মানুষ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, মানুষের চিত্ত স্বতঃই সৌন্দর্য্যের প্রতি ধাবিত হয়। শুধু তাহাই নহে, সৌন্দর্য্য স্পৃহার প্রেরণায় মানুষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

কোন কোন পণ্ডিত সৌন্দর্য্যবোধের মৌলিকত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ডারুইন, স্পেনসার প্রভৃতি বিবর্ত্তনবাদিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। জীবন সংগ্রামে সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্যানুভূতির কোন আবশ্যকতা না থাকিলেও, বিহগের মধুর কাকলী ও সঙ্গীত ধারা, বিবিধ মনোমোহন নৃত্যভঙ্গী, অঙ্গের লাবণ্য, পুচ্ছ ও পালকের বৈচিত্র্য—যৌন-নির্ব্বাচনের ফল বলিয়া ডারুইন প্রচার করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি যৌন-নির্ব্বাচনবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। হারবার্ট স্পেনসারের মত এই যে শিশুর ক্রীড়া-স্পৃহা বিবর্ত্তিত হইয়া সৌন্দর্য্যস্পৃহারূপে পরিণত হইয়াছে। জীবন রক্ষার জন্য যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তি মানুষের আছে। এই অতিরিক্ত শক্তি ক্রীড়াস্পৃহারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ক্রীড়াস্পৃহাই বিবর্ত্তিত হইয়া সৌন্দর্য্যস্পৃহারূপে পরিণত হয়। এইমত দ্বারা সৌন্দর্য্যস্পৃহার উৎপত্তির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হইতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। ডাক্তার সালি প্রভৃতি প্রবীণ পণ্ডিতগণের ইহাই মত। সুতরাং সৌন্দর্য্যস্পৃহা স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে মানুষের সৌন্দর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক হইলে সৌন্দর্য্যবিষয়ে মানুষের মধ্যে এত মতভেদ লক্ষিত হয় কেন? কোন স্ত্রীলোকের পদতল ছোট না হইলে চীনদেশীয়গণ তাহাকে সুন্দরী বলিয়া মনে করেন না। পাছে পা বড় হয়, সেইজন্য চীনদেশীয় রমণীগণ বাল্যকাল হইতে এক প্রকার লৌহপাদুকা ব্যবহার

করিয়া থাকেন। ইংরাজগণ দীর্ঘ গ্রীবা ও কটা চক্ষু সুন্দরীর লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভারতবাসিগণের সৌন্দর্য্যবিষয়ক ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারা মৃগলোচন, গজগমন প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করেন। এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে উপকরণরাশির যথোচিত সন্নিবেশের উপর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে; এ বিষয়ে কি চীনদেশ-বাসী, কি ইংলণ্ডবাসী, কি ভারতবাসী—কাহারো মতভেদ থাকা পরিদৃষ্ট হয় না। তবে কোন স্থলে কেহ সুশৃঙ্খলা ও সুগঠন দেখিতে পান, কেহ দেখিতে পান না। ইহা অনেক পরিমাণে শিক্ষা, জন্মগত সংস্কার, শারীরিক ও মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে। কোন বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হইলেই তাহার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয় না। মানুষের পানাহারের ইচ্ছা, সুখেচ্ছা স্বাভাবিক বলিয়া পণ্ডিতমাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পানাহার ও সুখের বিষয় সম্বন্ধে মানুষের মধ্যে বিশেষ মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে আমাদের পানাহারের ইচ্ছা, সুখেচ্ছা স্বাভাবিক নয়?

(২) প্রকৃতি ও ললিতকলা।

সৌন্দর্য্যের হিসাবে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ কি ললিতকলা শ্রেষ্ঠ—ইহা লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। কাণ্ট, সোপেনহর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া-ছেন। পক্ষান্তরে সেলিঙ্, হিগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ ললিতকলার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষপাতী, তাঁহাদের যুক্তি এই যে শিল্পকলার গতি, জীবন ও ব্যক্তিত্ব নাই। শিল্প-কলা মনুষ্যরচিত। জড় প্রকৃতিতে জীবন থাকুক বা নাই থাকুক, উহা পরিবর্ত্তনশীল, উহাতে গতি লক্ষিত হয়। জীব প্রকৃতিতে গতি, জীবন

ও ব্যক্তিত্ব থাকা পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহারা ইহাও বলেন যে শিল্পকলা শুধু প্রকৃতির অনুকরণ করে। মূল আদর্শ অপেক্ষা আদর্শানুযায়ী গঠিত পদার্থ কখনই অধিক সুন্দর হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃতি ললিত-কলা হইতে শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা শিল্পকলার শ্রেষ্ঠত্বের পক্ষপাতী, তাঁহাদের যুক্তি এই যে কোন বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব বাহ্যিক আকৃতি হইতে নির্ণীত হইতে পারে না। কোন বস্তুর বিশেষত্ব নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিতে হইবে। শিল্পকলার গতি ও জীবন নাই বটে, কিন্তু উহা মনের অপত্য, মনোজগতের সহিত ইহার সংশ্রব। শিল্পকলাতে মানস-আদর্শই শিল্পকলার গঠনরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শিল্পকলাতে মানস-আদর্শকে পুনর্জ্জন্ম দেওয়া হয়, পুনর্জ্জীবিত করা হয়। মন ও মনের সৃষ্ট পদার্থ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শিল্পকলা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। * যাঁহারা এই শ্রেণীর যুক্তির বলে ললিতকলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চান তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। যাঁহারা গতিহীন, নির্জ্জীব ও ব্যক্তিত্ববিহীন শিল্প-কলাতে জ্ঞানের পরিচয় পান অথচ নিগূঢ়রহস্যপূর্ণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞানের পরিচয় পান না, তাঁহাদের বিবেচনা-শক্তির প্রশংসা করিতে পারা যায় না। শিল্পকলা আমাদিগকে কতটুকু জ্ঞানের পরিচয় দেয়, কতটুকু

---

* We may, however, begin at once by asserting that artistic beauty stands higher than nature. For the beauty of art is the beauty that is born—born again, that is—of the mind; and by as much as the mind and its products are higher than nature and its appearances, by so much the beauty of art is higher than the beauty of nature."

Bonsanquet's Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.

আনন্দ দিতে পারে? শিল্পকলাতে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, শিল্পকলা আমাদিগকে যে পরিমাণ রস দিতে পারে, প্রকৃতি-প্রদত্ত জ্ঞানের সহিত, প্রকৃতি-প্রদত্ত রসের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। শিল্পকলার রস অনেক পরিমাণে একঘেয়ে, তাহাতে ভাব-বৈচিত্র্য খুব কম। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, ও চিত্রে ভাবের বৈচিত্র্য নাই বলিলেই হয়। সঙ্গীত ও কাব্যে কতকটা ভাবের বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাদের ভাব-বৈচিত্র্য প্রকৃতির ভাব-বৈচিত্র্যের তুল্য হইতে পারে না। প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তন, ব্যক্তিত্ব ও জীবন বিদ্যমান আছে। তদ্ধেতু প্রকৃতিতে নিত্য-নূতন ভাবের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃতি নিত্য-নূতন রসে জনগণের মনোরঞ্জনে সমর্থ। শিল্পকলার রচনাতে সান্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বিশাল প্রকৃতিরাজ্যে অনন্ত জ্ঞানের, অনন্ত আনন্দের পরিচয় পাওয়া যায়।

শিল্পকলা সান্ত মনের অপত্য, কিন্তু প্রাকৃত জগৎ অনন্ত সচ্চিদানন্দময় পুরুষের অপত্য। প্রাকৃত জগৎ অনন্ত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অনন্ত ব্রহ্মে অবস্থিত আছে এবং প্রলয়কালে অনন্ত ব্রহ্মে প্রবেশ করিবে। প্রাকৃত জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত পদার্থই এক মহান্ পুরুষের মহিমা ও সৌন্দর্য্য ঘোষণা করে। এক দিকে যেমন নক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশ, গ্রহোপগ্রহমণ্ডিত সৌরজগৎ এক জ্ঞানময় পুরুষের মহিমা সঙ্কীর্ত্তন করিতেছে, অপর দিকে অদৃশ্যপ্রায় বালুকণা, সামান্য তৃণখণ্ড, ক্ষুদ্রতম কীটাণু সেই পরম পুরুষের বন্দনা করিতেছে। নগাধিরাজ হিমালয়, সুবিশাল সমুদ্র ধনধান্যপূর্ণা বসুন্ধরা এক অদ্বিতীয় পুরুষের কাহিনী বিবৃত করিতেছে, সকলেরই মুখে এক কথা—"অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়?" পণ্ডিতগণ প্রকৃতিতে অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কত কি না বলিয়াছেন!

এলবার্টাস্ মেগনাস্ (*Albertus Magnus*) বলিয়াছেন,—

"All creatures," says Albertus, "cry out to us that there is a God; for the beauties of the world bear witness to a supreme beauty, its sweets to a supreme sweetness, what is highest in it to something higher than all, what is pure to purity itself." (*Compend. Theologic. Verit; C. I.*)

সমস্ত জীবজগৎ পরমেশ্বরের কাহিনী ঘোষণা করে। জগতের সৌন্দর্য্যরাশি পরসৌন্দর্য্যের, জগতের মিষ্টত্ব পরমিষ্টত্বের, জগতের মধ্যে যাহা কিছু উচ্চ উচ্চতমের, যাহা কিছু পবিত্র পবিত্রতমের সাক্ষ্য প্রদান করে।

সেণ্ট বোনাভেঞ্চুরা (Saint Bonaventura) বলিয়াছেন,—

"He who is not illumined by the splendour of the created things is blind. He who is not awakened by nature's many voices is deaf. He who is not led by all these things to praise God is dumb."

সৃষ্ট পদার্থের সৌন্দর্য্য দেখিয়া যিনি মুগ্ধ হয়েন না, তিনি অন্ধ। প্রকৃতির আহ্বান শুনিয়া যিনি জাগ্রত হয়েন না তিনি বধির। জাগতিক পদার্থ দেখিয়া যিনি স্রষ্টার গুণ-বর্ণনে প্রবৃত্ত হয়েন না, তিনি মূক।

লর্ড বেকন বলিয়াছেন,—

"I would rather believe in all the fables of the Talmud and the Alkoran, than that this universal frame is without a mind."

আমি তালমদ ও কোরাণের গল্প সকল বরং বিশ্বাস করিতে পারি,

কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোন জ্ঞানময় পুরুষের কার্য্য নহে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

হার্‌বার্ট স্পেনসার অজ্ঞেয়তা-বাদী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির অন্তঃস্থা বিশ্বব্যাপিনী শক্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অবাক্ হইয়া বলিয়াছেন,—

"But amid the mysteries which become the more mysterious, the more they are thought about, there will remain the one absolute certainty that he (man) is ever in the presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed."

স্পেনসারের কথার ভাবার্থ এই যে প্রাকৃতিক রহস্যের বিষয় যতই চিন্তা করা যায়, ততই রহস্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়া যাইতে হয়। এই নিখিল রহস্যের মধ্যে ইহা ধ্রুব সত্য যে মানুষ এক অনন্ত ও কালাতীত শক্তির সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে—এই শক্তি হইতে যাবতীয় পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকগণ পৃথিবীর আদিম কাল হইতে প্রকৃতির নিকট কত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন! প্রকৃতি তাঁহাদিগের নিকট কিছু কিছু প্রাণের কথা বিবৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু অশেষ কাহিনী এখনও অবিবৃত রহিয়াছে। স্বনামধন্য ডাক্তার জগদীশচন্দ্র প্রকৃতির অন্তঃস্থ সর্ব্ব-শক্তিমান্ পুরুষের আভাস পাইয়া বলিয়াছেন,—

"*, এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে, এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি

এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে, তখন মুহূর্ত্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন, এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।"

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩১৮ সন।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল সন্দেহবাদী ছিলেন। প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালী তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য কৌশল সম্বন্ধীয় যুক্তি যেমন অনেক স্থলে অকিঞ্চিৎকর, সেইরূপ আবার অন্যান্য স্থলে বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণি-সমূহের সূক্ষ্ম ও জটিল কৌশল সম্বন্ধে ইহার বল অধিক। * মানব-দেহের সূক্ষ্ম গঠন ও কারুকার্য্য দেখিয়া ডাক্তার বেলি বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন,—

"I have examined the human frame through and through and I see it is a miracle we live."

আমি মানবদেহ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি। পরীক্ষায় এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে মানবের জীবন এক অলৌকিক ব্যাপার।

আমাদের বিবেচনায় ললিতকলাতে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজীবন অপেক্ষা অধিক কৌশল, অধিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাওয়া সম্ভবপর নয়। কবিগণ চিরকালই প্রকৃতির বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন ও করিতে-ছেন। প্রকৃতি তাঁহাদিগকে কত ভাবে কত রসে উদ্বোধিত করি-

---

* An argument which is in many cases slight, but in others and chiefly in the nice and intricate combinations of vegetable and animal life, is of considerable strength."

J. S. Mill's Three Essays on Religion.

য়াছে ও করিতেছে। প্রকৃতি তাঁহাদের নিকট প্রাণের কত কথা বিবৃত করিয়াছে। প্রকৃতি অন্ধকবি হোমারের সহিত, কবিবর মিল্টন ও সেক্সপিয়রের সহিত, কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের সহিত, কবি ওয়াডসোয়ার্থের সহিত কত কথা বলিয়াছে, তাঁহাদিগের নিকট অন্তরের কত গূঢ় কাহিনী উদ্ঘাটিত করিয়াছে ; কিন্তু তথাপি প্রকৃতির নিত্য-নূতন ভাণ্ডারের সমস্ত ধন কি ফুরাইয়া গিয়াছে ? এই অফুরন্ত ভাণ্ডারের ধন ফুরাইবার নহে ! এই ভাণ্ডারের যিনি স্বামী, তিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম। প্রকৃতি যত রত্ন বিলাইতেছে, তত রত্নেই কোষপূর্ণ হইতেছে। কবিগণ আন্তর চক্ষে প্রকৃতির অন্তরালে অবস্থিত অমৃতপুরুষের বিমোহন রূপ দেখিয়া ধন্য হয়েন। দেখুন, ভক্ত-কবি জ্ঞানদাস প্রকৃতির মাধুর্য্যে কিরূপ মুগ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট এই রহস্যের মর্ম্ম জানিতে চাহিয়াছেন,—

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপম ?
কোন্ রন্ধ্রে রাধা ব'লে ডাকে মোর নাম ?
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি ?
কোন্ রন্ধ্রে কেকারবে নাচে ময়ূরিণী ?
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটায় পারিজাত ?
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ ?
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে ?
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফলফুলে ?
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ?
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥

জ্ঞানদাস।

প্রকৃতির শিক্ষালয়ে জ্ঞানী, মানী, ধনী, বিজ্ঞানবিৎ, দার্শনিক, কবি—সকলেই উপদেশ লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এ শিক্ষালয়ের উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান্। প্রকৃতিতে কেহ যদি সৌন্দর্য্য দেখিতে না পান, ইহা তাঁহার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। চিন্তাশীল লেখক কার্লাইল এই শ্রেণীর অরসজ্ঞ ব্যক্তিকে "চক্ষুবিহীন এক জোড়া চসমা" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। * প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে, চক্ষু থাকা চাই, অন্তরে রস থাকা চাই। অরসজ্ঞের নিকট প্রকৃতি তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি প্রকট করেন না। প্রকৃতির নিজের কোন সৌন্দর্য্য, নিজের কোন বিশেষত্ব নাই। প্রকৃতির অন্তঃস্থ ভূমা পুরুষই অসীম রহস্যের, সমস্ত তত্ত্বের, নিখিল সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অন্য ভাষায় এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন,—

মযা ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

অব্যক্তরূপে আমি জগতের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। সমস্ত ভূতই আমাতে অবস্থিতি করিতেছে; আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি।

ভিক্টর কুজ্যাঁ যথার্থই বলিয়াছেন,—

"কি গভীর সাগরগর্ভে, কি উচ্চ আকাশতলে, কি বালুকণার মধ্যে, কি প্রকাণ্ড পর্ব্বত শিখরে,—উহার স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া ভূমা পুরুষের অমৃত কিরণ সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইতেছে।" "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল" গ্রন্থ।

---

* "The man who can not wonder, who does not habitually wonder (and worship), were he president of innumerable Royal Societies and carried the whole Mecanique Celste and Hegel's Philosophy and the epitome of all Laboratories and observations with their results, in his head,—is but a pair of Spectacles behind which there is no Eye." *Carlyle.*

দার্শনিক হিগেলের আর একটি যুক্তি আলোচনা করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। হিগেল বলেন,—

"At any rate, no existence in nature is, able like art, to represent divine ideals."

প্রকৃতির কোন সত্তাই শিল্পকলার ন্যায় ঐশ্বরিক আদর্শ প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে।

দার্শনিক হিগেলের মতে মানবের বুদ্ধিবৃত্তিই ভগবান্। * বুদ্ধিবৃত্তির অতীত কোন পরমেশ্বর নাই। শিল্পকলা বুদ্ধিবৃত্তির অপত্য। বুদ্ধিবৃত্তিই শিল্পকলার গঠনরূপে প্রকাশ পায়। ভগবান্ শিল্পকলারূপে আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হন। সুতরাং প্রকৃতির কোন বস্তুই শিল্পকলার ন্যায় ঐশ্বরিক আদর্শ প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও আত্মা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আত্মা বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ—আত্মা বুদ্ধিবৃত্তির উপরে অবস্থিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—

---

* "He means what he says ; that God is spirit or mind, and exists in the medium of mind, which is actual as intelligence, for us at any rate, only in the human self-consciousness."

Bosanquet's Preface to Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.

"It is as man that God is conscious of himself. For in his Philosophy of Spirit Hegel recognizes no other form of the Absolute Spirit besides Art, Religion, and Philosophy, and shows nothing whatever above these."

The Problems of Philosophy VOL II.

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

স্থূল শরীর হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হইতে মন, এবং মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি হইতেও যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা।

ঋষিশাস্ত্র আত্মা ব্যতীত পরমাত্মার কথাও বলিয়াছেন।

পরমাত্ম-বিষয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বলেন,—

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭

পঞ্চদশাধ্যায়

ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হয়েন। তিনি লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন। তিনি অব্যয় ও তিনি ঈশ্বর।

ঋষিশাস্ত্র ও মহাজনগণ যে পরমাত্মার কথা বলিতেছেন দার্শনিক হিগেল এই পরমাত্মার সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এমন কি ঋষি-শাস্ত্র-কথিত আত্মারও তিনি সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া আমাদের উপলব্ধি হয় নাই। তাঁহার কথিত থট্ (Thought or Reason) বুদ্ধিবৃত্তি বা প্রজ্ঞা বই আর কিছু নয়। * তাই তিনি বুদ্ধিবৃত্তির অপত্য শিল্পকলাতে ঐশ্বরিক আদর্শ দেখিতে পাইয়াছেন। হিগেলকথিত

* "Simple apprehension, Judgment, and Reason, do indeed constitute Chapters in a book, but they collapse in man into a single force, faculty, or virtue which has these three sides. That is the ultimate pulse, that is the ultimate virtue into which man retracts.'

Dr. Stirling.

ঐশ্বরিক আদর্শ কাহারো মনের আশা আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে নাই, কাহারা প্রাণে শান্তি দিতে পারে নাই। যে ঐশ্বরিক আদর্শ আমাদের হৃদয়ের বাসনার গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পারে, আমাদের প্রাণের সংশয় দূর করিতে পারে, আমাদের কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে, মানুষ সেই ঈশ্বরিক আদর্শের কাঙ্গাল। হিগেল কি জগতকে সেই ঐশ্বরিক আদর্শ দেখাইয়া দিতে পারিয়াছেন ?

এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে হিগেলের কথিত থট্‌ই (Thought) আত্মা। ঋষি-শাস্ত্রকথিত আত্মা কখনই থট্ নহে। থট্ কথা দ্বারা হিগেল বুদ্ধিবৃত্তির উপরের কোন পদার্থকে লক্ষ্য করেন নাই, করাও সম্ভবপর নহে। কারণ ঋষিশাস্ত্রকথিত আত্মা যোগগম্য। চিন্তা, আলোচনা ও তর্কবিতর্ক দ্বারা ইহার বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

যে দিক্ দিয়াই চিন্তা করা যায় শিল্পকলা প্রকৃতির নিকট দাঁড়াইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। * প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, তত্ত্বের ভাণ্ডার, কবিত্বশক্তির ভাণ্ডার। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির কৌশল দেখিয়া নাস্তিক ও সন্দেহবাদীর প্রাণ পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠে !

প্রকৃতি-কল্পতরুর নিকট যে যাহা চায় সে তাহাই পায়। শুধু চাইবার প্রণালী জানা চাই, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিবার চক্ষু থাকা চাই।

(৩) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগৎ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, মনোবুদ্ধি-গম্য জগৎকে প্রাকৃত বলা যাইতে পারে। অতীন্দ্রিয় মনোবুদ্ধির অগোচর জগৎকে অপ্রাকৃত বলা যাইতে পারে।

---

* "ধিক্ সে মানবগণে ধিক্ ধিক্ ধিক্ !
তোমা চেয়ে শিল্পে যারা বাখানে অধিক।

সম্ভাবশতক।

অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য কোন জগৎ আছে কি না, থাকিলে তাহার স্বরূপ কি—এ বিষয়ে পৃথিবীর শৈশবাবস্থা হইতে আলোচনা চলিয়াছে। প্রকৃতির অতীত, মনোবুদ্ধির অগোচর কোন জগৎ থাকা বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। হিগেলপ্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ প্রকৃতির অতীত, বুদ্ধির অগম্য কোন জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে দুইটা জগতের সংবাদ দেয়—ইন্দ্রিয়চেতনার জগৎ ও বুদ্ধিবৃত্তির জগৎ। ইন্দ্রিয়চেতনার জগৎ সান্ত, বুদ্ধিবৃত্তির জগৎ অনন্ত; ইন্দ্রিয়চেতনার জগৎ প্রাকৃত, বুদ্ধিবৃত্তির জগৎ অতীন্দ্রিয়। বিজ্ঞান, দর্শন, আইন, ধর্ম্ম, নীতি, সমাজতত্ত্ব, ললিতকলা—সমস্তই চিন্তাপ্রসূত, সমস্তই বুদ্ধিবৃত্তির অপত্য। নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর চিন্তাশক্তি নাই, ইন্দ্রিয়চেতনা আছে। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুতে কোন ধর্ম্ম নাই। * বুদ্ধিবৃত্তির অতীত কোন জগতের কথা হিগেলপ্রমুখ দার্শনিকগণের নিকট বলিলে তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে বুদ্ধিবৃত্তির অতীত কোন জগৎ নাই ও থাকিতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তিই প্রকৃত জ্ঞানলাভের এক মাত্র বৃত্তি। আমরা সমস্ত জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির যোগে লাভ করিয়া থাকি। জ্ঞান বলিতে বুদ্ধিবৃত্তি-প্রদত্ত জ্ঞান বুঝায়। বুদ্ধি-বৃত্তির অগম্য কোন জগৎ

---

* "The rise of thought beyond the world of sense, its passage from the finite to the infinite, the leap into the supersensible which it takes when it snaps asunder the links of the chain of sense, all this transition is thought and nothing but thought. Say there must be no such passage, and you say there is to be no such thinking; and in sooth animals make no such transition. They never get further than sensation and perception of the senses, and in consequence they have no religion."

Hegel's Logic, Wallace's translation P. 87.

থাকিলে তাহার সম্বন্ধে আমাদের আদৌ কোন জ্ঞানলাভ করা সম্ভবপর নহে। * যদি চিন্তাশক্তির অতীত কোন জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় তবে ইহাই বলিতে হয় এমন একটা জগৎ আছে যাহার সম্বন্ধে কোন চিন্তাই হইতে পারে না—যাহার সম্বন্ধে কিছু বুঝা যায় না, জানা যায় না। হিগেলপ্রমুখ দার্শনিকগণের মতে বুদ্ধিবৃত্তির অতীত জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা অন্ধতা মাত্র। †

পক্ষান্তরে প্লেটো, প্লটিনাস, কাণ্ট, হেমিল্‌টন, লোজে, স্পেনসার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বুদ্ধিবৃত্তির অতীত, চিন্তাশক্তির অগম্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই সব দার্শনিকগণের ইহাই মত যে বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যের সীমা আছে। বুদ্ধিবৃত্তি অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির অতীত অনন্ত সত্তা বিদ্যমান। এই সব সত্তা

---

* "The world of spirits with him is no world of ghosts. When we study the embodiments of mind or spirit in his pages, and read of law, property, and national unity; of fine art, the religious community, and the intellect that has attained scientific self-consciousness, we may miss our other world with its obscure "beyond," but we at any rate feel ourselves to be dealing with something real, and with the deepest concerns of life." *Bosanquet's Preface to Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.*

† All (Plato, Kant, St. Paul) of these teachers have pointed men to another world. All of them, perhaps, were led at times by the very force and reality of their own thought into the fatal separation that cancels its meaning. So strong was their sense of the gulf between the trifles and the realities of life, that they gave occasion to the indolent imagination in themselves and in others to transmute this gulf from a measure of moral effort into an inaccessibility that defies apprehension." *Vide Bosanquet's Preface to Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.*

সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। * আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ দার্শনিক লোজের 'ধর্ম্মবিষয়ক দর্শনের ভূমিকা' (Introduction to Philosophy of Religion) নামক গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"They (data) are purely those of an earthly experience, and beyond this we only know that outside of and beyond our earth stretches an unlimited reality. It is waste of time making guesses about the drift and contents of the other spheres which the world includes ; only we must not forget that they are there in countless

---

* "In this transcendent or false use of the categories originates the transcendental show (Schein) which amuses us with the illusion of an enlargement of understanding beyond the bounds of experience." *Schwegler's History of Philosophy.*

"Observe that Kant in no wise denies the existence of the thing-in-itself, of the soul, and of God, but only of the possibility of proving the reality of Ideas, by means of reasoning." Weber's History of Philosophy.

"By a wonderful revelation we are thus in the very consciousness of our inability to conceive aught above the relative and finite, inspired with a belief in the existence of something unconditioned beyond the sphere of all comprehensive reality."

Hamilton's Discussions :
Philosophy of the unconditioned p. 15.

"The belief in the omnipresence of something which is beyond our intelligence is the most abstract of all beliefs and one which all religions possess in common. This belief has nothing to fear from the most inexorable logic." *Spencer.*

multitudes, and that we know nothing about them. Otherwise we are likely to make the mistake so common in philosophy and ordinary religious views—of confusing the niggling economy of our earthly existence with the history of the entire great world, to which we really direct our thought, although in fact we can not.

Lotze's Introduction to Philosophy of Religion pp. 132-133.

লোজের কথার ভাবার্থ এই যে, আমাদের চিন্তা ক্ষুদ্র পার্থিব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই পার্থিব অভিজ্ঞতার অতীত অসীম সত্তা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমস্ত জগতের বিষয় কল্পনা করিতে গেলে শুধু সময় নষ্ট করা হইবে। তবে ইহা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের মর্ত্ত্যলোক ব্যতীত অসংখ্য লোক বিদ্যমান আছে। এই সব লোক সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এই কথা স্মরণ না রাখাতেই দর্শনশাস্ত্রে ও ধর্ম্মগ্রন্থে অনেক ভ্রম ঘটিয়াছে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমস্ত বিশ্বব্যাপারের চিন্তা করিতে অগ্রসর হয় বটে, কিন্তু বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে।

হিগেলপ্রমুখ দার্শনিকগণ আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া নিখিলতত্ত্ব নির্ণয়ের প্রয়াস পাইয়াছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবী ব্যতীত অন্য থাকিতে পারে ইহা তাঁহাদের চিন্তায় আসে নাই। বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত জ্ঞানলাভের অন্য বৃত্তি থাকা সম্ভবপর কি না—ইহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞান উচ্চৈঃস্বরে অদৃষ্ট জগতের কথা ঘোষণা করিতেছে। * পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে,

---

* Vide Tait and Balfour Stewart's *The Unseen Universe* and William James' *Varieties of Religious Experience.*

জড়-বিজ্ঞানের এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অত্যল্প বিষয়ই আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি। ইন্দ্রিয়াতীত অনন্ত বিষয় আছে; এমন বহু বিষয় আছে যাহার বিষয়ে আমরা কোন কালেই কিছু জানিতে পারিব না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষমতা অতি অকিঞ্চিৎকর। ইহাদের সাহায্যে কোন কালেই সমস্ত তত্ত্ব জানা যাইবে না। মনস্তত্ত্বানুসন্ধানসমিতির (*Psychical Research Society*) গবেষণার ফলে এমন অনেক বিষয় জানা গিয়াছে ও যাইতেছে, বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যাহার কোনই মীমাংসা করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম-বিজ্ঞান, জড়-বিজ্ঞান, ও সাহিত্যের গতি অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত জগতের দিকে। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বলেন,—

"আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটী সপ্তক মাত্র আমাদের দৃশ্যেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্যরাজ্য। আমরা কতটুকু দেখিতে পাই? নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি।"

প্রবাসী—বৈশাখ, ১৩১৮ বাং সন।

যে যত জ্ঞানী সেই তত তাঁহার অক্ষমতার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। * সক্রেটিশ বলিতেন, আমি কিছুই জানি না, ইহা আমি জানি তাই লোকে আমাকে জ্ঞানী বলে। নিউটন বলিতেন যে, জ্ঞান-সমুদ্রের কূলে বসিয়া আমি উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতেছি। জ্ঞান-মহার্ণব আমার সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

"The modern tendency of Science is towards the invisible Kingdom; the more we exhaust the physical world, the more shall we find ourselves pushed into the other territory."

(Prof. Sir Oliver Lodge, 1903.)

* "Be not high-minded, but rather acknowledge your ignorance.

জ্ঞান-বৃদ্ধ সেকস্‌পিয়ার বলিয়াছেন,—

"There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your Philosophy". *Hamlet, Act I.*

হে হরেসিও, স্বর্গ মর্ত্ত্যে এমন অনেক বিষয় আছে, যে সকল তোমাদের দর্শনশাস্ত্র স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।

মানুষের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। কল্পনাবলে সীমাবদ্ধ জ্ঞানকেই অসীম ভাবিয়া আমরা আত্মপ্রতারিত হই। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত সত্য লাভের অন্য কোন বৃত্তি নাই এরূপ মনে করা অর্ব্বাচীনতা। আমাদের হৃদিরত্নাকর গভীর। * এই রত্নাকরে কত রত্ন আছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এই প্রাকৃত দৃশ্য-জগৎ ব্যতীত অন্য জগৎ নাই এরূপ মনে করা অবিবেচনার কার্য্য। বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য কোন বিষয় আছে কি না—নিজের দিকে, অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই বুঝা যায়। পক্ষান্তরে সমস্ত শাস্ত্র ও মহাজনগণ এক বাক্যে প্রকৃতির অতীত জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, অপ্রাকৃত জগৎ বুদ্ধির অগম্য। বিজ্ঞান বা ভক্তি-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে এই জগতের বিষয় জানা যায়।

বাইবেল ও কোরাণে এই অপ্রাকৃত জগতের নাম "স্বর্গরাজ্য" দেওয়া হইয়াছে। ভগবান্ যীশু বলিয়াছেন,—

"Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he

---

Why do you want to put yourself before others, seeing there are many more learned than yourself and more versed in the Law of God?"

Of the Imitation of Christ.

* "ডুবদেরে মন কালী ব'লে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে" ॥ রামপ্রসাদ

hideth ; and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. *St. Matthew Chapter 13.*

স্বর্গরাজ্য কোন ক্ষেত্রে প্রোথিত গুপ্ত ধনভাণ্ডারের ন্যায়। যে ব্যক্তি এই গুপ্ত ধনের সন্ধান পায় সেই উহা গোপন করিয়া রাখে, এবং আনন্দে বিভোর হইয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ঐ ক্ষেত্র ক্রয় করে।

হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন,—

"It is what the eye hath not seen, nor ear heard, nor ever flashed across the mind of man."

The sayings of Muhammad.

স্বর্গরাজ্য এমন বস্তু, যাহা চক্ষু দেখে নাই, কর্ণ শুনে নাই, মনুষ্যের মনে কখনো প্রতিভাত হয় নাই।

ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—

"অন্ধভূতো অয়ং লোকো তনুকেহথ বিপস্সতি।
সকুন্তো জালমুত্তো ব অপ্পো সগ্গায় গচ্ছতি॥"

ধম্মপদ, লোকবগ্গো।

এই পৃথিবী অন্ধকারময়, এখানে অল্প লোকই অতি উত্তমরূপে দেখিতে পায় ; অল্প লোকেই জালমুক্ত পক্ষীর ন্যায় স্বর্গে গমন করে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে,—

"এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোহস্য
পরমো লোকো এষোহস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।"

ইহাই জীবের পরম গতি, ইহাই জীবের পরম সম্পৎ, ইহাই পরম লোক, ইহাই পরম আনন্দ। এই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া অন্য সকল জীব আনন্দ করিতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা বলেন,—

"পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽ ব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষরো ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥"

অব্যক্তের অতীত, ইন্দ্রিয়গণের অগোচর, যে সনাতন সত্তা বিদ্যমান আছে, ভূতসকল বিনষ্ট হইলেও উহা বিনষ্ট হয় না। সেই অক্ষর অব্যক্ত সত্তাকে শ্রুতি স্মৃতি জীবের পরমা গতি বলিয়া থাকেন। যে ভাবকে লাভ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না—তাহাই আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম।

শ্রীবাসুদেবোপনিষদে আছে,—

"মদ্রূপং অদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥"

লঘুভাগবতামৃত-ধৃত শ্রীবাসুদেবউপনিষৎ বচন।

আদিমধ্যান্তশূন্য, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দ, অব্যয় এবং অদ্বয় যে আমার রূপ আছে তাহা ভক্তি দ্বারা জানা যায়।

তাই দেখা যায় যে, মনোবুদ্ধির অগোচর অপ্রাকৃত জগতের বিষয়ে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনগণই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। যুক্তিতর্ক-দ্বারা এই অপ্রাকৃত ধামের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা সম্ভবপর না হইলেও এই অপ্রাকৃত ধামের অস্তিত্ব যুক্তিতর্কের বিরোধী নহে। প্রবীণ জার্ম্মান্ দার্শনিক্ লোজে তদ্রূপই বলিয়াছেন,—

"And although, therefore, we do not know in what a finite spirit can pass from this order of earthly life into one of those higher spheres, yet we see that such a transition is possible, and the religious views and aspirations which bind up this earthly life with that of

higher perfection of the kingdom of heaven, though they do not admit of being proved for certain by any philosophy, yet do not conflict but rather entirely agree with those philosophical conceptions which this analysis of the idea of creation has led us to form."

Introducton to Philosophy of Religion pp. 96-97.

লোজের কথার ভাবার্থ এই যে, মানবাত্মা এই পৃথিবী ছাড়িয়া উন্নততর লোকে কিরূপে প্রবেশ করে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু এইরূপভাবে উন্নততর লোকে যাওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে করি। আমাদের ধর্ম্মমত ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের পার্থিব জীবনকে উন্নততর স্বর্গরাজ্যের সহিত এক সূত্রে গ্রথিত করে। যদিও আমরা দর্শনশাস্ত্রের সাহায্যে উন্নততর লোকের অস্তিত্ব নিশ্চয়রূপে প্রমাণ করিতে অসমর্থ, তথাপি উন্নততর লোকের অস্তিত্ব দর্শনশাস্ত্রের বিরোধী নহে। বরং সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা যে মত পোষণ করি তাহা এই সব উন্নততর লোকলোকান্তরের অস্তিত্বের সমর্থক।

এ স্থানে এরূপ তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, অপ্রাকৃত ধামের কথা ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনগণ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু এই অপ্রাকৃত ধাম যে বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য তাহা কিরূপে জানা যায়, তাহা কিরূপে প্রমাণিত হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাত্মারা এই অপ্রাকৃত ধামকে বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মতের সমর্থন জন্য নিম্নে ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

কঠোপনিষৎ বলেন,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥" ২৩

প্রথমাধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী।

পরমাত্মাকে প্রবচন, মেধা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা লাভ করা যায় না। যে সাধক পরমাত্মাকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করে, পরমাত্মা তাঁহার নিকট নিজ তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কঠোপনিষৎ অন্য স্থানে বলিয়াছেন,—

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥" ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় বল্লী।

বাক্য, মন ও অন্য ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা পরমাত্মাকে কেহই জানিতে পারে না। অস্তিত্ববাদী আগমার্থানুসারী গুরুর উপদেশ ব্যতীত তাঁহাকে কিরূপে জানা যাইবে?

ব্রহ্মসূত্র বলেন,—

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥"

৩য় অধ্যায়, ২য় পাদ ২৪ সূত্র।

ভক্তিযোগে আরাধিত হইলে তিনি প্রকাশিত হন, শ্রুতি ও স্মৃতি ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারত বলেন,—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন্তাং ন তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের বচন।

যে সব সত্তা অচিন্ত্য, তাহার সম্বন্ধে তর্ক করিতে নাই। যাহা প্রকৃতির অতীত তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা স্তাং ন তর্কেণ যোজয়েৎ।
ন চ পরিনিষ্ঠিত বস্তুস্বরূপত্বেঽপি প্রত্যক্ষাদি বিষয়ত্বং
তত্ত্বমসীতি ব্রহ্মাত্মভাবস্থ শাস্ত্রমন্তরেণ অনবগম্যমানত্বাৎ।
রূপাদ্যভাবাদ্ধি নায়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ
লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ নানুমানাদীনামিত্যবোচাম।"

২য় অধ্যায়, ১ম পাদ ১১শ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য।

যে সব সত্তা অচিন্ত্য তদ্‌বিষয়ে তর্কপ্রয়োগ সঙ্গত নহে। এই সব সত্তায় পরিনিষ্ঠিত বস্তু স্বরূপত্ব থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তত্ত্বমসি ব্রহ্মাত্মভাবের স্বরূপ, শাস্ত্র ব্যতীত জানা যায় না। অচিন্ত্য বিষয়ে রূপাদির অভাবপ্রযুক্ত প্রত্যক্ষের এবং লিঙ্গাদির অভাব প্রযুক্ত অনুমানাদির প্রসার নাই।

আচার্য্য শঙ্কর বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন,—

"নির্ব্বিকল্পসমাধিনা স্ফুটং, ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবম্।
নান্যথা চলতয়া মনোগতেঃ, প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রিতং ভবেৎ।"৩৬৭

নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা নিঃসন্দেহ চিদ্ ব্রহ্ম বিদিত হওয়া যায়, অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেননা, মনোগতির চাঞ্চল্য-নিবন্ধন অন্য পদার্থে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যয়ান্তর বিমিশ্রিত থাকে।

ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছেন,—

"মা পমাদমনুযুঞ্জেথ মা কামরতি সন্থবং।
অপ্পমত্তো হি ঝায়ন্তো পপ্পোতি বিপুলং সুখং॥" ৭॥

ধম্মপদ, অপ্পমাদ বগ্‌গো।

কখনো প্রমাদ কাম রতি সম্ভোগের অনুসরণ করিবে না। অপ্রমত্ত ও ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণ, বিপুল সুখলাভ করেন।

ধ্যানের দ্বারা অচ্যুতস্থান লাভ করা যায়, ইহাই ভগবান্ বুদ্ধদেব জগতে প্রচার করিয়াছেন।

ভগবান্ যীশু বলিয়াছেন,—

"Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven."

ST. Matthew, Chapter 5.

অকিঞ্চনেরাই ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে—ভক্তি ব্যতীত কাহারো অকিঞ্চনত্ব লাভ হইতে পারে না। সুতরাং ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করা যায় ইহাই ভগবান্ যীশু জগতে প্রচার করিয়াছেন।

সেণ্টপল বলিয়াছেন,—

"And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus."

Philippians, Chapter 4.

ভগবানের শান্তিরাজ্য বুদ্ধিবৃত্তির অতীত। এই শান্তি তোমাদের হৃদয় ও মন যীশুখৃষ্টে সংলগ্ন রাখিবে।

হজরত মহম্মদ বলিয়াছেন,—

"You will not enter Paradise until you have faith; you will not complete your faith till you love one another."

The ayings of Muhammad.

বিশ্বাস ব্যতীত তোমরা স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যে পর্য্যন্ত তোমরা পরস্পরকে না ভালবাসিবে সে পর্য্যন্ত তোমাদের বিশ্বাস পূর্ণ হইবে না।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"নিষ্ঠা ভক্তি না হ'লে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাক্‌লে সতী হয়, তেমনি আপনার ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা হ'লে ইষ্ট দর্শন হয়।"

স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশ।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"যাঁকে অনন্ত বল্‌ছি, তাঁকে বুদ্ধি দ্বারা জানা যায় না, তিনি স্বপ্রকাশ। এক সাধু বলেছেন, বৃষ্টির জলধারা অবলম্বন করিয়া আকাশে উঠাও যেমন অসম্ভব, তেমনি বুদ্ধির দ্বারা ভগবান্‌কে লাভ করাও অসম্ভব।" বক্তৃতা ও উপদেশ নামক গ্রন্থ।

ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

"ষড় দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রঘোরে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥" *

পারস্যদেশীয় দার্শনিক এল গজ্‌জলী বলিয়াছেন,—

"Wherefore, just as the understanding is a stage of human life in which an eye opens to discern various intellectual objects uncomprehended by sensation; just so in the prophetic the sight is illumined by a light which uncovers hidden things and objects which the intellect fails to reach." *Autobiography of Al-Ghazzali* translated into French by M. Schmolders.

---

* ভক্ত রামপ্রসাদ অন্যত্র বলিয়াছেন,—

"কে জানে কালী কেমন।
ষড় দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁরে মুলাধারে সহস্রারে, সদা যোগী করে মনন॥"

যেমন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায় যাহা ইন্দ্রিয়-বোধের অগোচর, সেইরূপ বিজ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে এমন অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব ও পদার্থ জানাযায় যাহা বুদ্ধিবৃত্তির অগম্য।

ভক্ত হাফেজ বলিয়াছেন,—

"এ কি ব্যাপার ছিল যে গায়ক যবনিকার ভিতর বাজাইলেন, তাহাতে জ্ঞানী ও প্রেমিক একত্র নৃত্য করিতে লাগিলেন। পানপাত্রদাতা এই অহিফেন যে সুরাতে মিশ্রিত করিলেন, তাহাতে সহযোগীদিগের না মস্তক থাকিবে, না উষ্ণীষ থাকিবে। বুদ্ধি যদিচ সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ পদার্থ, কিন্তু স্পর্শমণি প্রেমের নিকটে তাহার মূল্য কি ?"

দেওয়ান হাফেজ।

আর অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্ব বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা জানা যায় না। কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র, কোন মহাপুরুষই এরূপ কথা বলেন না যে, অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্ব, শাশ্বত ধামের তত্ত্ব মনোবুদ্ধির গোচর। ক্ষুদ্র কীট মনুষ্য অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া মনে করে যে, ভূমা পুরুষকে বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা জানা যায়। বস্তুতঃ বুদ্ধি-বৃত্তি সেই অপ্রাকৃত জগতের খবর দিতে পারে না। বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরকে জানা দূরে থাকুক নিজের শরীর ছাড়া আত্মাকে পর্য্যন্ত জানা যায় না।

প্রাগুক্ত আলোচনা দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করা গেল যে, শাস্ত্র ও মহাজনগণ দুইটি জগতের কথা বলেন—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত জগৎ চিন্ত্য ও অনিত্য, অপ্রাকৃত জগৎ অচিন্ত্য ও নিত্য। বিজ্ঞান বা ভক্তি-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে অপ্রাকৃত জগতের তত্ত্ব জানা যায়।

এক্ষণ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের সীমা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

প্রাকৃত জগতের সীমা নির্দ্দেশ করা হইলেই অপ্রাকৃত জগতের সীমা জানা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে প্রাকৃত জগতের সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

সপ্তম অধ্যায়।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কার আমার (পরমেশ্বরের) এই অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতি। পরমেশ্বরের মায়াশক্তি আট প্রকারে বিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—মায়াশক্তিরই পরিণাম। সুতরাং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পর্য্যন্ত প্রাকৃত জগতের অন্তর্গত। তদূর্দ্ধে যে সচ্চিদানন্দময় নিত্য জগৎ আছে তাহাই অপ্রাকৃত জগৎ। সৌন্দর্য্যও প্রাকৃত অপ্রাকৃত ভেদে দুই প্রকার। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সৌন্দর্য্যের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

(৪) সৌন্দর্য্যের শ্রেণী বিভাগ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ সৌন্দর্য্যের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। দার্শনিক প্লটিনাশ (Plotinus) তিন শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—মানবীয় প্রজ্ঞার সৌন্দর্য্য, মানবাত্মার সৌন্দর্য্য, প্রাকৃত সৌন্দর্য্য। তাঁহার মতে প্রাকৃত সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মানবাত্মার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, মানবাত্মার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা প্রজ্ঞার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ। প্লটি-নাশ তিন শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের নাম করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু সৌন্দর্য্যের কোন পরিষ্কার শ্রেণী বিভাগ করেন নাই। ইংরাজ দার্শনিক লর্ড সাফ্‌টস্‌বারি

সৌন্দর্য্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—জড়ীয় সৌন্দর্য্য, জীব জগতের সৌন্দর্য্য, ভগবদ্‌সৌন্দর্য্য। শিল্পকলার সৌন্দর্য্য জড়ীয় সৌন্দর্য্যের অন্তর্গত করা হইয়াছে। লর্ড সাফ্‌টস্‌বারির বিভাগ প্রশংসনীয়।

ফরাশি দার্শনিক ভিক্‌টর কুজ্যাঁ সৌন্দর্য্যকে ভৌতিক, মানসিক ও নৈতিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিল্পকলার সৌন্দর্য্য মানসিক সৌন্দর্য্য। ইহা ব্যতীত তিনি মনোগত আদর্শের সৌন্দর্য্যের কথা বলিয়াছেন। এই মনোগত আদর্শের সৌন্দর্য্যই তাঁহার মতে ভগবদ্‌সৌন্দর্য্য। কুজ্যাঁর বিভাগ অপেক্ষা লর্ড সাফ্‌টস্‌বারির বিভাগ আমাদের নিকট ভাল বোধ হইয়াছে। আমরা একটা মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া সৌন্দর্য্যের শ্রেণী বিভাগ করিলাম। আমরা দেখিয়াছি দুইটা জগতের কথা শাস্ত্রও মহাজনগণ বলিয়া থাকেন,—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পর্য্যন্ত প্রকৃতির অন্তর্গত। স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ পদার্থ—প্রাকৃত পদার্থ। তদূর্দ্ধে যে অপ্রাকৃত সুন্দরতম জগৎ আছে তাহা অপ্রাকৃত জগৎ। প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা এই দুই জগতের সৌন্দর্য্যের তারতম্যানুযায়ী সৌন্দর্য্যকে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলাম। স্থূল জগতের সৌন্দর্য্য, শিল্পকলার সৌন্দর্য্য, সূক্ষ্ম জগতের সৌন্দর্য্য এবং কারণ জগতের সৌন্দর্য্য—প্রাকৃত সৌন্দর্য্য। তদুপরি অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য অবস্থিত। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের সন্ধিস্থলে জীব দণ্ডায়মান। জীবের দুইটা দিক্ আছে, ক্ষেত্রের দিক্—প্রাকৃত দিক্, ক্ষেত্রজ্ঞের দিক্—অপ্রাকৃত দিক্। জীবাত্মার ক্ষেত্রের দিক্—দেহের দিক্ মনোবুদ্ধির গোচর, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞের দিক্ মনোবুদ্ধির অগোচর। অপ্রাকৃত আত্মার প্রকৃত স্বরূপ, যোগ ব্যতীত জানা যায় না।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতে আছে,—

"উৎক্রামন্তং স্থিতং বাঽপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া না হনুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥" ১০

পঞ্চদশ অধ্যায়।

উৎক্রমণশীল অথবা দেহাবস্থিত কিংবা বিষয়-ভোগ-প্রবৃত্ত বা গুণ-ত্রয়শালী আত্মাকে মূঢ়গণ দেখিতে পান না। জ্ঞাননেত্রযুক্ত মহাত্মগণই সেই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

ঋষিশাস্ত্রমতে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার পর্য্যন্ত প্রাকৃত পদার্থ। প্রকৃতির পরে যে আত্মা আছে তাহাকে বিবেকিগণই দেখিতে পান, সর্ব্ব-সাধারণ আত্মাকে জানে না। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। জীবসৌন্দর্য্যের একটা দিক্ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য,—বুদ্ধি-গম্য, অপর দিক্ অচিন্ত্য। তাই আমরা জীবসৌন্দর্য্যকে প্রাকৃতাপ্রাকৃত নামে অভিহিত করিলাম। আমরা যথাস্থানে প্রাকৃত, প্রাকৃতাপ্রাকৃত, এবং অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

(৫) সৌন্দর্য্যবোধের ইন্দ্রিয়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্যবোধের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকাংশের ইহাই মত যে, চক্ষু ও কর্ণই সৌন্দর্য্যবোধের ইন্দ্রিয় (Aesthetic Senses)। স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যবোধের আদৌ কোনরূপ সহায়তা করে না। আমাদের নিকট এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় নাই। আমাদের মনে হয় যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ললিতকলার সৌন্দর্য্যকে আদর্শ-সৌন্দর্য্য মনে করিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। চক্ষু ও কর্ণ প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্যবোধের প্রধান ইন্দ্রিয়—ইহা অস্বীকার করা যায় না। তাই বলিয়া নাসিকা,

জিহ্বা ও ত্বক্ প্রাকৃত সৌন্দর্য্যবোধের সহায়তা করে না—এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। প্রথিত নামা বর্ক (Burke) স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোমলত্বই সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা সৌন্দর্য্যবোধকে সুখের প্রকারভেদ বলিয়া মনে করেন, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সৌন্দর্য্যবোধ জন্মিতে পারে না, একথা তাঁহারা কখনই বলিতে সাহসী হইবেন না। কোমলত্ব, স্বাদ প্রভৃতি সৌন্দর্য্য-বোধের প্রধান উপকরণ না হইলেও অন্যতম উপকরণ ইহা অস্বীকার করা যায় না। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, সুগন্ধ ও সুস্বাদ সৌন্দর্য্যবোধের সহায়তা করে। কোন বস্তু বর্ণ-শোভাসম্পৎ লাভ করিয়াও দুর্গন্ধপূর্ণ হইলে উহার সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি হয়। কোন বস্তুর উজ্জ্বল বর্ণ থাকিলেও যদি উহা বিস্বাদপূর্ণ হয়, তবে উহার সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। গোলাপফুল বর্ণে ও গন্ধে মনোমুগ্ধকর, স্পর্শে কোমল, আস্বাদনেও কটু নহে, তাই অন্যান্য পুষ্প অপেক্ষা গোলাপের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। অনেক আম্রের বর্ণ অতি সুন্দর, কিন্তু সুস্বাদের অভাবে উহার সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি হয়। অনেক সুস্বাদ আম্রের বর্ণ সুন্দর নহে, তথাপি সুস্বাদ বলিয়া উহা সুন্দর বিবেচিত হয়। সুন্দরী স্ত্রীলোকের দেহ কোমল না হইলে, তাঁহার মুখ দুর্গন্ধপূর্ণ হইলে, তাঁহার সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি হয়। যে দিক দিয়াই চিন্তা করা যায়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সৌন্দর্য্যবোধের সহায়তা করে ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হয় ত বলিবেন যে, নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয়ের সহিত সৌন্দর্য্য জড়িত করা হইলে সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি হয়। নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগের ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়লালসা জড়িত থাকে ; সুতরাং এই শ্রেণীর ইন্দ্রিয়ের সহিত সৌন্দর্য্যবোধ মিশ্রিত করা হইলে

সৌন্দর্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইবে না। চক্ষু ও কর্ণদ্বারা সৌন্দর্য্য উপভোগ করা হইলে যদি তাহার বিশুদ্ধতার অন্তরায় না ঘটে, তবে অন্যান্য ইন্দ্রিয়দ্বারা সৌন্দর্য্য উপভোগ করা হইলে তাহার বিশুদ্ধতা কেন রক্ষা পাইবে না—ইহার কারণ বুঝা যায় না। জ্ঞানের চক্ষে, বিচারের চক্ষে উপভোগের মধ্যে কোন তারতম্য হইতে পারে বলিয়া মনে করি না। তর্কস্থলে যদি স্বীকারও করা যায় যে নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয়ের সহিত সৌন্দর্য্যবোধকে জড়িত করা হইলে সৌন্দর্য্যের বিশুদ্ধতার অন্তরায় ঘটিবে, তথাপি বিশুদ্ধতার খাতিরে যাহা সত্য, তাহা অগ্রাহ্য করা যুক্তি-যুক্ত বোধ হয় না।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ বলেন, রসই সৌন্দর্য্যের জীবন। রসাত্মতার উপর বস্তুর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। রস শুধু চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা উপভোগ্য নহে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়দ্বারাও রস উপভোগ করা যায়। সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয় অল্লাধিক পরিমাণে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সহায়।

এ স্থানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ডাক্তার সালি 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা'র নবম ও দশম সংস্করণে চক্ষু ও কর্ণই সৌন্দর্য্যবোধের একমাত্র, ইন্দ্রিয় বলিয়া লিখিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের একাদশ সংস্করণে তিনি স্বীয় মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—"Do the other and 'lower' senses take any part in aesthetic pleasure? With regard to the first it is coming to be recognized that aesthetic pleasure is not strictly confined to the two senses in question. Common language suggests that we find in certain odours and even in certain flavours a value analogous to that implied in calling an object

beautiful. Hegel excluded the other senses, even touch, on the ground that aesthetic had to do only with art, in which there was no place for perceptions of touch. A closer examination has shown that this important sense plays a considerable part in art-effects."—*James Sully's Articles on Aesthetics in Encyclopedia Britannica, XIth edition.*

সালির কথার ভাবার্থ এই যে ধীরে ধীরে ইহা স্বীকৃত হইতেছে যে চক্ষু ও কর্ণই সৌন্দর্য্য বোধের ইন্দ্রিয় নহে। সাধারণ ভাষার ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে গন্ধ ও স্বাদ সৌন্দর্য্যের অন্যতম উপকরণ। সৌন্দর্য্যের সহিত শুধু ললিত কলার সম্বন্ধ এই হেতুমূলে দার্শনিক হিগেল অন্যান্য ইন্দ্রিয়, এমন কি স্পর্শেন্দ্রিয়কে সৌন্দর্য্য-বোধ হইতে দূরে রাখিয়াছেন। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে স্পর্শেন্দ্রিয় ললিত কলার সৌন্দর্য্যের একতম উপকরণ।

গ্রন্থকার প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত "ধূমকেতু" নামক মাসিক পত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন,—

"অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের ইহাই মত যে চক্ষু ও কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ সৌন্দর্য্য জ্ঞানলাভের সহায়তা করে না। আমাদের মত এই যে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও সৌন্দর্য্য জ্ঞান লাভে অল্পাধিক পরিমাণে সহায়তা করে।" কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকার প্রবন্ধাকারে যে মত প্রচার করিয়াছিলেন সেই মত বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা সমর্থিত হইতেছে দেখিয়া গ্রন্থকারের বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে শাস্ত্র ও মহাজনগণ একবাক্যে বলিতেছেন যে ইন্দ্রিয়াতীত, বুদ্ধির অগম্য জগৎ আছে। ভারতীয়

মহাজনগণ এই জগতের অপ্রাকৃত জগৎ নাম দিয়াছেন। প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র। অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য মনোবুদ্ধির অগোচর। মূক যেমন কোন সুমিষ্ট আস্বাদন করিয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য তদ্বৎ। সেই জগতের সৌন্দর্য্যের ভাষা নাই, তুলনা নাই,—ইহা অবর্ণনীয়। মহাজনগণ সেই জগতের কথা বলিতে গিয়া বোবার স্বপ্ন দেখার উপমা দিয়াছেন। এমন যে রসপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ জগৎ তাহার খবর কি মানুষ পাইতে পারিবে না? তাহার সৌন্দর্য্য হইতে কি মানুষ চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকিবে? মানুষ, ভয় নাই। ভগবান্ তাঁহাকে জানিবার, তাঁহার সৌন্দর্য্য-রস পান করিবার বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনগণ একবাক্যে এই কথাই বলেন। যে আধ্যাত্মিক প্রকৃতিদ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায়, অপ্রাকৃত জগতের রস উপভোগ করা যায়, ঋষি-শাস্ত্রে তাহার নাম "বিজ্ঞান" অথবা "ভক্তি" দেওয়া হইয়াছে। বাইবেল ও কোরাণে এই বৃত্তির নাম "বিশ্বাস" (Faith) দেওয়া হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত বচন সমূহ হইতে আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন,—

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ আনন্দরূপমমৃতম্॥"

দ্বিতীয় মুণ্ডক, ২য় খণ্ড।

যিনি আনন্দরূপে ও অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন সেই পরব্রহ্মকে ধীর ব্যক্তিগণ বিজ্ঞান দ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেন,—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

একাদশ অধ্যায়, ৫৪ শ্লোক।

হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! কেবল মাত্র অনন্যভক্তিদ্বারা লোক আমাকে এই প্রকারে দেখিতে পারে, আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্যস্থানে আছে,—

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
তস্যান্তঃ স্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততং॥"

অষ্টম অধ্যায়।

হে পার্থ! সেই পরমপুরুষকে অনন্যা ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়। ভূত সমূহ তাঁহার অন্তঃস্থ, তিনিই সমস্ত পদার্থরূপে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥" ১১।১৪।২০।

ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন যে, কেবল মাত্র শ্রদ্ধা সমন্বিত ভক্তি দ্বারাই সাধুগণ আমাকে আত্মরূপে পাইয়া থাকেন। আমার প্রতি নিষ্ঠাভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে॥"

আশাবতীর উপাখ্যানে * আছে,—

"তিনি সচ্চিদানন্দ। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞানচক্ষু—ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়।"

---

* শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত "আশাবতীর উপাখ্যান" দ্রষ্টব্য।

জ্ঞানচক্ষু—ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতিদ্বারা—সমস্ত চিণ্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাকে উপভোগ করা যায়। সমস্ত চিণ্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারা অনন্যভাবে তাঁহাকে ভালবাসা—অনন্যভাবে তাঁহার সেবনই ভক্তি।

নারদপঞ্চরাত্র বলেন,—

"সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

ইন্দ্রিয়গণদ্বারা হৃষীকেশের তৎপরত্বরূপ সেবনকেই ভক্তি কহে, এই সেবন সর্ব্বোপাধি বিরহিত ও নির্ম্মল।

"বক্তৃতা ও উপদেশ" † বলেন,—

"সত্য সত্যই তাঁহাকে দর্শন করা যায়, স্পর্শ করা যায়, শ্রবণ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন করা যায়, তাঁহার সেবা করা যায়; ইহা রূপক বা কল্পনা নহে; ইহা বলিয়া বুঝান যায় না, বোবার স্বপ্ন দেখার মতন।"

আমরা ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করিলাম যে প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য-বোধ বিষয়ে চক্ষু ও কর্ণ প্রধান ইন্দ্রিয় হইলেও স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় ও অল্পাধিক পরিমাণে সহায়তা করিয়া থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়ই প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত সৌন্দর্য্য বোধের ইন্দ্রিয়। অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করারও আমাদের ইন্দ্রিয় আছে। সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রকৃতি দ্বারা—চিণ্ময় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়—তাঁহার অপরূপ রূপ দর্শন করা যায়। সমস্ত চিণ্ময় ইন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবনই ভক্তি। বিজ্ঞানচক্ষু বা ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়, আস্বাদ

---

† শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত "বক্তৃতা ও উপদেশ" দ্রষ্টব্য।

করা যায়। বিজ্ঞান বা ভক্তিই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-রস উপভোগের ইন্দ্রিয়। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ মনোবুদ্ধির অগোচর। তর্কবিতর্ক দ্বারা কাহাকেও ইহার স্বরূপ বুঝান যায় না।

সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয়ের সূত্র।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ শিল্পকলার বিশ্লেষণদ্বারা সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন। * ললিতকলা মানসিক আদর্শ, মানসিক ভাবরাশির সাঙ্কেতিক রূপ। অধিকাংশ জার্ম্মান্ দার্শনিক জগতে প্রচার করিয়াছেন যে ললিতকলার সৌন্দর্য্যই আদর্শ সৌন্দর্য্য, ললিতকলাতে সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা একটু অধিক দূরে যাইয়া ইহাও বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে ললিতকলাই পরমেশ্বর—ললিতকলারূপে পরমেশ্বর আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন। ললিতকলাকে পরমেশ্বর বলিয়া সাব্যস্ত করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এ স্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বুদ্ধিবৃত্তিই ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ—বুদ্ধিবৃত্তির অতীত পরমেশ্বরের কোন সত্তা নাই—এরূপ সিদ্ধান্ত হইতেই সমুদয় গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে একথা সত্য যে, শিল্পকলার অনুশীলন হইতে সৌন্দর্য্যের মূলস্বরূপ নির্ণয়ে কতকটা সাহায্য হইয়াছে। প্রস্তর, বর্ণ, শব্দ ও বাক্যের সাহায্যে মানসিক আদর্শকে, মানসিক ভাবরাশিকে বাহিরে প্রকাশ করাতেই শিল্পকলার বিশেষত্ব। ললিতকলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হিগেল বলেন,—

* "In the perplexity attending the question as to the Beautiful, a *clue* ought to be found in the compositions of Art. Such compositions aim at pleasure, but of a peculiar kind, qualified by the enlogistic terms 'refined', 'elevating',. 'ennobling',—*Bain's Mental and Moral Science*".

"The universal need for expression in art lies, therefore, in man's rational impulse to exalt the inner and outer world into a spiritual consciousness for himself, as an object in which he recognises his own self." *Bosanquet's Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.*

হিগেলের কথার ভাবার্থ এই যে অন্তর এবং বহির্জ্জগতকে নিজের আত্মজ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তিরূপে পরিণত করাই ললিতকলার উদ্দেশ্য। ললিতকলাতে মানুষ নিজের আত্মাকে চিনিতে পারে।

ভিক্টর কুঁজ্যা বলেন,—

"ভৌতিক সৌন্দর্য্যের সাহায্যে কিরূপে নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায় ইহাই শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য। ভৌতিক সৌন্দর্য্য নৈতিক সৌন্দর্য্যেরই সাঙ্কেতিক রূপ।" "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল"—নামক গ্রন্থ।

ডাক্তার বেন বলেন,—

"It is in the same spirit, that Art is considered to occupy its proper province when inspiring sympathy and benign emotions, and lulling angry and hateful passion. Hence it allies itself with Morality, being in fact almost identified with the *persuasive* part of Morality, as opposed to the obligatory or compulsory sanction." *Bain's Mental and Moral Science.*

ডাক্তার বেনের কথার ভাবার্থ এই যে, সমানুভূতি ও আনন্দের উদ্বোধনের এবং রৌদ্র ও নিকৃষ্ট লালসার প্রশমনের উপর শিল্পকলার বিশেষত্ব নির্ভর করে। শিল্পকলাকে নীতির প্রীতিকর অংশের সহিত এক বলিয়া ধরা হয়। নীতির বাধ্যতামূলক ভাগের সহিত ইহার কোন যোগ নাই।

সুতরাং দেখা যায় যে মানসিক ও নৈতিক ভাবরাশিকে বাহ্যিক আকার প্রদান করার উপরই শিল্পকলার বিশেষত্ব নির্ভর করে। মানসিকও নৈতিক ভাবরাশিকে শিল্পকলাহইতে বিচ্ছিন্ন করা হইলে শিল্পকলার লালিত্য অন্তর্হিত হয়। ললিতকলার অনুশীলনহইতে এই সত্য পাওয়া যায় যে, সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব মানসাদর্শ, সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব অন্তরের ভাবরাশি। ললিতকলার অনুশীলন দ্বারা সৌন্দর্য্যের কয়েকটি বিশেষত্ব নির্ণীত হইয়াছে :—

(ক) সৌন্দর্য্যের জন্যই সুন্দর জিনিসের আদর। বিশুদ্ধ আনন্দ লাভই সৌন্দর্য্যের একমাত্র লক্ষ্য।

(খ) কলার আনন্দে কোন অপ্রীতিকর উপকরণ নাই।

(গ) সৌন্দর্য্য বহু লোক এক সময়ে উপভোগ করিতে পারে। *

ললিতকলার বিশ্লেষণদ্বারা আমরা সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ইহাই জানিতে পারি যে, সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ মানসিক পদার্থ, ললিতকলা মানসিক ও নৈতিক ভাবের সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি। তবে ললিতকলা যে স্তরের পদার্থ তাহা অপেক্ষা ঊর্দ্ধ স্তরের সংবাদ ললিতকলা হইতে পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে না। ললিতকলা নীতি ও ধর্ম্মের সাঙ্কেতিক নিদর্শন। নীতি ও ধর্ম্ম কি তাহা মানুষ অনেক পরিমাণে হৃদ্‌বোধ করিতে পারে। নীতি ও ধর্ম্মের উপরে কিছু থাকিলে শুধু বুদ্ধিদ্বারা মানুষ সেই স্তরে পৌঁছিতে পারে না। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি নীতি ও ধর্ম্মের উপরের স্তরের কাহিনী বিবৃত করিতে অক্ষম।

* The productions of Fine Art appear to be distinguished by these characteristics :—(1) They have pleasure for their immediate end ; (2) They have no disagreeable accompaniments ; (3) Their enjoyment is not restricted to one or a few persons."—*Bain's Mental and Moral Science.*

বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা তদূর্দ্ধ জগতের বিষয় জানা যায় না—ইহা কাণ্ট, ফিকৃটে, কুঁজ্যা, হিগেল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের দর্শনই অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করে। কাণ্ট, ফিকৃটে প্রভৃতির নিকট নীতিই ঈশ্বরস্থানীয়। পক্ষান্তরে প্রাচ্য মহাজনগণ তদূর্দ্ধ জগতের কথা বলিয়া থাকেন। মহাজনগণ বলিয়া থাকেন ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও লীলা, নীতি ও ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও লীলা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও লীলা সাধনসাপেক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ ও লীলা যে সৌন্দর্য্যের কাহিনী বিবৃত করে তাহা অতীন্দ্রিয় ও অপ্রাকৃত। শিল্পকলার অনুশীলনহইতে তৎসম্বন্ধে কোনই সাহায্য হয় না। জগতে কি সেই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের প্রকৃতি নির্ণয়ের কোন সূত্র নাই? জগতে কি এমন কিছু নাই, যাহা হইতে সেই অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়? আমরা বলি আছে। সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনায় প্রকাশ পায় যে, জগতে যাঁহারা অবতার ও মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের সকলেরই দেহ অপ্রাকৃত জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ ছিল। ব্রহ্মজ্ঞানী, যোগী, ভক্ত,—সকলের দেহই জ্যোতিঃশালী ও আনন্দময় ছিল বলিয়া জানা যায়। ভগবান্ বুদ্ধদেব ও ঈশ্বরতনয় যীশুর দেহে অপ্রাকৃত জ্যোতি ছিল। হজরত মহম্মদের বদনমণ্ডলে দিব্য জ্যোতি প্রতিভাত হইত। * শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপের ডালি ছিলেন। তাঁহার রসামৃতমূর্ত্তি যে দেখিত সেই নিজকে চিরকালের জন্য বিকাইয়া ফেলিত। ভক্ত বাসুঘোষ নিম্নলিখিত পদে এই কথা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

---

* I never saw anything more beautiful than Lord Muhammad : you might say the sun was moving in his face." *The sayings of Muhammad.*

"মরমে লাগিল গোরা না যায় পাশরা,
নয়ন অঞ্জন হয়ে লাগি রৈল পারা।
কে জানিত গোরারূপ অমিয় পাথার,
ডুবিল তরুণীর মন না জানে সাঁতার।
জলের ভিতরে যাই সেথাও দেখি গোরা,
ত্রিভুবনময় গোরা রূপ হৈল পারা।
বাসুদেব ঘোষে বলে গোরা অনুরাগে,
সোণার পুত্তলী গোরা হিয়ার মাঝারে জাগে।"

অবতারগণের, মহাপুরুষগণের দেহের জ্যোতি ও আনন্দময়ী মূর্ত্তি কি এক অপ্রাকৃত ধামের কাহিনী বিবৃত করে না? তাঁহাদের প্রশান্ত, রসামৃতমূর্ত্তি কি অতীন্দ্রিয় ধামের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে না? প্রকৃত মহাপুরুষ, প্রকৃত ভক্তকে দেখিলেই বুঝিতে বাকি থাকে না যে, তাঁহারা এ জগতে থাকিয়াও যেন এ জগতের জীব নন, তাঁহারা ত্রিতাপ-দগ্ধ জনগণকে শান্তিবারি, অপ্রাকৃত রস বিলাইবার জন্যই যেন অবতীর্ণ! তাঁহারা প্রাকৃত জগতে থাকিয়াও অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া আছেন। সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, অবতারগণের, মহাপুরুষগণের দেহের জ্যোতি ভগবানেরই জ্যোতি, তাঁহাদের রূপ ভগবানেরই রূপ। আমাদের উক্তির সমর্থনে কতিপয় সাধুপুরুষের উক্তি নিম্নে পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া গেল:—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"ধর্ম্মাত্মার অনুরাগ-রঞ্জিত মুখে কি তাঁহার জ্যোতি দেখিবে না? ঈশ্বর-প্রেমী প্রসন্ন হৃদয় পুণ্যাত্মা যখন প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করেন; তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে কি তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার আবির্ভাব দেখি না? প্রকাণ্ড পর্ব্বত, সমুদ্র, নক্ষত্র, সূর্য্যে তাঁহার এ

আবির্ভাব নাই। এ সকল পুণ্যাত্মার কি চমৎকার ভাব! তাঁহাদের ধর্ম্মসাধন কি কঠোর! তাঁহাদের হৃদয় কি কোমল কি পবিত্র! সেই অমৃতের প্রিয় আবাসস্থান পুণ্যাত্মার যে হৃদয়, তাহা কেমন শীতল ও পবিত্র। তাহাতে তাঁহার আবির্ভাব কেমন স্পষ্ট। এমন আর কোথাও নাই; আকাশে নাই, পৃথিবীতে নাই; সমুদ্রে নাই। ব্রহ্মপরায়ণ পুণ্যাত্মা সাধুদিগের মুখশ্রীতেই তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।" ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান (দ্বিতীয় ব্যাখ্যান)।

এ সম্বন্ধে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন,—

"তাই বলি যে রূপ দেখিলে নরনারী সকলে মোহিত হয়, সেই রূপে রূপবতী হয়। তোমাদের কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই, তিনি তোমাদের সকলকে মণিমুক্তা মাণিক্যে সাজাইয়া দিবেন। যদি তোমরা বশীভূত হও, তোমাদের মাতা তোমাদের শরীর বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিবেন। তোমাদের সে রূপের নিকট কেহ দাঁড়াইতে পারিবে না। তোমাদের মুখ হইতে সত্য ও প্রেমের এমন জ্যোতি বাহির হইবে যে সমুদয় জনসমাজ তোমাদিগকে ঈশ্বরের কন্যা বলিয়া আদর করিবে।" (ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ)।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন,—

"লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোণা হয়, তাকে মাটীর ভিতর চাপা রাখ, আর আঁস্তাকুড়ে ফেলে রাখ, সে সোণা। যিনি সচ্চিদানন্দ লাভ করেছেন, তাঁ'র অবস্থাও সেই রকম।"—স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"আশাবতী। প্রভো! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনার শরীর ত সামান্য মানুষের মত দেখিতেছি না, ইহা এত সুন্দর কিরূপে হইল?

আহারাদি নাই, বেশভূষা নাই, তবে শরীরে এত জ্যোতি কোথা হইতে আসিল ?

যোগী। কাচের লণ্ঠনে দীপ জ্বালিয়া রাখিলে, লণ্ঠনের কাচ ভেদ করিয়া সেই আলোকের জ্যোতি বাহির হইয়া থাকে। তদ্রূপ মনুষ্যের শরীরটী কাচের লণ্ঠন, ইহার মধ্যে যে 'আমি' নামে জীবাত্মা তাহাই বাতি বা দীপ-শলিতা, পূর্ণজ্ঞানময় পরব্রহ্ম অগ্নি। সেই ব্রহ্মাগ্নি, জীবাত্মা বাতিতে জ্বালিলে লণ্ঠনের কাচের বাহিরেও সেই আলোকের জ্যোতি দেখা যায়। এ জ্যোতি আহারে নাই, চন্দ্রসূর্য্যে নাই, পৃথিবীর অগ্নিতে নাই, আকাশের বিদ্যুতেও নাই, অথচ ব্রহ্ম, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি সর্ব্বভূতে প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন।"

আশাবতীর উপাখ্যান।

তাই বলিতেছিলাম যে অবতারগণের, মহাপুরুষগণের দেহের অপ্রাকৃত জ্যোতি পরব্রহ্মের জ্যোতি, তাঁহাদের রূপ সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষেরই রূপ। এ জ্যোতি, এ রূপ, চন্দ্রে নাই, সূর্য্যে নাই, অন্য কোন প্রাকৃত পদার্থে নাই, ইহা স্থাপত্যে নাই, ভাস্কর্য্যে নাই, চিত্রে নাই, সঙ্গীতে নাই, কবিতাতেও নাই। মহাপুরুষগণ পৃথিবীর জোতি। * প্রাকৃত পদার্থে অপ্রাকৃত জ্যোতি, অপ্রাকৃত রূপ, কি ভাবে প্রকাশ পায় তাঁহাদিগকে দেখিলে, তাঁহাদিগকে বুঝিলে অবগত হওয়া যায়। অবতারগণ, মহাপুরুষগণ, দুর্ব্বোধ্য সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মীমাংসাস্থল, তাঁহারাই দুর্ব্বোধ্য সৌন্দর্য্যতত্ত্ব মীমাংসার প্রধান সূত্রস্বরূপ।

---

* "Ye are the light of the world. A city that is set on an hill can not be hid" *S. Matthew, Chapter 5.*

সৌন্দর্য্যের স্বরূপ।

ইতি পূর্ব্বে আমরা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পণ্ডিতগণের সৌন্দর্য্য বিষয়ক মত যথাসম্ভব আলোচনা করিয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি যে প্লেটো, প্লটিনাশ, রিড্, লিভেক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্যের অতীন্দ্রিয় বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এরিষ্টটেল, ডিডেরো, হোগার্থ প্রভৃতি অধিকাংশ পণ্ডিত সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের অতীন্দ্রিয় অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। পক্ষান্তরে হিউম, কাণ্ট, এলিসন, জেফ্রি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্য মনের অবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিত সৌন্দর্য্য আংশিকভাবে মনের অবস্থার উপর এবং আংশিক ভাবে বাহ্য পদার্থ-প্রদত্ত অনুভব রাশির উপর নির্ভর করে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট, প্রফেসার বেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ডারুইন, স্পেনসার, এলেন, হে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্যের মৌলিকত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি স্বতন্ত্র ভাবে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। জার্ম্মান্ দার্শনিকগণ সাধারণতঃ সৌন্দর্য্যের অতীন্দ্রিয় মনোতীত সত্তা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশই সৌন্দর্য্য।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্যের রসের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে রসই সৌন্দর্য্যের জীবন,—বস্তুর রসাত্মকতাই সৌন্দর্য্য। বস্তু হইতে রস লইয়া গেলে বস্তুর সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হয়। সুন্দর বস্তুতে

রস আছে বলিয়া উহা আমাদিগকে এত বিমল আনন্দ প্রদান করিতে পারে। প্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত উপকরণের মধ্য দিয়া আমাদের মনে রসের সঞ্চার করে। প্রাকৃত বস্তুতে যে পরিমাণে রস প্রকাশ পায়, উহা সেই পরিমাণে সুন্দর। অপ্রাকৃত জগতে রসই বস্তুর উপকরণ, রসই বস্তুর গঠন। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্য পর্য্যালোচনায় প্রকাশ পায় যে সুন্দর বস্তুতে শুধু রস থাকিলেই উহা সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হয় না। সুন্দর বস্তুতে রসসমূহের উপযুক্ত সন্নিবেশ থাকা চাই—রসসমূহ যথাযথরূপে স্থাপিত হওয়া চাই। রসের যথোচিত সন্নিবেশ না থাকিলে সুন্দর বস্তু সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হয় না। তাই শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি পাদ বলিয়াছেন,—

"ভবেৎ সৌন্দর্য্যমঙ্গানাং সন্নিবেশঃ যথোচিতম্॥"

অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশই সৌন্দর্য্য। কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের রস যথাস্থানে স্থাপিত হওয়া চাই। সঙ্গীত সুমিষ্ট, চিত্তা-কর্ষী হইতে হইলে সঙ্গীতের রসাঙ্গসমূহ যথাযথরূপে প্রকাশিত হওয়া চাই। স্থাপত্য বল, ভাস্কর্য্য বল, চিত্র বল অঙ্গসমূহের যথাযোগ্য সন্নি-বেশের উপরই তাহাদের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। কি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত উভয় জগতেই সৌন্দর্য্যে অঙ্গসমূহের যথাযোগ্য সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃত জগতে সৌন্দর্য্যের উপকরণ বা অঙ্গসমূহ স্থূল। তাহাদের স্থূলতা রসোদ্গমে কতকটা বাধা জন্মায়। প্রাকৃত পদার্থের মধ্যেও সূক্ষ্ম পদার্থ আছে। এই সব সূক্ষ্ম পদার্থ স্থূল পদার্থ অপেক্ষা অধিক রস-প্রদানক্ষম। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য অপেক্ষা চিত্র, সঙ্গীত ও কাব্যের উপকরণ সূক্ষ্ম। তাই সৌন্দর্য্য বিষয়ে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। অপ্রাকৃত জগতে কোন প্রাকৃত উপকরণ নাই। সেখানে রস—আনন্দই সৌন্দর্য্যের অঙ্গ, রস—আনন্দই সৌন্দর্য্যের গঠন। তথায়ও রসের যথোচিত

সন্নিবেশই সৌন্দর্য্য। সুতরাং কি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যে অঙ্গের যথোচিত সন্নিবেশ দেখা যায়। শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদ সৌন্দর্য্যের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। এরূপ বলা যাইতে পারে যে উক্ত সংজ্ঞায় "যথোচিত" কথাটা পরিস্ফুট করা হয় নাই। এই কথার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, সৌন্দর্য্যের যে সংজ্ঞাই দেওয়া হউক না কেন তাহাতে যথোচিত বা তাহার কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার করিতে হইবেই। "সুশৃঙ্খলা" "সুপরিমাণ" "বৈচিত্র্য" "উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতা" "সুচারু বিন্যাস" "পরিমিত আয়তন" প্রভৃতি যে কোন ভাষাদ্বারা সৌন্দর্য্যের স্বরূপ অভিব্যক্ত করা হউক না কেন প্রকারান্তরে "যথোচিত" কথাটিই থাকিয়া যায়। সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা হইতে যথোচিত অথবা তাহার ভাব প্রকাশক কথা উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর মনে হয় না।

"সুশৃঙ্খলা" কথার অর্থ যথোচিত শৃঙ্খলা, "সুপরিমাণ" কথার অর্থ যথোচিত পরিমাণ। "বৈচিত্র্য" কথার অর্থ বহুত্বের মধ্যে যথোচিত একত্ব। যেরূপ ভাষাতেই সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হউক না কেন যথোচিত বা তদ্রূপ ভাবব্যঞ্জক কোন কথা ব্যবহার করা অনিবার্য্য। কিরূপ সন্নিবেশ যথোচিত তাহা বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। স্থাপত্যে অঙ্গসমূহের কিরূপ সন্নিবেশ যথোচিত, ভাস্কর্য্যে অঙ্গসমূহের কিরূপ সন্নিবেশ যথোচিত, চিত্রে অঙ্গসমূহের কিরূপ সন্নিবেশ যথোচিত, সঙ্গীতে অঙ্গসমূহের কিরূপ সংযোগ যথোচিত, এবং কাব্যেই বা কিরূপ সংযোগ যথোচিত তাহা সেই সেই কলার বিশেষজ্ঞগণ নির্ণয় করিবেন। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। এই শ্রেণীর গ্রন্থে তদ্রূপ করার আবশ্যকতা আছে—এরূপও মনে হয় না। তবে সাধারণভাবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে বস্তু যত রসোদ্দীপন-ক্ষম

তাহাতে অঙ্গসমূহের তত যথোচিত সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুর রস প্রদানের ক্ষমতা, আনন্দ প্রদানের ক্ষমতা হইতে তাহার অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ অনুমিত হইতে পারে।

এরূপ তর্কও উত্থাপিত হইতে পারে যে, উপরোক্ত সংজ্ঞায় সৌন্দর্য্যের জ্ঞানের বা রসের দিকে আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই। এই তর্কের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, উপরোক্ত সংজ্ঞায় যখন "যথোচিত সন্নিবেশ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে তখন প্রাগুক্ত আশঙ্কার কোন ভিত্তি থাকিতে পারে না। যথোচিত সন্নিবেশের মূলে চিন্ময়ী শক্তি থাকা অপরিহার্য্য। কোন চিন্ময়ী শক্তি ব্যতীত অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ আদৌ সম্ভবপর নহে। পরন্তু অঙ্গসমূহের যে সন্নিবেশ আমাদের মনে রসের সঞ্চার করে না, উহা কখনই যথোচিত সন্নিবেশ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং উক্ত সংজ্ঞাতে সৌন্দর্য্যের জ্ঞানের বা রসের দিক পরিত্যক্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে অধিকাংশ পাশ্চাত্য পণ্ডিতই উপকরণ রাশির যথোচিত সন্নিবেশের উপর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে বলিয়া বলিয়াছেন। এরিষ্টটল, লিভেক, হোগার্থ, ডিডেরো, হেমিল্‌টন, এমন কি হিগেল পর্য্যন্ত বহুত্বের মধ্যে একত্বই সৌন্দর্য্যের আকৃতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বহুত্বের মধ্যে একত্ব অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ বই আর কিছু নয়। একখানি সুন্দর বস্ত্রকে বিশ্লেষ কর। কতিপয় সূত্র ব্যতীত উহার আর কোন উপকরণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঐ সূত্রগুলিকে যথোচিতরূপে সন্নিবেশিত করিয়া উক্ত বস্ত্রখানি রচিত হইয়াছিল। পুনরায় ঐ সূত্রগুলি যথোচিতরূপে সন্নিবেশিত করিয়া বস্ত্রখানিকে নূতনরূপে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বিশ্লিষ্ট সূত্রগুলিকে যথোচিতরূপে সন্নিবেশিত করিয়া প্রস্তুত করা হইলে বস্ত্রখানির লুপ্ত সৌন্দর্য্য পুনরায় প্রকাশ পায়। সুতরাং দেখা যায় যে উপকরণসমূহের উপযুক্ত গঠনের উপরই বস্তুর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। যেখানে অঙ্গসমূহের

উপযুক্ত সন্নিবেশ সেখানেই জ্ঞানের কার্য্য, রসের প্রকাশ, দেখা যায়। তবে এস্থলে বলা আবশ্যক যে "অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ" বাক্যদ্বারা সৌন্দর্য্যের জ্ঞানের দিক্‌টা যত প্রকাশ পায়, রসের দিক্‌টা তত প্রকাশ পায় না। প্রকৃতপক্ষে রসই সৌন্দর্য্যের জীবন। সৌন্দর্য্যের রসের দিক্‌টা অধিকতররূপে পরিস্ফুট করার জন্য আমরা গোস্বামিপাদের সংজ্ঞা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিলাম :—তাহাই সুন্দর, যাহা অঙ্গ সমূহের যথোচিত সন্নিবেশদ্বারা আমাদের অন্তরে রস জাগায়। বস্তু অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশদ্বারা যে পরিমাণে রস জাগায়, উহা সেই পরিমাণে সুন্দর।

উপকরণ-রাশির যথোচিত গঠনই সৌন্দর্য্যের বাহ্য প্রকাশ। তাই সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বিষয়ক সমুদয় গ্রন্থেই সৌন্দর্য্যের উপকরণ ও গঠন সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। উপকরণ এবং বিশেষভাবে গঠনের ভিন্ন ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা হইতেই যাবতীয় সৌন্দর্য্যবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং সৌন্দর্য্যের উপকরণ ও গঠন সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বর্ণ, স্বর, প্রস্তর, বাক্য প্রভৃতি প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের অঙ্গ বা উপকরণ। সুন্দর বস্তুর উপকরণ সমূহেরও সৌন্দর্য্য আছে। পণ্ডিত-গণ উপকরণরাশির সৌন্দর্য্যের মৌলিকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ডাক্তার সালি বলেন,—

"A slight analysis of the constituents of objects to which we attribute beauty shows that there are at least three distinct modes of this attribute, namely (1) sensuous beauty, (2) beauty of form, and (3) beauty of meaning or expression ; nor do these appear to be reducible to any higher or more comprehensive principle."

Dr. Sully's Article on "Aesthetics" Encyclopedia Britannica 11th edition.

সুন্দর বস্তুর উপাদান সমূহের বিশ্লেষণ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সৌন্দর্য্যের অন্ততঃ তিনটি মৌলিক প্রকার আছে,—(১) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য, (২) আকৃতির সৌন্দর্য্য, এবং (৩) উদ্দীপনের সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের এই তিনটি মৌলিক প্রকারকে কোন উচ্চতর অথবা ব্যাপক মূলতত্ত্বে পরিণত করা সম্ভবপর বোধ হয় না। *

ভিক্টর কুজ্যাঁ বলেন,—

"ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের মধ্যে,—বর্ণ, ধ্বনি, আকার, গতি,—এই সমস্তই সৌন্দর্য্যের উদ্বোধনে সমর্থ।"

"সত্য, সুন্দর, মঙ্গল" নামক গ্রন্থ।

শ্রীমদ্ দণ্ড্যাচার্য্য বলেন,—

মধুরং রসবৎ বাচি বস্তুন্যপি রসস্থিতিঃ।
যেন মাদ্যন্তি ধীমন্তো মধুনেব মধুব্রতাঃ॥

৫১, কাব্যাদর্শ, ১ম পরিচ্ছেদ।

রসবিশিষ্ট বাক্যকে মাধুর্য্যগুণযুক্ত বলে। বাক্য ও বস্তু উভয়েই রস অবস্থান করে। ভ্রমরগণ যেমন মধুপানে মত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তদ্রূপ রস পানে উন্মত্ত হইয়া থাকেন।

প্রাকৃত উপকরণের সৌন্দর্য্যবোধ জন্মাইবার ক্ষমতা আছে, পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে পণ্ডিতগণের

---

*Compare Santayana's views: "Santayana defines beauty as value positive, intrinsic and objectified, or pleasure regarded as the quality of a thing, and distinguishes beauty of material, beauty of form, and beauty of expression." *Vide his "Sense of Beauty."*

কথার যাথার্থ্য বুঝা যায়। চিন্তা করিলে দেখা যায় বর্ণের সৌন্দর্য্য আছে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বর্ণই সৌন্দর্য্যের সর্ব্বপ্রধান উপকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। শিশু ও অসভ্যজাতির নিকট বর্ণই একমাত্র সৌন্দর্য্য। কোন অসভ্যজাতীয় মানুষকে নানাবর্ণে চিত্রিত এক কাপড় দেও, সে আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিবে। বর্ণবিহীন বহু মূল্যবান্ কাপড় দিলেও তাহাতে তাহার প্রাণ স্পর্শ করে না। শিশুকে একখানা রঙ্গীন কাপড় দিলে সে যেরূপ সন্তুষ্ট হয় আর কিছুতেই তদ্রূপ হয় না। শিশু চন্দ্র দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করে; সে হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে চায়। শিশু ও অসভ্য জাতীয় মনুষ্যগণ নানা বর্ণে চিত্রিত নভোমণ্ডল দেখিয়া কত সন্তুষ্ট হয়! কেবল শিশু ও অসভ্যজাতীয় মনুষ্যগণ কেন, সমস্ত মানবজাতিই বর্ণের সৌন্দর্য্যের বিশেষ পক্ষপাতী। স্বর্ণ, রৌপ্য, নানা-শ্রেণীর মূল্যবান্ প্রস্তর, বর্ণসম্পদের দ্বারাই মানবের চিত্ত আকর্ষণ করে। বর্ণ কবিগণের উচ্ছ্বাসের একটা প্রধান উপকরণ। নানাবর্ণে চিত্রিত গগনমণ্ডল, নানারঙ্গে সুশোভিত পক্ষীর পালক, পুষ্প, পল্লব প্রভৃতি প্রাকৃত পদার্থ বর্ণ দ্বারাই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভারতীয় আলঙ্কারিক ও গোস্বামিপাদগণ বলেন, শুধু যে প্রাকৃত পদার্থের বর্ণ আছে তাহা নহে, আন্তরিক ভাবরাশির, রসসমূহেরও বর্ণ আছে। আলঙ্কারিক-গণের মতে শৃঙ্গার রস শ্যামবর্ণ, হাস্যরস শ্বেতবর্ণ, করুণরস কপোত বর্ণ, রৌদ্র রস রক্তবর্ণ, বীররস হেমবর্ণ, বীভৎস রস নীল বর্ণ, অদ্ভুত রস পীত-বর্ণ, শান্তরস কুন্দ বা চন্দ্রবর্ণ, বৎসল রস পদ্মগর্ভচ্ছবি বর্ণ হয়। * চিন্তা

---

* ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলেন,—

শ্বেতশ্চিত্রোরুণঃ শোণঃ শ্যামঃ পাণ্ডরপিঙ্গলৌ।
গৌরো ধূম্রস্তথা রক্তঃ কালো নীলঃ ক্রমাদমী॥

দক্ষিণ বিভাগ, ৫ম লহরী।

করিয়া দেখিলে আলঙ্কারিকগণের কথার যাথার্থ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝা যায়। বর্ণের সহিত আন্তরিক ভাবরাশির যে যোগ আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। হাস্যরসের উদ্রেক হইলে মানুষের মুখ শ্বেতাভ হয়, ক্রোধ উপস্থিত হইলে মুখমণ্ডল ও চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, মানুষের প্রাণে শান্তরসের উদয় হইলে তাঁহার মুখ চন্দ্রের ন্যায় শীতল দেখা যায়। পক্ষান্তরে দেখা যায়, চিত্রকরগণ বর্ণের দ্বারাই মানুষের ভাবরাশি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভাবরাশির কোন বর্ণ না থাকিলে বর্ণের দ্বারা ভাবরাশি প্রকাশ করা সম্ভবপর বোধ হয় না। তবে কোন্ বর্ণের দ্বারা কোন্ ভাব সুচারু রূপে প্রকাশ করা যায় তাহা বিশেষজ্ঞের আলোচ্য। এই শ্রেণীর গ্রন্থে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা অনাবশ্যক বোধ হয়।

নাদ বা শব্দ সৌন্দর্য্যের আর একটি অঙ্গ। শব্দের মাধুর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে—ইহা ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে শব্দের দুই প্রকার-ভেদ আছে, ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি-ভব শব্দকে ধ্বনি, এবং কণ্ঠসংযোগ হইতে উৎপন্ন শব্দকে বর্ণ বলে। * ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক, উভয় শ্রেণীর শব্দই মধুর, প্রাণস্পর্শী। বেহালা, হারমোনিয়ম, বীণা, বাঁশী, তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি সমুদয় বাদ্যযন্ত্রের শব্দই শ্রুতিমধুর। বালকের কথা মিষ্ট লাগে ; যুবতীর কণ্ঠস্বর মনোমুগ্ধকর ; কোকিল, ময়ুর, 'বউ কথাকও' পাখীর স্বরে প্রাণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করে।

শান্তরসের শ্বেত বর্ণ, দাস্যরসের চিত্রবর্ণ, সখ্যরসের অরুণ বর্ণ, বৎসল রসের রক্তবর্ণ, মধুর রসের শ্যামবর্ণ, হাস্যরসের পাণ্ডরবর্ণ, অদ্ভুতরসের পিঙ্গল বর্ণ, বীররসের গৌরবর্ণ, করুণ রসের ধূম্র বর্ণ, রৌদ্র রসের রক্তবর্ণ, ভয়ানক রসের কালবর্ণ, বীভৎস রসের নীলবর্ণ হয়।

* শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবধ্বনিঃ।
কণ্ঠসংযোগজন্মানো বর্ণাস্তে কাদয়ো মতাঃ॥ ভাষা পরিচ্ছেদ।

শুধু তাহাই নহে। পণ্ডিতগণ বলেন, প্রত্যেক মনোভাব প্রকাশ করার সুর আছে। শোক, ক্রোধ, প্রেম, স্নেহ, উৎসাহ, ভয়, উল্লাস প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তবিকারেরই সুর আছে। আলঙ্কারিকগণকথিত নবরসেরই সুর আছে। কণ্ঠভঙ্গীতে সেই সুর উচ্চারিত হইলে রসের সঞ্চার হয়। কোন সুর করুণ রসের উদয় করে, কোন সুর ক্রোধের উদয় করে, কোন সুর বীররসের উদয় করে, কোন সুর শৃঙ্গার রসের উদয় করে।

সুতরাং শব্দের মাধুর্য্য আছে, রস প্রকাশ করার ক্ষমতা আছে, ইহা কোন প্রকারে অস্বীকার করা যায় না। আমরা দেখিয়াছি যে, কণ্ঠসংযোগ হইতে উৎপন্ন শব্দের নাম বর্ণ। প্রয়োগার্হানন্বিত একার্থবোধক বর্ণকে পদ বলে। * যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তিযুক্ত পদোচ্চয়কে বাক্য বলে। বাক্য, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি জ্ঞাপক। সুতরাং বাক্যে মাধুর্য্য আছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। বাক্যে মাধুর্য্য আছে বলিয়াই শিশুর আধ-আধ কথা মিষ্ট লাগে, সুন্দরী স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর মিষ্ট লাগে, বক্তার কণ্ঠধ্বনিতে চিত্ত উদ্বেজিত করিয়া দেয়।

ইহা ব্যতীত প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের অন্যান্য উপকরণেরও রস প্রদানের ক্ষমতা আছে। প্রাকৃত উপকরণের সৌন্দর্য্য না থাকিলে প্রাকৃত উপকরণের সাহায্যে কখনই রস প্রকাশ করা যাইতে পারিত না।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে, সৌন্দর্য্যের প্রাকৃত উপকরণের সৌন্দর্য্য প্রদানের ক্ষমতা আছে। কোন কোন পণ্ডিত স্বর, বর্ণ প্রভৃতি প্রাকৃত উপকরণের সৌন্দর্য্য মনের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। যাঁহারা প্রাকৃত উপকরণরাশির সৌন্দর্য্যকে

---

* বর্ণাঃ পদং প্রয়োগার্হানন্বিতৈকার্থবোধকাঃ। সাহিত্যদর্পণ
বাক্যং স্যাৎ যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসক্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়ঃ। সাহিত্যদর্পণ

মনের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের মতের বিশেষ কোন সারবত্তা আছে এরূপ মনে করি না।

এক্ষণ সৌন্দর্য্যের গঠন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। সৌন্দর্য্যের গঠন নিয়াই অধিকাংশ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে, সুন্দর বস্তুর গঠন মূলতঃ কি? ইহা আমাদের মনের কার্য্য কি মনোতিরিক্ত কোন বস্তুর কার্য্য? কোন কোন পণ্ডিত বস্তুর গঠন মনের অবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ কেহ এই গঠনে মনোতিরিক্ত অজড় শক্তির কার্য্য দেখিয়াছেন। কেহ বা উহাতে জড় শক্তির কার্য্য দেখিয়াছেন। জার্ম্মান্ দার্শনিকগণ গঠনের মূলে প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধ প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন। ভারতীয় পণ্ডিতগণ সুন্দর বস্তুর গঠনের মূলে রসের প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন। আমাদের কিন্তু মনে হয়, সমস্ত সৌন্দর্য্যবিষয়ক মতের মূলেই অল্পাধিক পরিমাণে সত্য বিদ্যমান আছে। যাঁহারা সৌন্দর্য্যকে মানসিক অবস্থা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মতবাদের মূলে এই সত্য নিহিত আছে যে, সৌন্দর্য্যবোধ কতক পরিমাণে মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। শরীর ও মন ভাল না থাকিলে সুন্দর বস্তু পর্য্যন্ত ভাল লাগে না। আর শরীর ও মন ভাল থাকিলে জগতের সমুদয় জিনিসই সুন্দর বোধ হয়। সৌন্দর্য্য অনুভব করার ক্ষমতার উপর সৌন্দর্য্য আংশিক পরিমাণে নির্ভর করে সত্য, তা' বলিয়া সৌন্দর্য্যের কোন বাহ্যিক মনোতিরিক্ত অস্তিত্ব নাই, "মানুষের মন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, অসুন্দরকে সুন্দর মূর্ত্তি দেয়", এ কথা বলা আদৌ সমীচীন মনে হয় না। * অধিকাংশ প্রবীণ

* "Some who have cold affections, sluggish imaginations, and no habits of observation, can with difficulty discern beauty in anything ; while others, who are full of kindness and sensibility, and

দার্শনিকই সৌন্দর্য্যের মনোতীত বাহ্যিক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। যাহারা সৌন্দর্য্য মানসিক অবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহারা সৌন্দর্য্যের একটা দিক্ মাত্র দেখিয়াছেন।

যাহারা সৌন্দর্য্যকে অজড় শক্তির কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহারা সৌন্দর্য্যের রসের দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। সৌন্দর্য্য শক্তির কার্য্য সন্দেহ নাই; কিন্তু এই শক্তির মূল প্রকৃতি কি তাহা তাহারা নির্ণয় করেন নাই। যাহারা সৌন্দর্য্যকে জড় শক্তির প্রকাশ বলিতে চাহিয়াছেন তাহারা শক্তির মূল প্রকৃতি বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। প্রবীণ বৈজ্ঞানিকগণও বর্ত্তমানে জড়ের মূলে জ্ঞান, জড়ের মূলে রস দেখিতে পাইতেছেন। যাহারা সৌন্দর্য্যকে প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধ প্রকাশ বলিতে চাহিতেছেন তাহারা সৌন্দর্য্যের বাহ্যিক গঠনের দিকেই বেশী লক্ষ্য করিয়াছেন, রসের দিকে লক্ষ্য করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে রসই সৌন্দর্য্যের জীবন, রসই সৌন্দর্য্যের আত্মা। কোন বস্তু সুন্দর বলিলে উহার রসের দিকে, উহার আনন্দের দিকে, মন স্বভাবতঃ ধাবিত হয়। সৌন্দর্য্যে আয়াস নাই, জ্ঞানের নীরসতা নাই, নীতির বাধ্যবাধকতা নাই। ইহা ভাবরসের রাজ্য, এখানে শুধু রস, বিমল আনন্দ। এ জন্যই সম্ভবতঃ সিলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্যকে খেলার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

---

who have been accustomed to attend to all the objects around feel it almost in everything." *Jeffrey's Essay on Beauty in old Encyclopedia Britannica.*

"যেখানে সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দর। সাধারণতঃ যাহাদের দুঃখানুভবশক্তি প্রবল, তাহারাই অধিক সুন্দর জিনিস দেখিতে পায়। এই হিসাবে মানুষের মন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, অসুন্দরকে সুন্দর মূর্ত্তি দেয়। সৌন্দর্য্য কোন বস্তুর প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নহে।"

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় প্রণীত "জিজ্ঞাসা" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সুন্দর বস্তুতে অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু বস্তুর রস প্রদানের ক্ষমতাই প্রকৃত পক্ষে উহার সৌন্দর্য্যের পরিমাপক। যাহা রস দেয় না, আনন্দ দেয় না, অঙ্গসমূহের এরূপ সন্নিবেশকে কখনই যথোচিত বলা যাইতে পারে না। তাই যে বস্তু অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ দ্বারা যে পরিমাণে রস জাগায়, উহা সেই পরিমাণে সুন্দর। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সুন্দর বস্তুর উপকরণে রস আছে, সুন্দর বস্তুর উপকরণের রস প্রদানের ক্ষমতা আছে। প্রাকৃত উপকরণে রস আছে বলিয়া প্রাকৃত উপকরণের যথোচিত সন্নিবেশ আমাদের অন্তরে এত অধিক রস জাগাইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ডাক্তার সালি সৌন্দর্য্যের তিনটি প্রকারের কথা বলিয়াছেন,—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্য (sensuous beauty), আকৃতির সৌন্দর্য্য (beauty of form), এবং উদ্দীপনের সৌন্দর্য্য (beauty of expression)। ডাক্তার সালি সৌন্দর্য্যের তিন মূল প্রকারের কথা বলিয়া থাকিলেও আমরা জগতে সাধারণতঃ এই তিন শ্রেণীর সৌন্দর্য্য ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত দেখিতে পাই। বর্ণ বল, স্বর বল সবারই কোন না কোন আকৃতি আছে এবং প্রত্যেক আকৃতিরই কোন না কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপকরণ আছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ বা আকৃতি কোন না কোন ভাব বা অর্থ উদ্বোধক। সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে এই তিন শ্রেণীর সৌন্দর্য্য পৃথক্ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই জন্যই সম্ভবতঃ অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানবিৎ সৌন্দর্য্যমাত্রই পূর্ব্বোক্ত তিন উপাদানে গঠিত বলিয়া অভিমত প্রদান করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে সৌন্দর্য্য মাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ (sensuous element), গঠন সম্বন্ধীয় উপকরণ (formal element), এবং উদ্দীপন সম্বন্ধীয় উপকরণে (associative element) গঠিত। (১) বর্ণ, স্বর, কোমলত্ব, প্রস্তর,

ছন্দোময় পদ ইত্যাদি সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণ। (২) বস্তুর সৌন্দর্য্য যথোচিত গঠনের উপর নির্ভর করে—পণ্ডিত মাত্রই স্বীকার করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি যে, সুন্দর বস্তুর গঠন নিয়াই সৌন্দর্য্য বিষয়ক অধিকাংশ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয়ে পুনরালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। (৩) চিন্তা ও ভাব উপদ্দীপনের উপর বস্তুর সৌন্দর্য্য কতক পরিমাণে নির্ভর করে—ইহা অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধগয়ার মন্দির, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির, বদ্রীনারায়ণ, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ স্থানের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে ভাব-উদ্দীপনের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। *

মনোবিজ্ঞান প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের যে সব উপাদানের কথা বলেন, তাহা শিরোধার্য্য। এই সব উপকরণ বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব—সৌন্দর্য্য মূলতঃ কি পদার্থ। ডাক্তার সালি বলেন, এই সব উপাদানকে কোন ব্যাপক মূলতত্ত্বে পরিণত করা সম্ভবপর নহে। পরবর্ত্তী আলোচনায় প্রকাশ পাইবে যে, ডাক্তার সালি যাহা অসম্ভব বিবেচনা করিয়াছেন তাহা প্রকৃত পক্ষে অসম্ভব নয়।

প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যের প্রাকৃত উপকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। বর্ণ প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান উপকরণ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু এই বর্ণ মূলতঃ কি পদার্থ? বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, সাদা সূর্য্যালোক একরঙ্গের আলো নয়। লাল হইতে আরম্ভ করিয়া বেগুনে পর্য্যন্ত অনেক মূল রশ্মি মিলিয়া একটা শ্বেত রশ্মি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তেশিরা কাচের

* "In predicating beauty of the ruin of a Norman castle we refer rather to what the ruin means—to the effect an imagination of its past proud strength and slow vanguishment by the unrelenting strokes of time." *Dr Sully.*

উপর সাদা সূর্য্যালোক ফেলিলে উহার মূলরশ্মিগুলি বিভক্ত হইয়া যায়। যে জিনিস লাল, তাহার বিশেষগুণ এই যে, সাদা সূর্য্যালোককে বিশ্লেষ করিয়া শুধু উহার লাল রশ্মিটিকে প্রতিফলিত করে এবং অবশিষ্ট রশ্মি গুলিকে লোপ করে। কাজেই প্রতিফলিত লাল রশ্মিতে আমরা পদার্থটি লাল দেখি। যে বস্তু নীল, সেই বস্তুতে এরূপ গঠন বৈচিত্র্য বিদ্যমান আছে যে, উহা শুধু নীল রশ্মিটিকে প্রতিফলিত করিয়া অপর রশ্মিগুলিকে লোপ করিতে পারে। তদ্ধেতুই উহা নীলরশ্মিটিকে প্রতিফলিত করিয়া নীল হইয়া যায়। আমরা আমাদের মতের সমর্থনে গ্যানোর প্রকৃতি-বিজ্ঞান হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিরা দিলাম :—

"He (New-ton) was further led to the conclusion that bodies are not themselves coloured—that is, have no colour of their own—but they have the property of decomposing the white light which illuminates them, and of reflecting unequally the various kinds of light of which it is formed. Thus, vermilion is not red of itself, but is endowed with the property of reflecting red light and of absorbing all others, or at any rate, of only reflecting them in far less proportion. In like manner, the leaves of plants are not truly green; they have merely a greater reflecting power for green than for any other colour. In short, bodies are only coloured by the light they reflect."

Ganot's Natural Philosophy.
(Eighth edition.)

নিউটন এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হইয়াছেন যে, বস্তু স্বভাবজাতঃ বর্ণযুক্ত নহে, অর্থাৎ তাহাদের নিজের কোন বর্ণ নাই; কিন্তু তাহাদের সাদা আলো বিশ্লেষ করার এবং বিশ্লিষ্ট আলোকরশ্মিসমূহকে অসমান ভাবে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা আছে। সিন্দূরের নিজের লাল বর্ণ নাই, কিন্তু উাহার লালবর্ণ প্রতিফলিত করার এবং অন্যান্য বর্ণ লোপ করার ক্ষমতা আছে। বৃক্ষের পত্রের প্রকৃত পক্ষে সবুজ বর্ণ নাই, কিন্তু উহাদের অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা সবুজ বর্ণ অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা আছে। সংক্ষেপতঃ বস্তু যে আলো প্রতিফলিত করে উহাই তাহার বর্ণ।

একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের যাথার্থ্য অনুভূত হয়। গভীর অন্ধকার রজনীতে কোন বস্তুরই বর্ণ পরিদৃষ্ট হয় না। যাঁহারা রেল গাড়ীতে গিরিতলবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা পরিষ্কাররূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, অন্ধকারে কোন বস্তুরই বর্ণ থাকে না। এক সময়ে আমি গিরিডিতে কয়লার খনির কার্য্য দেখার জন্য উত্তোলক যন্ত্রের সাহায্যে নিম্নভূমিতে নামিয়াছিলাম। নামার সময়ে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, গভীর অন্ধকারে কোন বস্তুরই বর্ণ থাকে না।

এরূপ তর্ক উপস্থিত করা যাইতে পারে যে, সূর্য্যালোকই সমস্ত বর্ণের জন্মদাতা হইলে, যে স্থলে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, সেই স্থলে বর্ণোৎপত্তি সম্ভবপর হয় কিরূপে? গভীর জলের মৎস্য, প্রাণিদেহের রক্ত, ভূগর্ভস্থিত আকরিক প্রস্তর, জীবকোষস্থিত মুসরি, খেসারি ও মটর ডাইল নানাবর্ণে চিত্রিত হয় কিরূপে? এই তর্কের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই—পূর্ব্বকথিত পদার্থসমূহ সূর্য্যালোকে আনীত হইলেই উহাদিগকে নানাবর্ণে চিত্রিত দেখা যায়। গভীর অন্ধকারে উহাদের কোন বর্ণই থাকে না। সুতরাং বস্তুর আলো প্রতিফলিত করার ক্ষমতার উপর বস্তুর বর্ণত্ব নির্ভর করে, একথা অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। বিজ্ঞান শুধু

ইহাই বলে যে, প্রত্যেক বস্তু এরূপভাবে গঠিত যে উহা কোন একটি, অথবা ততোধিক বর্ণ প্রতিফলিত করিয়া অন্যান্য বর্ণ লোপ করিতে পারে। সূর্য্যালোকবিহীন স্থানে এরূপ গঠন-বৈচিত্র্য লাভ করা অসম্ভব, বিজ্ঞান এ কথা বলে না। সুতরাং আলোকই বর্ণের জন্মদাতা, এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়।

এক্ষণ দেখা যাক্ যে, আলোক কি পদার্থ। বিজ্ঞান বলেন, আকাশে বহু মাইল দীর্ঘ হইতে এক ইঞ্চির লক্ষভাগ অপেক্ষা সূক্ষ্ম অসংখ্য ঈথর-তরঙ্গ অনবরত প্রবাহিত হইতেছে। আলোক-তরঙ্গ দ্রুত ঈথর-তরঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে চারিশত লক্ষ কোটিবার (four hundred billions) ঈথর স্পন্দনে আমাদের দৃশ্যমান্ রক্ত-বর্ণের জ্ঞান জন্মে। তারপর স্পন্দন-সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইলে পীত, হরিত ভায়লেট ইত্যাদি আলোকের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিন্তু স্পন্দন-মাত্রা ক্রমে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার দ্বিগুণ হইলে মানবের দর্শনেন্দ্রিয় অন্ধ হইয়া যায়, মান-বের আলোকানুভূতি ক্ষমতা লুপ্ত হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈথর কিরূপ পদার্থ এবং ঈথর স্পন্দনই বা কিরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে? বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন না। ঈথর সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমানে ইহাই জানেন যে, ইহা এক নিরবচ্ছিন্ন সমভাবাপন্ন অতীন্দ্রিয় পদার্থ। ইহা অণুর অবকাশে থাকিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ রক্ষা করে এবং বায়ুমণ্ডল ও মহাশূন্যের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া আকর্ষণধর্ম্মের বিকাশ করে। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ ও চুম্বকাকর্ষণ ঈথরের স্পন্দন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোহিতালোক-উৎপাদক ঈথর-স্পন্দন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ধীর স্পন্দন হইতে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধীর ঈথর-স্পন্দন হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঈথর-স্পন্দন কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ভাল উত্তর

দিতে পারেন না। ঈথর-স্পন্দন কিরূপে উৎপন্ন হয় ইহা জানা যাক্ আর না-ই যাক্, মোটামুটিরূপে ইহা বুঝা যায় যে, আলোক কোন অতীন্দ্রিয় শক্তির কার্য্য মাত্র।

শব্দ, বাক্য প্রভৃতি প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের অন্যতর উপকরণ। বায়ুর কম্পন হইতে শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে ত্রিশ বারের কম বায়ু-স্পন্দন হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই। আবার সেকেণ্ডে ৩৪,৮১১ বারের অধিক স্পন্দনজাত উচ্চ শব্দ আমরা শুনিতে পাই না। অভিঘাত শক্তির কার্য্য। সুতরাং শক্তিই শব্দের মূলে বর্ত্তমান। মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃত উপকরণ ও শক্তির কার্য্য—ইহা পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে প্রকাশ পাইবে।

এক্ষণ প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। বিজ্ঞান বলেন, পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের গঠন আণবিক আকর্ষণ ও তাপের উপর নির্ভর করে। জড় পদার্থকে তিন অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়—কঠিন, তরল ও মারুত (gaseous)। শুধু যদি আণবিক আকর্ষণ পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিত, তবে পদার্থের অণু এরূপভাবে সংলগ্ন হইয়া যাইত যে, উহা পৃথক্ করা সম্ভবপর হইত না। কিন্তু পৃথিবীতে শুধু আণবিক আকর্ষণ নাই। তাপ, শক্তি, আণবিক আকর্ষণের প্রতিযোগি-ভাবে কার্য্য করিতেছে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, যখন কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করা হয়, তখন উহার অবয়ব বর্দ্ধিত হয়, কারণ ইহার পরমাণু সমুদয় শিথিল হইয়া যায়। যখন উহাকে শীতল করা যায়, তখন উহার অবয়বের খর্ব্বতা হয়, কারণ উহার পরমাণু সমুদয় সন্নিকটবর্ত্তী হয়। বস্তুর বিশেষ আকৃতি—কঠিন, তরল ও মারুত—আণবিক আকর্ষণ ও তাপ এই দুই প্রতিযোগী শক্তির কার্য্য মাত্র। *

* "The particular form which matter assumes—whether solid,

তাই দেখা যায় যে, প্রাকৃত সমুদয় গঠনই শক্তির কার্য্য। ধীরভাবে প্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, দেখা যায় যে, প্রাকৃত সমুদয় উপকরণ, সমুদয় গঠনের মূলেই শক্তি। এই শক্তি অন্ধ শক্তি নহে, এই শক্তি চিন্ময়ী। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের সমস্ত উপকরণই প্রাকৃত। প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের গঠন ঐ সব প্রাকৃত উপকরণের যথোচিত সন্নিবেশ বই আর কিছুই নয়। আমরা নব বিজ্ঞানের আলোকে প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৌন্দর্য্য এক সচ্চিদানন্দময় পুরুষের প্রকাশমাত্র। সৌন্দর্য্যের উপকরণও তিনি, সৌন্দর্য্যের গঠনও তিনি। তাঁহার প্রকাশেই জগৎ সুন্দর, জগৎ মধুময়।

রসায়নশাস্ত্র সত্তর আশীটি মূল পদার্থের কথা বলিয়া থাকে। প্রত্যেক শ্রেণীর মূল পদার্থের স্বতন্ত্র অণু পরমাণু বিদ্যমান আছে, এবং ঐ সব অণু পরমাণুর কতকগুলি স্বাভাবিক ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ঐ স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলি কোন অবস্থায়ই পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। বিজ্ঞানের এই সত্যটি বর্ত্তমানে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কাররূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রফেসার ডিউয়ার (Dewar) প্রদর্শন করিয়াছেন, মারুত পদার্থ অম্লজানকে (oxygen) অত্যধিকরূপে ঠাণ্ডা করা হইলে প্রথমতঃ তরল পদার্থে পরিণত হয়, পরে কঠিন হয়। উহার সমস্ত স্বাভাবিক ধর্ম্ম নষ্ট হয়। এমন কি উহার মূলপদার্থের সহিত মিশিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, ফ্লুরিন (fluorine) প্রভৃতি অন্যান্য মারুত পদার্থ অত্যধিকরূপে শীতল করা হইলে উহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটে। শুধু যে অতিশয় শৈত্যে বস্তু মাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্মের

---

liquid, or gaseous—depends on the extent to which it is influenced by these antagonistic forces." *Ganot's Natural Philosophy.*)

বিপর্য্যয় ঘটে এমত নহে। অতিশয় উত্তাপেও বস্তুমাত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্মের বিপর্য্যয় ঘটে। সার নর্ম্মেন্ লকিয়ার (Sir Norman Lockyer) প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উত্তরোত্তর উত্তাপের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক পদার্থ-সমূহ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত হইয়া অতিপরমাণুর (Ion) আকার প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত নক্ষত্রালোকের পরীক্ষা হইতে জানা যায় যে, অত্যধিক তাপে তপ্ত নক্ষত্ররাজ্যে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা অতি কম। যতই আমরা অপেক্ষাকৃত শীতল হইতে শীতলতর নক্ষত্রালোক পরীক্ষা করি, ততই তাহাদের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রকথিত মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক দেখিতে পাই। যে সব মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক গুরুত্ব অত্যন্ত অল্প তাহাদিগকেই অত্যুত্তপ্ত নক্ষত্রালোকে দেখা যায়। আর যাহাদের পারমাণবিক গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী, তাহাদিগকে পরমাণুর গুরুত্বের পরিমাণানুসারে শীতল হইতে শীতলতর নক্ষত্রালোকে পাওয়া যায়। বিভিন্ন উত্তাপে তপ্ত একই জিনিসের ত্রিকোণ কাচে বিশ্লিষ্ট আলোক পরীক্ষা করিয়াও তিনি অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাই তিনি মনে করেন যে, উত্তাপের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মতম পরমাণু সকল হইতে গুরুতম পরমাণু সকলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। আমরা কোন কোন পদার্থ স্বচ্ছ (transparent) এবং কোন কোন পদার্থকে অস্বচ্ছ (opaque) বলিয়া থাকি। যে সব পদার্থ ভেদ করিয়া আলো যাইতে পারে তাহাদিগকে স্বচ্ছ বলি, যেমন কাচ, জল ইত্যাদি, এবং যে সব পদার্থ ভেদ করিয়া আলো যাইতে পারে না উহাদিগকে অস্বচ্ছ বলা হইয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণের ধারণা, বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু নূতন বিজ্ঞান অন্য কথা বলে। প্রায় বায়ুহীন কাচ-নলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার সংযুক্ত করিয়া বিদ্যুৎ চালাইতে আরম্ভ করিলে উক্ত নলের ভিতর এক মনোহর আলো দেখা

যায় এবং ঐ নলের ঋণাত্মক প্রান্ত হইতে অতি পরমাণুর (corpuscles) প্রবাহ চলিতে থাকে। এই নলকে ক্যাথোড নল বলে। এই ক্যাথোড নল কোন এক অন্ধকার গৃহে রাখিয়া কাল কার্ডবোর্ড দ্বারা উহা ভাল রূপে আবৃত করিয়া উহার সন্নিকটে একটা পর্দ্দার (screen) উপর কোন দীপক পদার্থ (fluorescent substance) রাখিলে উহা জ্বলিতে আরম্ভ করে। কোন কঠিন পদার্থ উক্ত নল ও পর্দ্দার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হইলে উহা পর্দ্দার উপর ছায়া পাত করে। এই প্রকারে মানবীয় শরীরের অস্থির ছায়া ইন্দ্রিয় গোচর করা যাইতে পারে। এই পরীক্ষা হইতে ইন্দ্রিয়ের অগোচর অদৃশ্য আলোর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এই অদৃশ্য আলো সরলভাবে অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া যাইতে পারে। এই অদৃশ্য আলোই বিজ্ঞানের রন্‌জেন্ রশ্মি (Rontgen rays or X rays) । * এই অদৃশ্য রশ্মি কঠিন দেওয়াল, মানবের দেহ এবং অন্যান্য অধিকাংশ অস্বচ্ছ বস্তুই ভেদ করিয়া যাইতে পারে। রন্‌জেন্ রশ্মির সাহায্যে মানবদেহের সমস্ত হাড়, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি অনায়াসে দর্শন করা যায়। ডাক্তারগণ এই রন্‌জেন্ রশ্মির সাহায্যে অস্ত্র চিকিৎসায় বিশেষ সহায়তা পাইতেছেন। তাই দেখা যায় যে, অস্বচ্ছ পদার্থকে পর্য্যন্ত বিশেষ শ্রেণীর আলো ভেদ করিয়া যাইতে পারে। সুতরাং স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে।

প্রাচীনকাল হইতে পঞ্চভূত-বাদ চলিয়া আসিতেছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটি স্থূল পঞ্চ মহাভূত। জড় পদার্থ যে পঞ্চ

---

* "These pulses of intense electric force constitute, I think, Rontgen rays, which are produced when cathode rays are suddenly stopped by striking against a solid obstacle."—*J. J. Thomson's Corpuscular Theory of matter* (1907).

প্রকারে মানবের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, এই স্থূল পঞ্চ মহাভূত তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। জগতের যাবতীয় স্থূল পদার্থ ইহার কোনটি-না-কোনটির অন্তর্গত হইবেই। ক্ষিতি শব্দ দ্বারা ক্ষিতিস্থিত সমস্ত কঠিন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অপ্ শব্দ দ্বারা সমস্ত তরল পদার্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। তেজ শব্দদ্বারা বিদ্যুৎ, অগ্নি, আলো, তাপ প্রভৃতি সমস্ত তেজোজাতীয় পদার্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। মরুৎ শব্দদ্বারা মরুৎ জাতীয় সমস্ত বায়বীয় পদার্থকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ব্যোম শব্দে মহাকাশকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।* পৃথিবীতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতি বহু শ্রেণীর মৌলিক পদার্থ আছে, আর্য্য ঋষিগণের জানা ছিল। তথাপি তাঁহারা পৃথিবীকে একটা ভূত বলিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা জড় পদার্থের মৌলিকত্ব কি যৌগিকত্বের দিকে আদৌ যান নাই। জড় পদার্থ যে যে আকারে আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহারই তাঁহারা সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন মাত্র। প্রাচীনগণের কথিত ক্ষিতি, অপ্ ও মরুতে সত্তর হইতে আশীটি মূল পদার্থ বিদ্যমান আছে বলিয়া রসায়নশাস্ত্র বলে। বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই বলেন যে, জড়জগতে মোট সত্তরআশীটি মূল পদার্থ বিদ্যমান আছে। তেজোজাতীয় বিদ্যুৎ, তাপ,আলোক, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতির জড়শক্তি ঐ সব মূল পদার্থের উপর কাজ করিয়া নানা বস্তুর

---

* Cf. "A study of the original sources has made it clear to me that a "Bhuta" in Hindu Chemistry represents a class of elements composed of similar atoms, and the different elementary substances comprised under one and the same "Bhuta" are 'isomers' in this limited sense, in reference to the atoms, being specifically constituted by differences of spatial position and arrangement among the latter." *Dr. B. N. Seal in Hindu Chemistry Vol. II.*

উৎপত্তি সাধন করে। জল, বায়ু, পুষ্প, পত্র, তৃণ, শিলা এবং মৃত্তিকা প্রভৃতি বস্তুকে পরীক্ষা করা হইলে পূর্ব্বকথিত মূল পদার্থ ও শক্তি ব্যতীত আর কিছুই পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাল্‌টন্ (Dalton) সত্তরআশীটি মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম কণাকে পরমাণু সংজ্ঞা দিয়াছিলেন, এবং ঐ সত্তরআশীটি মূল পদার্থের পরমাণুই যে সৃষ্টির মূল উপাদান ইহাতে তাঁহার দ্বিধা ছিল না। কোন বৈজ্ঞানিকই পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা বহুকাল পর্য্যন্ত ডাল্‌টন্ কথিত পরমাণুর বিশ্লেষ করিতে সমর্থ হন নাই, এবং তাহাদের কোনরূপ রূপান্তর লক্ষ্য করেন নাই। সুতরাং পরমাণুর নূতন সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই, বৈজ্ঞানিকগণ এতকাল পর্য্যন্ত ইহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মপদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন। সার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্‌ই (Sir William Crookes) সর্ব্ব প্রথম এক প্রকার নূতন অতিসূক্ষ্ম জড়-কণার কথা জগতে প্রচার করেন। প্রায়-বায়ুশূন্য কাচনলের দুই প্রান্তে ব্যাটারির তার লাগাইয়া বিদ্যুৎ চালাইলে, নলের মধ্যে যে বেগুনে রঙ্গের আলো দেখা যায়, ক্রুক্‌স্ সাহেব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে দ্রুতগামী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উজ্জ্বল অণুর প্রবাহ দেখিতে পান। তিনি এই জড় কণিকাকে প্রোটাইল (Protyle) নামে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, চতুর্থ অবস্থায় সমস্ত জড় পরমাণুই প্রোটাইলের আকার ধারণ করে, এবং তিনি ইহাও বলেন যে, বিবিধ পদার্থের পরমাণু এই জড় কণিকার সমবায়েই উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রুক্‌সের কথায় প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিকগণ কাণ দেন নাই। কিন্তু নানা দেশের পণ্ডিতগণ নানা পথে চলিয়া একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াতে বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে।

স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক জে, জে, টম্‌সন্ (J. J. Thomson) বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষায় দেখিতে পাইয়াছেন যে, প্রায়-বায়ুশূন্য কাচ নলের দুই প্রান্তে ব্যাটারি লাগাইয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চালাইলে নলের ভিতর এক প্রকার সুন্দর আলো দেখা যায়, এবং অতিসূক্ষ্ম জড়কণা ঋণাত্মক বিদ্যুতে পূর্ণ হইয়া, উক্ত নলের ঋণাত্মক প্রান্ত হইতে ছুটিতে আরম্ভ করে। এই আলোককে ক্যাথোড্ রশ্মি বলে এবং এই নলকে ক্যাথোড্ নল বলে। নলে যে কোন বায়বীয় পদার্থ রাখিয়া বিদ্যুৎ চালাইলে একই জাতীয় পরমাণুর উৎপত্তি হয়। * নলের বাহিরে চুম্বক ধরিলে চৌম্বকাকর্ষণে ঐ অতিপরমাণুর প্রবাহকে বাঁকিয়া চলিতে দেখা যায়।

সার নর্‌মেন্ লকিয়ার (Sir Narman Lockyer) বিভিন্ন পথে চলিয়া ঠিক এক সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। লকিয়ারের Inorganic Evolution নামক পুস্তক হইতে নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

"Not only is the atom a complex compound of an association of different ions, but the atoms of those substances which lie in the same chemical group are perhaps built up from the same kind of ions........ and that the

---

* "In the *Kathode Rays*, we get matter in an entirely new state in which, whatever body it may be derived from, it is all of one and the same kind." *J. J. Thomson's Bodies Smaller than the Atom.*

"Thus the atom is not the ultimate limit to the subdivision of matter ; we may go further and get to the corpuscle, and at this stage the corpuscle is the same from whatever source it may be derived." *J. J. Thomson's Corpuscular Theory of Matter* (1907).

differences existing in the materials thus constituted arise more from the manner of association of the ions in the atom, than from differences in the fundamental character of the ions which go to build up the atoms,"

লকিয়ারের কথার ভাবার্থ এই যে, শুধু মৌলিক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন অতিপরমাণুর সমবায়ে উৎপন্ন হয় এমত নহে, কিন্তু প্রত্যেক রাসায়নিক শ্রেণীর প্রত্যেক মৌলিক পদার্থই সম্ভবতঃ এক জাতীয় অতিপরমাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরমাণুর গঠন, তাহাদের মৌলিক ধর্ম্মের বিভিন্নতা অপেক্ষা অতিপরিমাণুর সমবায়ের প্রকারের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে।

রেডিয়াম্ (Radium), ইউরেনিয়াম্ (Uranium), পোলোনিয়াম্ (Polonium) এবং একৃটিনিয়াম্ (Actinium) প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুর বিয়োগ ও তেজোনির্গমনের (Radio-activity) ক্ষমতা আবিষ্কার হওয়ার পর হইতে পদার্থতত্ত্বে এক নূতন আলোক-রেখা পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রেডিয়াম্ নামক ধাতুর তেজোনির্গমন সম্বন্ধেই বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। ফ্রান্সদেশীয় মুসোঁ কুরী ও মাদাম কুরী এই রেডিয়াম্ ধাতুর আবিষ্কর্ত্তা। এই রেডিয়াম্ ধাতু হইতে অবিরত বিয়োগসংজ্ঞক তড়িদণু (L. Rays), যোগসংজ্ঞক তড়িদণু (R. Rays) এবং দেশভেদী রশ্মি (X Rays) চতুর্দ্দিকে নির্গত হইতেছে। ইহা ব্যতীত অনেক প্রকারের বায়বীয় ও কঠিন পদার্থ সমূহ এই ধাতুর ক্রমিক অবনতিতে সৃষ্ট হইতেছে। একই প্রকারের রেডিয়াম্ পরমাণু ভাঙ্গিয়া বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু সৃষ্ট হইতেছে। * তাই পণ্ডিতগণ

* "Here one element has been literally seen to change into another of quite different nature under the eyes of the experimenter.

বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে, যাবতীয় জড় পদার্থের পরমাণু ঐ সূক্ষ্ম কণিকাতে গঠিত। এই কণিকাগুলির নামই তড়িদ্‌কণা বা ইলেক্‌ট্রন্ দেওয়া হইয়াছে। এই অতিপরমাণুগুলি এত ক্ষুদ্র যে, প্রায় সতর শত ইলেকট্রন্ কণা একত্র করা হইলে একটা হাইড্রোজন্ পরমাণুর সমান হয়, এবং উহার বেগ আলোকের বেগের এক তৃতীয়াংশ।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষার ফলে বলিতে বাধ্য হইতেছেন যে, জগতে ন্যূনাধিক সত্তর-আশীটি মূলপদার্থের পরমাণু নাই। সমুদয় জড় পরমাণু অতিকণা বা ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি মাত্র। জড়বস্তুর স্থিতি-প্রবণতা (Inertia), সম্ভবতঃ ঈথরের (Aether or Electro-magnetic Medium) স্থিতিপ্রবণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। *

What is this but an actual case of that transmutation of one element into another in which the ancient alchemists believed, when they so painfully sought to change lead into gold ?"

Sir William Ramsay.

* 1. "Atoms of matter are composed of congeries of electrons and the inertia of matter is probably therefore only the inertia of the electro-magnetic medium." *Vide Dr Fleming's* Article on Electricity in *Encyclopedia Britannica 11 th edition.*

2. "A chemical atom is a collection of positive and negative electrons or strain centres in stable orbital motion round their common centre of mass." *Vide Prof. Sir J. Larmor's* Aether and Matter (*1900*).

3. "This theory, as I have said, supposes that the atom is made up of positive and negative electricity. A distinctive feature of this theory—the one from which it derives its name—is the peculiar way in which the negative electricity occurs both in the atom and when free from atom. We suppose that the negative electricity always occurs as exceedingly fine particles called

বিজ্ঞানাচার্য্যগণের গবেষণায় ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জড়ের প্রধান উপাদান তড়িৎ ব্যতীত কিছুই নহে। জড় সমান সংখ্যক ধনাত্মক (positive) এবং ঋণাত্মক তড়িদ্‌কণার সমষ্টি মাত্র। *

বৈজ্ঞানিকগণকথিত ঈথরের সহিত তাঁহাদের কথিত ইলেক্‌ট্রন্ বা প্রোটাইলের কি সম্বন্ধ, এখন পর্য্যন্ত ভালরূপে নির্ণীত হয় নাই। তাপ, আলোক ও তাড়িৎ ঈথরস্পন্দন হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ

---

corpuscles, and that all these corpuscles, whenever they occur, are always of the same size and always carry the same quantity of electricity." *J. J. Thomson's Corpuscular Theory of Matter* (1907).

4. "The fundamental ingredient of which, on this view, the whole of matter is made up, is nothing more or less than electricity, in the form of an aggregate of an equal number of positive and negative electric charges." *Sir Oliver Lodge's Some Modern views of Matter.*

* 1. "We have seen that the corpuscle, whose mass is so much less than that of the atom, is a constituent of the atom, it is natural to regard the corpuscle as a constituent of the primordial system. The corpuscle, however, carries a definite charge of negative electricity, and since with any charge of electricity we always associate an equal charge of the opposite kind, we should expect the negative charge on the corpuscle to be associated with an equal charge of positive electricity." *J. J. Thomson's Electricity and Matter.*

2. "The most exciting part of the whole is the explanation of matter in terms of electricity, the view that electricity is, after all, the fundamental substance, and that what we have been accustomed to regard as indivisible atom of matter is built up out of it; that all atoms of all sorts of substances are built up of the same thing." *Sir Oliver Lodge's Electrons or the Nature of Properties of Negative Electricity.*

বলিয়া থাকেন। জড়ের অন্তিম উপাদান—ইলেক্‌ট্রন্‌ তড়িৎধর্ম্মাপন্ন। সুতরাং উহাও ঈথরস্পন্দন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক মনে হয় না। লর্ড্‌ কেল্‌বিন্‌, নিকোলা টেস্‌লা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জড় ঈথরের আবর্ত্ত বা স্পন্দন ব্যতীত কিছুই নহে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। * ঈথর স্পন্দিত হইলে জড়রূপে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। উহার স্পন্দন স্থগিত হইলে উহা স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর হয়। ‡

পক্ষান্তরে জে, জে, টম্‌সন্‌, সার অলিভার্‌ লজ্‌, রদার ফোর্ড, সডি ও অধ্যাপক র্যাম্‌জে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ ইলেক্‌ট্রনই বিদ্যুৎ, আলোক, তাপ এবং চৌম্বক-শক্তির মূল কারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। জড় ইলেক্‌ট্রন-সমষ্টিই হউক বা ঈথরের আবর্ত্ত বা স্পন্দনই হউক, ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, জড়জগতের মূলে শক্তি বিদ্যমান। শক্তিই অবস্থা

---

* "On the basis of these results of Von Helmholtz, Lord Kelvin has founded a theory as to the constitution of matter. He supposes that all space is filled with a frictionless, incompressible, and homogeneous fluid (the ether), and that an atom is simply a vortex in the medium. * * * Hence we may suppose that the atoms of the different elements are distinguished from one another by the number of times they are linked together."

W. Watson's "Text-book of Physics."

‡ "According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word Ether. * * * * All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes perceptible to our senses ; the movement arrested, the primary substance reverts to normal state and becomes imperceptible."—*Nickola Tesla.*

বিশেষে জড়বস্তুরূপে (Matter) প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্ঞানীর চক্ষে জড়বস্তু (Matter) বলিয়া কোন পদার্থ নাই। পণ্ডিতগণ জগতে শুধু শক্তিই দেখিতে পান।

বিখ্যাত জর্ম্মান্ রসায়নবিৎ প্রফেসার অস্ওয়াল্ড্ (Ostwald) ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রসায়নসমিতিতে (Chemical Society) ফেরাডেবক্তৃতা দেওয়ার কালে এই কথাই পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, পদার্থ সমূহ এক শক্তিসমন্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে; এই শক্তি বিশ্বব্যাপিনী। শক্তির বিশ্বব্যাপকতা স্বীকার করা হইলে, অনেক রাসায়নিক ঘটনাবলী পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অধ্যাপক র্যাম্জে, (Ramsay) সার অলিভার লজ্, এবং সার ইউনিয়ম্ ক্রুক্স্ আর একটু অধিক দূরে গিয়াছেন। অধ্যাপক র্যাম্জে মনে করেন যে, রেডিয়াম্ ও তাহার সমধর্ম্মী ধাতুনিচয়ের নিগূঢ় কার্য্যাবলী জড়বাদের মূলে কুঠারাঘাত করিবে। *

সার অলিভার লজ্ বলেন,—

"The modern tendency of Science is towards the invisible Kingdom; the more we exhaust the physical world, the more shall we find ourselves pushed into the other teritory." (Prof. Sir Oliver Lodge, 1903)

নব্য বিজ্ঞানের গতি অতীন্দ্রিয় জগতের দিকে। যতই আমরা জড় জগৎ বিশ্লেষ করি, ততই আমরা এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সম্মুখীন হই। সার উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ব্রিষ্টলে বৃটিশ সমিতির সভাপতি

---

* "Sir William Ramsay already admits that the mysteries of Radium and its congeners, and the laws they foreshadow, will certainly affect the material future of the human race." *Dr. A. Marques.*

রূপে পৃথিবীর গণ্যমান্য বৈজ্ঞানিকগণের নিকট যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জড়বস্তু (Matter) ও জড়শক্তির (Energy) মূলে যে সূক্ষ্মতম শক্তিনিচয় বিদ্যমান আছে তাহার গবেষণা করাই ভবিষ্য বৈজ্ঞানিকগণের কার্য্য হইবে। *

তবে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই শক্তিবাদ ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন নহে। বেদান্ত দর্শনে পরমাণু খণ্ডিত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মশক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্তভাষ্যে শক্তি সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন দেখুন,—

"প্রলীয়নমানপিচেদং জগৎ শক্ত্যবশেষমেব প্রলীয়তে,
শক্তিমূলমেব চ প্রভবতি, ইতর থা আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ।"

শারীরক ভাষ্য, ১।৩।৩০

জগৎ যখন বিলীন হয় তখন শক্তিরূপেই বিলীন হয়, পুনরায় শক্তি হইতেই জগতের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। নতুবা জগতের আকস্মিক উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়।

ঐ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ইহাও বলিয়াছেন,—

"ন চ অনেকাকারাঃ শক্তয়ঃ শক্যাঃ কল্পয়িতুম্।"

শক্তির অনেক আকার স্বীকার করা যাইতে পারে না।

প্রাগুক্ত আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শক্তির পরিণতি। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, এই শক্তি মূলতঃ কি? ইহা কি জড়ধর্ম্মাপন্ন না চৈতন্যধর্ম্মাপন্ন? শক্তির প্রকৃতি ও কার্য্য সম্বন্ধে

---

* "He (Crookes) reiterates his belief in the existence of subtle force lying behind the matter and energy we know of to-day; the investigation of which will be the work of the scientists of the future." *Dr Richardson's Some Recent Advances in Science.*

আলোচনা করা হইলে, শক্তি কি, বুঝিতে সুবিধা হইবে। তাই আমরা শক্তির প্রকৃতি ও কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রকৃতিবিজ্ঞানে শক্তিবাচক দুইটা শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, ফোর্স (force) এবং এনার্জি (energy)। বিজ্ঞানবিৎ গ্লেজব্রুক্ (Glazebrook) ফোর্সের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

That which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body is called force." *Laws and Properties of Matter.*

যাহা পদার্থের অবিরাম গতি অথবা অবস্থিতির অবস্থা পরিবর্ত্তন করে অথবা পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করে তাহাই ফোর্স। *

ফোর্স ব্যবহারতঃ বস্তুর গুরুত্বানুযায়ী পরিমিত হয়। † ফোর্সের দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈজ্ঞানিকগণ কেন্দ্রাভিমুখাকর্ষণ (force of gravity), কেন্দ্রবিমুখাকর্ষণ (centrifugal force), যোগাকর্ষণ (cohesive force) প্রভৃতির নাম করিয়া থাকেন।

ডাক্তার ওয়াট্সন্ (Dr. Watson) এনার্জির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"Energy may be defined as the capacity of doing work, where by work we mean the act of producing a

---

* Dr Watson ফোর্সের এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

"We may therefore define force as that which tends to produce a change of motion in a body on which it acts."

A Text-book of Physics.

† ফোর্সের Formula এই :—$F=\frac{ML}{T^2}$ এবং ফোর্সকে দূরত্ব দ্বারা গুণ করা হইলে এনার্জির পরিমাণ পাওয়া যায়।

change of matter against a resistance which opposes any such state." * *A Text-book of Physics by Watson.*

কার্য্য করার সামর্থ্যকে শক্তি সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিকূল শক্তির বাধাস্বত্বেও জড়ের অবস্থা পরিবর্ত্তন করার নাম কর্ম্ম।

কার্য্যের পরিমাণানুযায়ী এনার্জির পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। † এনার্জির দৃষ্টান্ত স্বরূপে বৈজ্ঞানিকগণ তাপ (Heat), আলোক (Light), তাড়িৎ (Electricity) এবং চৌম্বকাকর্ষণ (Magnetism) প্রভৃতির নাম করিয়া থাকেন।

আগুনে হাত দিলাম, হাত পুড়িয়া গেল। বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিল; ভয়ানক শব্দে একটী বৃক্ষের উপর পড়িয়া উহাকে ধ্বংস করিল। এই সব পরিবর্ত্তনের মূলে বৈজ্ঞানিকগণ এনার্জির কার্য্য দেখিতে পান।

একটী ঢিল ছুঁড়িলাম; ঢিল মাধ্যাকর্ষণের বলে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। একটী পাকা আতা মাধ্যাকর্ষণের বলে বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। বৈজ্ঞানিকগণ এই সব পরিবর্ত্তনের মূলে ফোর্সের কার্য্য দেখিতে পান।

পক্ষান্তরে মিল, বেন, স্পেনসার, মার্টিনো, কোম্ত (Comte) প্রভৃতি দার্শনিকগণ একমাত্র ফোর্স শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। শক্তিতত্ত্বের

---

* *Cf.* "That which in all natural phenomena is continually passing from one portion of matter to another."

J. Clerk Maxwell.

† এনার্জির Formula এই :—

Work or Energy $= \frac{ML^2}{T^2}$, being the product of force and distance. সুতরাং এনার্জি ফোর্সেরই রূপান্তর মাত্র।

Vide Dr. J. D. Everett's Illustrations of the C. G. S. System of units.

ব্যাখ্যা উপলক্ষে তাঁহারা এনার্জি শব্দ আদৌ ব্যবহার করেন নাই। পরিবর্ত্তন উপস্থিত করা ফোর্স এবং এনার্জি উভয়ের কার্য্য বুঝিতে পারিয়াই সম্ভবতঃ তাহারা ফোর্স ও এনার্জির মধ্যে কোন তফাৎ করেন নাই। প্রকৃত পক্ষেও ফোর্স এবং এনার্জির মধ্যে কোন প্রভেদ থাকিতে পারে না। কার্যক্ষেত্রে ফোর্স এবং এনার্জির মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হইলে ও মূলতঃ উভয়ই এক পদার্থ।

বর্ত্তমান সময়ে ঈথরবাদ এবং তাড়িদণুবাদ পৃথিবীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। জে জে টমসন্, সার অলিভার লজ ও প্রফেসার আগষ্টো রিগি (Professor Augusto Righi) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ঈথরবাদের সাহায্যে জড়ের মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যাবলী ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন। * পণ্ডিতপ্রবর হুপার (W. G. Hooper) ও সাট্‌ক্লিফ্ (Mr Sutcliffe) মাধ্যাকর্ষণের কার্য্য ঈথরের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। † যোগাকর্ষণ প্রভৃতি শক্তির কার্য্য ও তাড়িদণুবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ‡ যে বিজ্ঞান ফোর্স ও এনার্জিকে দুইটা প্রাকৃত শক্তি

---

* "Therefore it may admit that a material atom is nothing but a system consisting of a certain number of positive and an equal nuber of negative electrons, and that the latter, or at least some of them, move obsut the remaining portion like satelittes. Molecular and atomic forces would then be nothing but the manifestations of the electromagnetic forces of the electrons, and gravitation itself might be explained with these concepts as a basis." Vide *Professor Augusto Righi's Modern Theory of Physical Science.*

† Vide Hooper's "Aether and gravitation."

‡ "Light, Electricity, magnetism and the molecular motions of gases, liquids and even solids, all these formerly separated chapters of Physics, have now been brought into a most intricate and inti-

বলিয়া এতদিন জানিতেন, সেই বিজ্ঞানই উভয়কে এক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস ফোর্স এবং এনার্জির পার্থক্য বিজ্ঞানের অধ্যায় হইতে অনতিবিলম্বে অন্তর্হিত হইবে। আমরা দেখিয়াছি যে, কোন না কোনরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করা বা করিবার চেষ্টা করা ফোর্স এবং এনার্জি উভয়ের স্বভাব। সুতরাং আমরা ফোর্স এবং এনার্জিকে এক পদার্থ বলিয়াই ধরিয়া নিলাম। দার্শনিক গ্রন্থে শক্তি শব্দের প্রতি-শব্দ ফোর্স দেওয়া হইয়াছে। আমরাও বর্ত্তমান প্রবন্ধে ফোর্স শব্দের পরিবর্ত্তেই শক্তি শব্দ ব্যবহার করিলাম।

ইতঃপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, শক্তিতে কোন না কোন শ্রেণীর পরি-বর্ত্তন উপস্থিত করে অথবা করিতে চেষ্টা করে। পরিবর্ত্তন আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থ বটে। কিন্তু যাহাতে পরিবর্ত্তন করে বা করিতে চেষ্টা করে, তাহা আমাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। আগুনে হাত দিলাম, হাত পুড়িয়া গেল। এ স্থলে আমরা একটা পূর্ব্ববর্ত্তী এবং আর একটা পরবর্ত্তী ঘটনা মাত্র দেখিতে পাই। কিন্তু অগ্নির দাহিকাশক্তি বা তাপশক্তি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নহে। বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল; ভীষণ শব্দে একটি বৃক্ষের উপর পড়িল এবং উহাকে নষ্ট করিল। এ স্থলেও আমরা পরে পরে দুইটি ঘটনা দেখিতে পাই মাত্র; কিন্তু তাড়িৎ শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না। বিদ্যুতের শক্তি, তাপের শক্তি, চৌম্বকাকর্ষণ শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতি কোন শক্তিই আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। এইজন্য সম্ভবতঃ জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ ও বেন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থে শক্তিবোধক শব্দের বহুল

---

mate connection, in fact are huddled together by these wonderful radiations." ***Prince Krapotkin.***

ব্যবহার দেখা যায়। ইহাতেই বুঝা যায় যে, শক্তি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও, শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। পক্ষান্তরে নব্য জড়বিজ্ঞান একমাত্র শক্তির কথাই বলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের মূলে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ শক্তিই দেখিতে পান। বজ্রাঘাতে প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল, ভূমিকম্পে গ্রামনগর ভূগর্ভস্থ হইল,—দেখিয়া আমরা উহা শক্তির কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ভীষণ রণক্ষেত্রে সহস্র সহস্র মানব নিহত হইল, আগ্নেয় গিরির উৎপাতে দেশ উৎসন্ন গেল,—দেখিয়া স্বভাবতঃ উহা শক্তির কার্য্য বলিয়া মনে করা হয়। সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনশ এবং নেপচুন, এই আটটি বড় বড় গ্রহ, এবং বহুশত ছোট ছোট গ্রহ স্ব স্ব পথে নির্দ্দিষ্টবেগে ভ্রমণ করিতেছে, অথচ ইহার মূলে কোন শক্তি নাই এরূপ মনে করা, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। *

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে, বহির্জ্জগতে আমরা শক্তি দেখিতে পাই না। তবে আমাদের শক্তির জ্ঞান কিরূপে উদ্ভূত হইল? ভালরূপে চিন্তা করিলে দেখা যায়, আমাদের নিজের শক্তির প্রয়োগ হইতেই আমাদের শক্তির জ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়াছে। আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকি, নানাবিধ পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিয়া থাকি। আমি হাটি, আমি খেলি, আমি খাই, এবং অন্যান্য কার্য্য করিয়া থাকি। আমি বস্তুতে আঘাত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিতে পারি। আমি আগুণ দিয়া ঘর পোড়াইয়া দিতে পারি; আবার উপকরণ রাশির সাহায্যে ঘর তুলিতে পারি। এই যে মিশরের পিরামিড, আগরার তাজমহল, বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ মন্দির, সমস্তই মানবের ইচ্ছাশক্তি-

* ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" প্রথমভাগ দ্রষ্টব্য।

সমুদ্ভূত। বিজ্ঞানে, দর্শনে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রে, সঙ্গীতে এবং কাব্যে মানবের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। মানবের কার্য্য করার শক্তি, ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হইতেই তাহার শক্তির জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। মানুষ যে শক্তি দ্বারা পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে সেই শক্তি চিন্ময়ী। সুতরাং বহির্জ্জগতে যে শক্তি পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিতেছে উহাও মূলতঃ চিন্ময়ী, এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক মনে হয় না। বৈজ্ঞানিকগণের কথিত এনার্জি চিন্ময়ী শক্তি না-ও হইতে পারে; কারণ এনার্জি শক্তির কার্য্য মাত্র। কিন্তু যে মহাশক্তি জড়জগতের মূল কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই শক্তি চিন্ময়ী,—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মানুষ নিজের শক্তি হইতেই যে, শক্তিসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, কতিপয় প্রবীণ পণ্ডিত ইহা স্বীকার করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কয়েক জন পণ্ডিতের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

প্রসিদ্ধ জর্ম্মান্ দার্শনিক জেলার (Zeller) বলেন,—

"When man begins to reflect on the grounds of things, the question of the why (warum) is forced upon him first by particular phenomena of the more striking kind, and in course of time by continually more of them, and in answer to this question the first notions of causality are formed ; he is at the outset guided in this matter by no other clue than the analogy of his own willing and doing. For we ourselves are the one only cause of whose mode of action we have immediate knowledge, through inner intuition. In the case of every other, though we may perceive its effects, we can only infer

from the facts, and can not immediately learn by perception of the facts, the mode and kind of way in which these effects arise, and the connection of them with their cause. *Transactions of the Academy of Sciences, Berlin, 1876, p. 19.*

যখন মনুষ্য পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, রহস্য-পূর্ণ প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ তাঁহার মনে 'কেন, ইহার কারণ কি',—এই প্রশ্ন সমুদিত করিয়া দেয়। অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ঘটনা একই প্রশ্ন মনে সমুদিত করে। এই প্রশ্নের উত্তর হইতেই তাহার কারণত্বের প্রাথমিক জ্ঞান জন্মে। এ বিষয়ে মানুষ প্রথমতঃ তাহার ইচ্ছাশক্তি ও কার্য্য ব্যতীত আর কোন সূত্র পায় না। কারণ আমরা যে সব কার্য্য করি তাহার বিষয় আমরা সহজ জ্ঞান দ্বারা অব্যবহিতরূপে অবগত হই। অন্যক্ষেত্রে আমরা মাত্র কার্য্য দেখিতে পাই। এই কার্য্য হইতেই আমরা কারণের অনুমান করিয়া লই। বাহ্য বিষয়ের কার্য্যের প্রকার ও প্রণালী, কারণের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ, আমাদের অব্যবহিত অনুভূতির বিষয় নহে।

স্পেন্সার্ বলেন,—

"The force by which we ourselves produce changes, and which serves to symbolize the cause of changes in general, is the final disclosure of our analysis." *

First Principles.

* *Cf.* "That internal energy which in the experiences of the primitive man was always the immediate antecedent of changes wrought by him—that energy which, when interpreting external changes, he thought of along with those attributes of a human per-

যে শক্তি দ্বারা আমরা পরিবর্ত্তন উপস্থিত করি, এবং যাহা সমস্ত পরিবর্ত্তনের কারণজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক সূত্র—তাহাই আমাদের বিশ্লেষণের শেষ অভিব্যক্তি।

ডাক্তার মার্টিনো বলেন,—

"In thinking of causation, we are absolutely limited to the one type known to us; and so, behind every event, whatever its seat and whatever its form, must post, near or far, the same idea taken from our own voluntary activity. This, it is plain, is tantamount to saying, that which happens in nature has one kind of cause, and that cause a Will like ours; and that the universe of originated things is the product of a supreme Mind." * *A Study of Religion.*

---

sonality connected with it in himself, is the same energy which, freed from anthropomorphic accompaniments it now figured as the cause of all external phenomena." *Spencer, in Nineteenth Century Review, January, 1884.*

* "Our whole idea of Power is identical with that of will or deduced from it. That which, in virtue of the principle of causality, we recognize as immanent in nature, is homogeneous with the agency of which we are conscious in ourselves. Dynamic conception has either this meaning or no meaning." *Dr. Martineau's Modern Materialism.*

"Our inner experience reveals to us an active, real force, which is the only force we know, namely our soul." *Leibnizt in Erdmann's En. 185b.*

কারণত্ব সম্বন্ধে ভাবিতে গেলে, আমাদের পরিচিত একমাত্র কারণত্বের ঊর্দ্ধে যাওয়া যায় না। ঘটনার স্থিতি ও আকৃতি যাহাই হউক না কেন, তাহার অন্তরালে আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তির অনুরূপ কারণত্ব চিন্তা করিতে বাধ্য হই। যাহা বলা হইল তাহা হইতে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটে তাহার এক প্রকার কারণ বিগুমান আছে, এবং সেই কারণ আমাদের ইচ্ছাশক্তির অনুরূপ। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক অদ্বিতীয় পুরুষের ইচ্ছাসম্ভূত।

দার্শনিক ওয়েবার তাহার দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসে বলেন,—

"Modern Science has reduced matter to force, and Leibnizt very aptly said : No substance without effort. Now, to make effort means to will. If effort constitutes the essence of matter, the will must be the basis, the substance, and the generative cause of matter. On the other hand, effort is also the source of perception, for there can be no perception without attention, and no attention without effort. Perception proceeds from will and not vice versa. Hence, the will is, in the last analysis, the higher unity of Force and Idea, the common denominator, and the only one to which physics and morals can be reduced ; it is being in its fulness. Everything else is merely phenomenon. Compared to the effort which produces them, realizes them, constitutes them, matter and thought are nothing but accidents ; both exist only through the act which produces them.

The will is at the basis of everything (Ravaisson); it is not only the essence of the human soul (Duns Scotus, Maine de Biran, Bartholmess), the primary phenomenon of psychical life (Wundt), but the universal phenomenon (Schopenhauer), the basis and the substance of being (Secretan), the only absolute principle (Schelling). On this principle, as Aristotle says, depend the heavens and all nature." *Weber's History of Philosophy pp. 600—601.*

আধুনিক বিজ্ঞান জড়কে শক্তিতে পরিণত করিয়াছে। দার্শনিক লেবনিজ যথার্থই বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তিবিহীন কোন সত্তাই নাই। প্রবৃত্ত হওয়া কথার অর্থ ইচ্ছা করা। যদি প্রবৃত্তি জড়ের মূলতত্ত্ব হয়, তবে ইচ্ছাশক্তিই উহার ভিত্তিভূমি, মূলসত্তা এবং উৎপত্তির কারণ। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তিই অনুভূতির উৎস, কারণ মনোনিবেশ ব্যতীত কোন অনুভূতি নাই, এবং প্রবৃত্তি ব্যতীত কোন মনোনিবেশ নাই। ইচ্ছাই অনুভূতির প্রভব, অনুভূতি ইচ্ছার প্রভব নহে। ইচ্ছাশক্তিই শক্তি ও প্রজ্ঞার উন্নততর একত্ব, সাধারণ সমন্বয়ভূমি। পদার্থ বিজ্ঞান ও নীতিকে একমাত্র ইচ্ছাশক্তিতেই পরিণত করা যায়; ইচ্ছাশক্তি একমাত্র পূর্ণ সত্তা। ইহা ব্যতীত সমস্তই সত্তার আভাস্ মাত্র। প্রবৃত্তিই জড় ও প্রজ্ঞার উৎপত্তিকারণ, বিকাশ-কারণ এবং উপাদান-কারণ। ইহার তুলনায় জড় ও প্রজ্ঞা অস্থায়ী গুণ মাত্র,—ইহারা ইহাদের কারণরূপী কার্য্যকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিতি করে। ইচ্ছাশক্তি যাবতীয় পদার্থের ভিত্তি, (রেবাইসন্), ইহা শুধু মানবাত্মার মূল প্রকৃতি (ডান্ স্কোটাস্, মেইন্ ডি বিরান্, বার্ থল্‌মেস্), মনোজগতের আদিম জ্ঞেয়তত্ত্ব (ভুণ্ড্) নহে, ইহা

বিশ্বজনীন জ্ঞেয়তত্ত্ব (সোপেন্ হর্), ইহাই অস্তিত্বের ভিত্তি ও মূলতত্ত্ব (সিক্রেটন্), একমাত্র নিরপেক্ষতত্ত্ব (সেলিঙ্)। এরিষ্টটেল বলেন এই মূলসূত্রকে অবলম্বন করিয়াই স্বর্গ ও পৃথিবী সঞ্জীবিত আছে।

পাশ্চাত্যদর্শন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক ইচ্ছাশক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * প্রতীচ্য দর্শন ও অনুরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। দেখুন, বেদান্ত দর্শনে কি পরিপাটিরূপে শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্র বলেন,—

প্রবৃত্তেশ্চ। † ২য় অধ্যায়, ২য় পাদ, ২য় সূত্র।

"স্বতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেশ্চ নানুমানম্" ইতি নিম্বার্কভাষ্যম্।

"অহং করোমীতি চৈতন্যস্যৈব প্রবৃত্তিদর্শনাৎ জড়স্যকর্ত্তৃত্বং নেতিবা ॥"

ইতি গোবিন্দভাষ্যম্।

ব্যাখ্যা ঃ—অচেতনের স্বতঃ কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; অতএব অচেতনপ্রধানের জগৎকারণত্ব যুক্তিতঃ অসিদ্ধ।

তারা কিশোর বাবুর বেদান্তদর্শন।

এ কথা বলা যাইতে পারে যে, শক্তির প্রবৃত্তি আছে, সুতরাং শক্তি-কারণবাদ মানিলেই ত চলে। এই তর্কের উত্তরে ব্রহ্মসূত্রে বলেন,—

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ২য় অধ্যায়, ২য় পাদ, ৪২ সূত্র।

"পুরুষমন্তরেণ শক্তেঃ সকাশাজ্জগদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ন তৎকারণবাদোঽপি সাধুঃ" ইতি নিম্বার্কভাষ্যম্।

---

* Compare Lotze's views : "It is an idealistic pantheism, which is a denial of all bodily mechanism, a reduction of everything bodily to phenomena, and an assertion that all real action is the *activity* of God."

† *Cf.* : "যত প্রবৃত্তি ভূ‍র্তানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।৪৬।

ব্যাখ্যা ঃ—পুরুষ বিনা কেবল শক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি অসম্ভব, অতএব শক্তিকারণবাদও অসাধু। জীবরূপী পুরুষ সর্ব্বত্রই শক্তির আধার। আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না। সুতরাং অনাশ্রিত শক্তি হইতে জগৎরচনা সম্ভবপর নহে। যদি এরূপ বলা হয় যে, শক্তি স্বতঃই বিজ্ঞানযুক্ত, সুতরাং তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর, তবে ব্রহ্মবাদই স্বীকার করা হয়। তাই ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন,—

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ॥

২য়, অধ্যায়, ২য় পাদ, ৪৪ সূত্র।

"স্বাভাবিকবিজ্ঞানাদিঃঙ্গীকৃতে তু তদপ্রতিষেধঃ, স্বতো বিনষ্টঃ শক্তিবাদঃ, ব্রহ্মস্বীকারাৎ" ইতি নিম্বার্কভাষ্যম্।

পূর্ব্বোক্ত দোষ পরিহারার্থ যদি বল যে, শক্তি বিজ্ঞানাদিসম্পন্ন, তবে এই মতের কোন প্রতিষেধ নাই। এই বাদই ব্রহ্মবাদ। কারণ বেদান্ত ও ব্রহ্মকে স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা শক্তিকারণত্ব বিনষ্ট হইল, এবং ব্রহ্মকারণত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। তাই দেখা যায় যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এক বিজ্ঞানময় পুরুষের শক্তির পরিণতি। ব্রহ্মশক্তি ব্যতীত জগতে কোন পদার্থ নাই, কোন শক্তি নাই। অন্যান্য ঋষিশাস্ত্র ও উচ্চৈঃস্বরে এই কথাই ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আছে,—

"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ৮॥ ষষ্ঠ অধ্যায়।

তাঁহার কার্য্য ও করণ নাই। তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকও

কিছু দৃষ্ট হয় না। তাঁহার বিবিধ পরাশক্তি ও স্বাভাবিক জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়ার কথা শুনা যায়।

কল্পক্ষয়ে সমস্তভূত ভগবানের প্রকৃতিরূপে, মায়াশক্তিরূপে পরিণত হয়। তাই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে উক্ত হইয়াছে,—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয়! প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ *

৭, নবম অধ্যায়।

কল্পক্ষয়ে সমস্ত ভূত আমার স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। কল্পের আদিতে আমি পুনরায় সৃষ্টি করিয়া থাকি।

শ্রীচণ্ডী বলেন,—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৩৪; পঞ্চম অধ্যায়।

যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তেস্তথেদমখিলং জগৎ॥ ১।৩২।৩৫

ভগবদ্‌সন্দর্ভধৃত বিষ্ণুপুরাণ বচন।

একদেশস্থিত বহ্নির জ্যোৎস্না যেমন অধিক দূরব্যাপী হয়, তদ্রূপ এই অখিল জগৎ পরব্রহ্মের শক্তি।

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দশমাধ্যায়ে আছে,—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

"অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান;
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম।
ইচ্ছাশক্তি প্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্ব কর্ত্তা;
জ্ঞানশক্তি প্রধান বাসুদেব চিত্তাধিষ্ঠাতা।
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন;
তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ রচন।" *

২০শ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি চিন্ময়ী শক্তি হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে জড়জগতে আমরা চিন্ময়ী শক্তির কার্য্য প্রত্যক্ষ করি না কেন? জড়জগৎ আমাদিগকে চিন্ময়ী শক্তির বার্ত্তা দেয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, জড়জগৎ শক্তির কার্য্যমাত্র। শুধু জড়ের বস্তু (matter) কেন, জড়ের শক্তি (energy) ও কার্য্য মাত্র। তাপ বল, আলোক বল, তাড়িৎ বল, সমস্ত এনার্জিই ঈথরস্পন্দন, ঈথরের কার্য্য বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং জড়বস্তু (matter) ও শক্তি (energy) উভয়ই সূক্ষ্মতম শক্তির কার্য্য মাত্র।

---

* *Cf.* "It was when I came upon the mute witness of those self-made records and perceived in them one phase of pervading unity that bears within all things—the mote that quivers in ripples of light, the teeming life upon our Earth, and the radiant suns that shine above us; it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors, on the banks of the Ganges, thirty centuries ago: 'They who see but one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth, unto none else." *Dr. J. C. Bose*

এক জন প্রসিদ্ধ দার্শনিক এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন দেখুন,—

"Force, as we know it, can be regarded only as certain conditioned effect of the unconditioned cause." *Spencer.*

আমাদের পরিচিত শক্তিকে নিরপেক্ষ কারণের কোন নিয়ন্ত্রিত কার্য্য বলিয়াই মনে করা উচিত।*

জগতে শুধু আমরা কার্য্য দেখি, তাই আমরা কার্য্যাবলী ভেদ করিয়া কারণের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অসমর্থ হই। কিন্তু যাঁহারা চক্ষুষ্মান্ তাঁহারা এই জড় জগতেও জ্ঞানের কার্য্য দেখিয়া ধন্য হইয়া যান। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ কেপ্‌লার (Kepler) গ্রহগণের স্বীয় বৃত্তাকার কক্ষে সমান বেগে পরিভ্রমণের মূলে জ্ঞানের কার্য্য দেখিতে পাইয়াছেন। গণিতবিৎ ইউলার (Euler) বলিতেন, প্রবৃত্তি ও বাসনা (inclination and desire) মাধ্যাকর্ষণের মূলতত্ত্ব। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ হর্সেল (Sir J. Herschel) কার্য্যকারণসম্বন্ধের মূলে প্রবৃত্তি (effort) দেখিতে পাইয়াছেন। শারীরতত্ত্ববিৎ হেইকেল, (Haeckel) বলিতেন যে, পরমাণুগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (desire and aversion),

---

* Compare Kant : "The difficulty which lies in the execution of this task consists, as is well known, in the presupposed heterogeneity of the object of the internal sense (the soul) and the objects of the external senses, in as much as the formal condition of the intuition of the one is time, and of that of the other space also. But if we consider that both kinds of objects do not differ internally, but only in so far as the one appears externally to the other—consequently that what lies at the basis of phenomena, as a thing-in-itself, may not be heterogeneous, this difficulty disappears." *Critique of Pure Reason.*

ইন্দ্রিয়-চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি (sensation and will) আছে। বিজ্ঞানবিৎ টিণ্ডেল (Tyndall) বলিতেন, পরমাণু সমূহেপর্য্যন্ত জীরন-রক্ষার ইচ্ছা (desire for life) বিদ্যমান আছে। *

শুধু তাহাই নহে। স্বনাম ধন্য জগদীশচন্দ্র সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আঘাতে নির্জীব ধাতুপিণ্ড ও সজীব মাংসপেশী একই প্রকারে সাড়া দিয়া থাকে। জীবশরীরের ন্যায় ধাতুপিণ্ডেও অবসাদের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুতর আঘাতে জীবপেশী ও ধাতু অবসন্ন ও আড়ষ্ট হয়। মন্ত্রপ্রয়োগে জীবশরীরের ন্যায় ধাতুপিণ্ডেও মন্ত্রের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিষপ্রয়োগে বিষের সমস্ত ক্রিয়া ধাতুপিণ্ডেও দেখিতে পাওয়া যায়। †

পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিত ডাক্তার জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। আমরা নিম্নে মাত্র দুই জন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বৈজ্ঞানিক রবার্টস্ অষ্টেন্ বলেন,—

"Metals and alloys really present close analogies to living organisms." *Prof. Roberts-Austen's Introduction to the Study of Metallurgy.*

---

* "Thus the world is not a machine as Descartes and Hobbes, would have it. Everything in it is force, soul, life, thought, desire ; what we see is the machine, but we only see the outside of Being." *Leibnitz.*

† Vide Dr. J. C. Bose's Response in Living and Non-living. শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় প্রণীত "বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার" নামক গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

মৌলিক ধাতু ও মিশ্রিত ধাতুসমূহের এবং জীবশরীরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে।

ডাক্তার বনস্রোন (Dr. Otto Von Schroen, Professor of Pathological Anatomy in Naples) বলেন,—

"My researches into the primary origin of crystals, into their vital and later universal states, have convinced me that there is only one force acting upon matter in all the aspects, the force which we call life. I have been compelled to believe, from the way in which life-force shapes the crystals and from all the attendant phenomena, that all other forces—heat, light, chemical force, electricity, cohesion—are but different manifestations of lifeforce." *Chicago Tribune*, 1897.

ক্রীষ্টেলের উৎপত্তি, স্থিতি ও তাহাদের সাধারণ ধর্ম্ম আলোচনায় আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, একমাত্র শক্তি জড়ের উপর সমস্ত অবস্থাতে কার্য্য করিয়া থাকে, এই শক্তিকে আমরা জীবন বলি। জীবনীশক্তি যে প্রণালীতে ক্রীষ্টেলকে গঠিত করে এবং তৎসংসৃষ্ট অন্যান্য ঘটনা আমাকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করিয়াছে যে, তাপ, আলোক, রাসায়নিক শক্তি, তাড়িৎ, যোগাকর্ষণ প্রভৃতি সমুদয় শক্তিই জীবনীশক্তির প্রকাশ মাত্র।

জড়-প্রকৃতি আলোচনায় যে শুধু জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায় এমত নহে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব, অবস্থিতি, পরমপুরুষের সত্যস্বরূপের পরিচায়ক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনন্দ সেই পরমপুরুষের আনন্দের পরিচায়ক। বর্ণ বল, স্বর বল, উত্তাপ বল, আলো, তাড়িৎ, অবস্থাভেদে সমস্ত পদার্থই

আমাদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ জগতে আনন্দের প্রকাশ, সৌন্দর্য্যের মোহিনী মূর্ত্তি, দেখিয়া ধন্য হয়েন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সত্য, জ্ঞান, ও আনন্দ ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। যেখানে জ্ঞান সেখানে অল্পাধিক পরিমাণে সত্য ও আনন্দের, এবং যেখানে আনন্দ সেখানে অল্পাধিক পরিমাণে সত্য ও জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়। যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে আসিতে পারে না। কারণের শক্তিই প্রকৃতপক্ষে কার্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্কর তাহাই বলিয়াছেন,—

"কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্"।

২।১।১৮ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।

কারণের আত্মভূত শক্তি। শক্তির আত্মভূত কার্য্য।

সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ শুধু বিজ্ঞানময় নহেন, তিনি সচ্চিদানন্দময়। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক সচ্চিদানন্দময় পুরুষের প্রকাশ মাত্র। জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, তাহা এই পরম পুরুষেরই পরিচয় প্রদান করে। বিশ্বের সমুদয় আনন্দ, সমুদয় রস, ভগবানেরই আনন্দ। পঞ্চদশী তিন প্রকার আনন্দের কথা বলিয়াছেন,— ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও প্রতিবিম্বানন্দ। বাসনানন্দ ও প্রতিবিম্বানন্দ স্বয়ম্প্রভ ব্রহ্মানন্দেরই রূপান্তর মাত্র।

পঞ্চদশীতে যথা,—

ব্রহ্মানন্দঃ বাসনা চ প্রতিবিম্ব ইতি ত্রয়ম্।
অন্তরেণ জগত্যস্মিন্নানন্দো নাস্তি কশ্চন॥
তথা চ বিষয়ানন্দো বাসনানন্দো ইত্যমু।
আনন্দৌ জনয়ন্নাস্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ম্প্রভঃ॥ ৮০

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ এবং প্রতিবিম্বানন্দ, এই তিন প্রকার ব্যতীত জগতে আর আনন্দ নাই। কিন্তু প্রতিবিম্বানন্দ ও বাসনানন্দ স্বয়ম্প্রভ ব্রহ্মানন্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জগতের সমুদয় আনন্দের মূলে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম, ইহাই পঞ্চদশী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—

এষোঽস্য পরমানন্দো যোঽখণ্ডৈকরসাত্মকঃ।
অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভুঞ্জতে॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অখণ্ড একরসস্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনি এই জগতের পরমানন্দ, এই পরমানন্দের কণামাত্র জীব উপভোগ করে।

প্রকৃতিবিশ্লেষণ ও পর্য্যালোচনায় সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আভাস মাত্র পাওয়া যায়,—সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বাহিরের কিছু কিছু জানাযায় বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে কি, জানিতে হইলে ঋষিশাস্ত্র ও মহাজনগণের বাক্য অবলম্বন করিতে হইবে। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব অপ্রাকৃততত্ত্ব; বাক্য, মন ও বুদ্ধি বিফল মনোরথ হইয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসে। অক্ষম আমরা, ভয়ে ভয়ে মহাজনগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এ তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইয়াছি।

শাস্ত্র ও মহাজনগণ এক সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষকে জগতের পর তত্ত্ব আখ্যা দিয়াছেন। এই পরম পুরুষের অনন্ত শক্তি। তন্মধ্যে তিন প্রধান শক্তির কথা মহাজনগণ উল্লেখ করিয়াছেন,—চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তি তাঁহার স্বরূপ শক্তি। জীবশক্তিতে তিনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, এবং মায়াশক্তিতে তিনি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। এই জগৎ তাঁহার মায়াশক্তির পরিণতি।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠাংশ, সপ্তমাধ্যায়।

বিষ্ণুশক্তিকে পরা শক্তি বলা হয়। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তিকে অপরা এবং কর্ম্মসংজ্ঞা অন্য শক্তিকে অবিদ্যা বলা হয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়;
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়।
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি;
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥

২০শ পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা।

পরমেশ্বরের মায়াশক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যথা,—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

"ইতীয়ং যথোক্তা প্রকৃতির্মে মমৈশ্বরী মায়াশক্তিরষ্টধা ভিন্না ভেদমাগতা।"—শাঙ্করভাষ্যম্।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—আমার এই অষ্টবিধ ভিন্ন প্রকৃতি।

পরমেশ্বরের মায়াশক্তিই পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, ও অহঙ্কাররূপে পরিণত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্র বলেন,—

আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ। ১ম অধ্যায়, ৪র্থ পাদ, ২৬ সূত্র।

পরন্তু কর্ত্তার কর্ম্মত্ব কিরূপে হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, এবং নিজে অবিকৃতরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহা তাঁহার শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মসূত্রের এই সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন,—

"পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত;
অবিচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

তাই দেখা যায় যে, ভগবানের শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃত জগতের সৌন্দর্য্যের মূলে স্বয়ং ভগবান্। বেদান্তসূত্র অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্রহ্মসূত্রে যথা,—

পটবচ্চ। * ২য় অধ্যায় ১ম পাদ ১৮ সূত্র।

"যথা চ পূর্ব্বং সংবেষ্টিতঃ পশ্চাৎ প্রসারিতঃ পটস্তদ্বদ্বিশ্বমিতি" নিম্বার্কভাষ্যম্।

ব্যাখ্যা—"সংবেষ্টিত বস্ত্র যেমন প্রসারিত হয়, তদ্বৎ বিশ্ব ও অপ্রকাশ অবস্থা হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে।"—তারাকিশোর বাবুর বেদান্ত-দর্শন।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাঁজ করা বস্ত্রের ন্যায় ছিল। বিশ্বশিল্পী ভাঁজ করা বস্ত্র যেই প্রসারিত করিলেন, অমনি এই বিশ্বের সৌন্দর্য্য, কারুকার্য্য সমস্ত

* আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রসারিত পট সংবেষ্টিত পট যেরূপ অভিন্ন, তদ্রূপ কার্য্যভূত জগৎ কারণ হইতে অভিন্ন।

প্রকাশিত হইয়া পড়িল। যে বিষয় লুক্কায়িত ছিল তাহা জীবমাত্রের প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইল। যে বিশ্বশিল্পী এই মনোমুগ্ধকর পট প্রসারিত করিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার।

আমরা জড়সৌন্দর্য্য ও ললিত কলার সৌন্দর্য্যকে প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের অন্তর্গত করিয়াছি। জড়সৌন্দর্য্যে প্রাকৃত উপকরণের মধ্য দিয়া রস প্রকাশ পাইয়া থাকে। ললিত কলার সৌন্দর্য্যেও প্রাকৃত উপকরণের মধ্য দিয়া রস প্রকাশ করা হইয়া থাকে। দার্শনিক হিগেলের মতে, ললিত কলাতে প্রাকৃত উপকরণের কোন বিশেষত্ব থাকে না। প্রাকৃত উপকরণ ললিত কলারূপে আমাদের আত্মায় আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে। ললিতকলাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপকরণকে আত্মিক মূর্ত্তি দেওয়া হয়।* ভিক্টর কুজ্যাঁ বলেন,—

"শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নহে, প্রকৃতি ও প্রতিভার সাহায্যে মানব-চিত্ত যে আদর্শ সৌন্দর্য্যের কল্পনা করে, সেই সৌন্দর্য্যকে স্বাধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্পকলা।" "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল"—নামক গ্রন্থ। অন্যস্থানে ভিক্টর কুজ্যাঁ বলিয়াছেন,—

"ভৌতিক সৌন্দর্য্যের সাহায্যে কিরূপে নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যায়, ইহাই শিল্প কলার চরম উদ্দেশ্য।" "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল"—নামক গ্রন্থ।

---

*"In art, these sensuous shapes and sounds present themselves, not simply for their own sake and for that of their immediate structure, but with the purpose of affording in that shape satisfaction to higher spiritual interests, seeing that they are powerful and call forth a response in the mind from all the depths of consciousness. It is thus that, in art, the sensuous is spiritualized, *i. e.* the spiritual appears in sensuous shape."

Bosanquet's Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.

প্রসিদ্ধ কলাবিৎ সিড্‌নি কল্‌বিন্‌ (Sidney Colvin) প্রাকৃত উপকরণের সাহায্যে রস প্রকাশ ও উদ্বোধিত করাকেই কলার উদ্দেশ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।*

জড় সৌন্দর্য্যে প্রাকৃত উপকরণের মধ্য দিয়া রস প্রকাশ পাইয়া থাকে। তদ্রূপ রস প্রকাশ ও উদ্বোধন করাই ললিত কলার চরম উদ্দেশ্য। জড় সৌন্দর্য্যে জীবনের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, ললিত কলাতেও তদ্রূপই। তাই আমরা জড়সৌন্দর্য্য ও ললিতকলাকে প্রাকৃত সৌন্দর্য্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, প্রাকৃত উপকরণে সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া ললিত কলাতে সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়। প্রাকৃত উপকরণে শক্তি না থাকিলে—প্রাকৃত উপকরণে সৌন্দর্য্য না থাকিলে, ললিত কলা আদৌ জন্ম পরিগ্রহ করিত না। মানুষ যে বুদ্ধিবলে, যে প্রতিভাবলে ললিত কলার সৃষ্টি করে, সে প্রতিভা, সে বুদ্ধিও ভগবানেরই শক্তি। পরবর্ত্তী আলোচনায় প্রকাশ পাইবে যে, জীব ভগবানের ভেদাভেদ শক্তির প্রকাশ। তাই কি জড় সৌন্দর্য্য, কি ললিত কলার সৌন্দর্য্য, সমস্তই ভগবানের সৌন্দর্য্য। ভগবান্‌ ব্যতীত জগতে কোন বস্তু নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই, কোন তত্ত্ব নাই।

---

* "Fine Art is everything which man does or makes in one way rather another, freely and with premeditation, *in order to express and arouse emotion*, in obedience to laws of rhythmic movement or utterance or regulated design, and with results independent of direct utility and capable of affording to many permanent and disinterested pleasure.—"*Vide his Article on Fine Art in Encyclopedia Britannica 11th edition.*

"Art is but the employment of the powers of nature for an end." *J. S. Mill.*

Cf. In these and all other operations the office of man is, as has often been remarked, a very limited one ; it consists of moving

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে উক্ত হইয়াছে,—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥ ৪১॥

দশম অধ্যায়।

যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সুন্দর, ও বলশালী, সেই সেই বস্তু আমার শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

শ্রীচণ্ডীতে আছে,—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

যে দেবী সর্ব্বভূতে কান্তিরূপে অবস্থিত, তাঁহাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

পরমেশ্বরের আর একটি শক্তি জীবশক্তি। এই জীবশক্তিকে পর ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে বলা হইয়াছে। যথা,—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, সপ্তম অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতি অপরা। হে মহাবাহো! এই অপরা

---

things into certain places. We move objects and by doing this, bring some things into contact which were separate, or separate others which were in contact; and by this simple change of place, natural forces previously dormant are called into action, and produce the desired effect. Even the volition which designs, the intelligence which contrives, and the muscular force which executes these movements are themselves powers of Nature."—*J. S. Mill.*

প্রকৃতি হইতে ভিন্ন যে ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণা পরা প্রকৃতি সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাকে তুমি বিদিত হও।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে জীবকে পরব্রহ্মের সনাতন অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে যথা,—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এই সংসারে জীব আমারই সনাতন অংশ। এই জীব প্রকৃতিস্থিত মন সহ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

অস্থায়ী বিনাশশীল অহংবুদ্ধিই জীবের কর্ত্তৃত্বের জনক। জীব এই অহংবুদ্ধি হইতে নিজকে—'কর্ত্তা' 'স্বাধীন' বলিয়া মনে করে। কিন্তু যখন অহংবুদ্ধি চলিয়া যায় তখন সে দেখিতে পায় প্রকৃতপক্ষে তাহার কোন ক্ষমতাই নাই। তাহার ক্ষমতা পরায়ত্ত। ব্রহ্মসূত্রে আছে,—

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ॥ ২য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ১৯ সূত্র।

জীবের কর্ত্তৃত্বাদি সমস্তই পরমাত্মার অধীন শ্রুতি ইহাই বলিয়াছেন। ভগবান্ যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন,—

"Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit."

St. John, Chapter 3.

আমি সত্য সত্যই তোমাকে বলিতেছি যে গম মাটিতে পড়িয়া না

মরিলে শুধু উহাই জীবিত থাকে। কিন্তু উহা মরিলে, উহা হইতে অনেক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। *

খৃষ্টের অনুকরণ নামক গ্রন্থে আছে,—

"Alas! the old man still lives in me—is not yet entirely crucified, is not yet completely dead; he still lusts strongly against the spirit. The inner war goes on, and the kingdom of my soul is not suffered to be at rest." *Of the Imitation of Christ.*

হায়! সেই বৃদ্ধ মানব (আমিত্ব) এখন পর্য্যন্ত আমাতে বাস করিতেছে—এখন পর্য্যন্ত ক্রুশবিদ্ধ হয় নাই। এই মানুষ আমার আত্মার বিরুদ্ধে বিশেষভাবে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে; আন্তরিক যুদ্ধের বিরাম হয় নাই। আমার আত্মার রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—

"মানুষের ভিতরে কাঁচা আমি ও পাকা আমি,—এই দুই রকমের আমি আছে। অহঙ্কারী আমি কাঁচা আমি। এ আমি মহাশত্রু, ইহাকে সংহার করা চাই। দ্বিতীয় নীচ আমি অর্থাৎ দীন আমি। ইহাকে

---

* বাইবেলের অন্য স্থানে আছে,—

"Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he can not see the kingdom of heaven." *St. John, Chapter* 3.

পাকা আমি বলা যায়, এ আমি থাকিবে। ইহা মিত্র, ইহাকে শত্রুর মধ্যে গণ্য করা যায় না। রসুন শিলে পিষিলে সেই শিল পুনঃ পুনঃ ধুইলেও যেমন তাহার দুর্গন্ধ যায় না, তদ্রূপ অহঙ্কারী আমির দুর্গন্ধ কিছুতেই দূর হয় না। যখন এই আমি যাবে তখনই মুক্তি হবে। শিব যখন শব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনই কালী তাঁহার বুকের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। যখন তিনি শিঙ্গাডুমুরু বাজাইয়া বেড়াইতেন তখন তাঁহার বক্ষে আনন্দময়ী কালী ছিলেন না। এই প্রকার আমিত্বের বিনাশ হইলে মানুষ যখন শব সদৃশ হয়, তখনই হৃদয়ে সচ্চিদানন্দ হরি উদিত হন।" নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্‌রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের উক্তি।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তি প্রভুকে পায়, সে আর আপনার অস্তিত্ব রাখিতে চায় না—প্রভুকেই রাখিতে চায়। তাহার কিছুই থাকে না। 'কর্ত্তা আমি,' 'জ্ঞানী আমি,' সকল যায়; কেবল 'দাস আমি' বর্ত্তমান থাকে।" —"বক্তৃতা ও উপদেশ" নামক গ্রন্থ।

সুতরাং দেখা যায় যে ভগবানের দর্শনের পর "কর্ত্তা আমি," "জ্ঞানী আমি" চলিয়া যায়, শুধু "দাস আমি" বর্ত্তমান থাকে।

এস্থলে একটী কথা উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি। পাশ্চাত্য অধিকাংশ দর্শনই জীবের কর্ত্তৃত্ব, জীবের অহংবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঋষিশাস্ত্র ও মহাজনগণ বলেন যে, জীবের কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি অস্থায়ী, বিনাশশীল। সুতরাং তাঁহারা যে ভিত্তির উপর তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্রের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট স্থির ভিত্তি বলিয়া বোধ হয় না। মহাজনগণের উপদেশের আলোকে তাঁহারা তাঁহাদের ভিত্তিসম্বন্ধে পুনরালোচনা করিয়া দেখেন, ইহাই প্রার্থনা।

আমরা বলিতেছিলাম যে, প্রকৃত অবস্থা লাভ হইলে জীবের কর্ত্তৃত্ববোধ চলিয়া যায়। তখন দেখা যায় যে, জীব ভগবানের 'ভেদাভেদপ্রকাশ'। জীব-সৌন্দর্য্যের মূলে জীব। জীবই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জীবদেহের শোভাসম্পৎ বিধান করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাহাই বলিয়াছেন,—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হে ভারত, যেমন একমাত্র সূর্য্য এই লোকসমুদয় প্রকাশ করে, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ সমুদয় ক্ষেত্রকে প্রকাশ করে।

জীবাত্মা জীব-সৌন্দর্য্যের কারণ। প্রাকৃত উপকরণের কোন সৌন্দর্য্য নাই, এ কথা বলি না। কিন্তু জীবই প্রাকৃত উপকরণরাশিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, উপযুক্তরূপে সন্নিবেশিত করিয়া, জীবদেহের শোভা বিধান করে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জীব-শক্তি ভগবানের শক্তি, জীব ভগবানের "ভেদাভেদ" প্রকাশ।* সুতরাং জীবসৌন্দর্য্যের মূলেও পরমেশ্বরেরই শক্তি বিদ্যমান। পরমেশ্বরই জীবসৌন্দর্য্যের মূলকারণ। জীবসৌন্দর্য্যকে আমরা প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য নামে অভিহিত করিয়াছি। জীবের প্রাকৃত দিক্ও আছে, অপ্রাকৃত দিক্ও আছে। জীবের প্রাকৃত দিক্ প্রাকৃত বুদ্ধির গোচর, কিন্তু জীবের অপ্রাকৃত দিক্ বুদ্ধি-গম্য নহে। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা কিছু জানা যায় না,—ইহা

---

* "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥২॥
ত্রয়োদশ অধ্যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জার্ম্মান্ দার্শনিক কাণ্ট্ বলেন,—

"Thus if Materialism was inadequate to explain my existence, Spiritualism is equally inadequate for that purpose, and the conclusion is, that, in no way whatsoever can we know anything of the nature of our soul, so far as the possibility of its separate existence is concerned." *Critique of Pure Reason, Transcendental Dialectic, Book III, Chapter. I.*

জড়াত্মবাদ যদি আমাদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হয়, আত্মবাদও আমাদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করিতে তদ্রূপই অসমর্থ। তাই ইহাই বলিতে হয় যে, আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ভাবে কিরূপে থাকিতে পারে, তদ্‌সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিতে পারি না।

গণিতশাস্ত্রবিৎ ইউলার বলেন,—

"From whatever point of view," says Euler, "we consider that close union between soul and body which constitutes the *essence* of a living man, it will always remain inexplicable by philosophy." *Letter to a German Princess, 2nd Part, I, 93.*

ইউলার বলেন যে ভাবেই আমরা আত্মা ও দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয়, জীবিত মনুষ্যের মানবত্বের বিষয়ে, চিন্তা করি না কেন, উহা চিরকালই দর্শনশাস্ত্রের অবোধ্য থাকিবে।

প্রকৃত পক্ষে চিন্তা দ্বারা, বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা, স্নায়ুশৃঙ্খলার অতীত আত্মার বিষয় জানা যায় না। যতই চিন্তা করিবে, শুধু "নেতি"

উত্তর পাইবে। তবে কি আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব জানা যায় না? তবে কি আমরা চিরকালই আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্ধ থাকিব? মানব ভয় নাই। ভগবান্ আত্মাকেও জানিবার বিধান করিয়াছেন। সে বিধানই যোগ। যোগদ্বারা আত্মার প্রকৃতি জানা যায়। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে উক্ত হইয়াছে,—

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১১॥

পঞ্চদশাধ্যায়।

যোগিগণ প্রযত্ন দ্বারা নিজ নিজ দেহস্থিত আত্মকে দর্শন করেন, কিন্তু মলিনচিত্ত অবিবেকিগণ যত্ন কবিয়াও আত্মকে অবলোকন করিতে পারে না!

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"জড়বস্তু দর্শনের জন্য শরীরের চক্ষু আছে। চেতনদর্শনের জন্য আত্মার চক্ষু আছে; যোগবলে সেই চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্য যোগিগণ স্ত্রী পুরুষের আত্মা এক প্রকার কি ভিন্ন প্রকার বলিয়া দিতে পারেন।"—অশাবতীর উপাখ্যান।

সুতরাং দেখা যায় যে জীবের একটা প্রাকৃত দিক্ এবং একটা অপ্রাকৃত দিক্ আছে। এই জন্যই আমরা আত্মার সৌন্দর্য্যকে প্রাকৃতা-প্রাকৃত নামে অভিহিত করিয়াছি।

পরমেশ্বরের চিচ্ছক্তিই স্বরূপশক্তি *। এই শক্তি সচ্চিদানন্দময়।

---

* "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ (৩।৯।২৮)
"সত্যং জ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম"—সর্ব্বোপনিষৎসার
"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (২।১।১)

এই শক্তি এত সুন্দর, এত মধুর যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিজ্ঞানচক্ষু—ভক্তি-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে ভগবানের এই অমৃতময় রূপ দর্শন করা যায়।

মুণ্ডকোপনিষৎ বলেন ;—

তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥ ৭, দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ড।

যিনি আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতেছেন সেই পর ব্রহ্মকে ধীর ব্যক্তিগণ বিজ্ঞানদ্বারা দর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে,—

"সৎ, চিৎ, আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ,
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ;
চিদংশে সম্বিত, যারে কৃষ্ণ করি মানি।

মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ বলিতেন,—

"অখণ্ড সচ্চিদানন্দ কোটি কোটি সুখের জমাট বাঁধা, তাঁহাকে যাঁহারা সম্ভোগ করেন, তাঁহাদের আর বিষয় লালসা থাকে না।"—নব-বিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত শ্রীমৎরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"তিনি সচ্চিদানন্দ। তাঁহার রূপ আছে। সে রূপ নিত্য রূপ। সে রূপ সচ্চিদানন্দময়। জ্ঞানচক্ষু—ভক্তিচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে পরমেশ্বরের নিত্যরূপ দর্শন করা যায়। যতদিন তাঁহার নিত্যরূপ দর্শন না হয়, ততদিন

তাঁহাকে সাকার, নিরাকার বলিয়া যাহা প্রকাশ করিবে তাহা তোমার কল্পনা অথবা শোনা কথা। চিরকাল ভক্ত সাধকগণ ভগবানকে দর্শন করিয়া অপার ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সেই রূপমাধুরী যে একবার দেখিয়াছে, সে আর ভুলিতে পারে না।”

আশাবতীর উপাখ্যান।

ভগবানের এই চিচ্ছক্তিই সাধনাভেদে ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্‌রূপে প্রকাশ পান।* এই চিচ্ছক্তি জ্ঞানীর নিকট জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে, যোগীর নিকট অনন্ত সত্যানন্দ চিদাত্মস্বরূপ পরমাত্মরূপে, এবং ভক্তের নিকট সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপেপ্রকাশিত হন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে যথা,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্‌।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ ১।২।১১

শ্রীচৈতনচরিতামৃতে এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে,—

“অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্‌ তিন তাঁর রূপ॥”

মহাজনগণ বলেন যে ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা পরমাত্মার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ; পরমাত্মার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভগবানের সৌন্দর্য্য অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম ও পরমাত্মার সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত, ভগবানের সৌন্দর্য্য শুদ্ধ মাধুর্য্যময়। তাই যিনি ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাঁহার নিকট

---

* জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্‌ ত্রিবিধ প্রকাশে॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ব্রহ্মানন্দসুখ গোষ্পদতুল্য বোধ হয়।* এই কথাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে,—

"ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥"

মধ্যলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এই পরম পুরুষ ভগবান্‌রূপে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। ভগবানের বিগ্রহ মূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের পর প্রকাশ। ইঁহা অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি। ইঁহার তুল্য কিছু নাই, ইঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। এ মাধুরী যে দেখিয়াছে সে মজিয়াছে, সে চিরকালের তরে নিজকে বিকাইয়াছে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশই সৌন্দর্য্য। সুন্দর বস্তু অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ দ্বারা আমাদের অন্তরে রস জাগায়। এই পরম পুরুষ প্রাকৃত উপকরণ সমূহের শৃঙ্খলা বিধান করেন বলিয়াই প্রাকৃত জগৎ মধুর, মনোমুগ্ধকর। এই পরম পুরুষ প্রাকৃত উপকরণের মধ্য দিয়া স্বীয় মাধুর্য্য প্রকাশ করেন বলিয়াই প্রাকৃত পদার্থ রসশালী। পরমেশ্বরই প্রাকৃত জগতের রচনা

---

* ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধি স্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্ গুরো॥
হরিভক্তি সুখোদয়।
ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূর্ব্ব বিভাগ, ১ম লহরী।

ও সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব।* যেখানে শৃঙ্খলা, যেখানে পরিমাণ, যেখানে রসের যথোচিত সন্নিবেশ, সেখানেই আমরা সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। অরণ্যের মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলে আমরা আকৃষ্ট নাও হইতে পারি। কিন্তু যদি উহাতে কৌশল-কারুকার্য্য, সৌন্দর্য্য, দেখিতে পাই, তখনই আমরা মুগ্ধ হই। ইহা কোথা হইতে আসিল, অবশ্যই কোন ভাল শিল্পী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এরূপ ভাব মনে উপস্থিত হয়। অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি একটি বৃন্তচ্যুত ফুল দেখি, বা কতকগুলি ফুল ছড়ান রহিয়াছে দেখিতে পাই, সে দিকে মন নাও যাইতে পারে, কিন্তু এক ছড়া ফুলের মালা গাঁথা দেখিলে, সেই দিকে মন ধাবিত হয়। তখন আমরা মনে করি, কোন মালাকার ইহা গাঁথিয়াছে, ইহা আপনা আপনি হয় নাই। একটি তৃণ লইয়া দেখিলে অজ্ঞ ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারে না; কিন্তু যিনি উদ্ভিদ্‌বেত্তা, তিনি উহাতে কত কৌশল, কত সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রগ্রহোপগ্রহগণের মধ্যে যে শৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে, বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেক জড়-পরমাণুতে সেই

---

* *Cf.*—"Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin:

29 And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

30 Wherefore, *if God so clothe the grass of the field*, which to-day is, and to-morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith?" *St. Matthew, Chapter 6.*

Cf. Also: "In the world of knowledge the Idea of good appears last of all, and is seen only with an effort; and when seen is also referred to the universal author of all things beautiful and right, parent of light and of the lord of light in the visible world, and the immediate source of reason and truth in the intellectual." Plato's *Rep. VII, 517a*

শৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক্ হইতেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই অল্লাধিক পরিমাণে শৃঙ্খলা, অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়। বিশেষত্বের চক্ষে দখিতে শিখ, দেখিবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা, উপকরণসমূহের যথোচিত সন্নিবেশ বিদ্যমান রহিয়াছে; এমন কি তুচ্ছ জড়কণার অঙ্গ-সমূহের যথোচিত সন্নিবেশ দেখিয়া বিশ্বশিল্পীর ভূয়সী প্রশংসা করিবে।

ললিতকলার সৌন্দর্য্য প্রাকৃত সৌন্দর্য্য। ললিতকলা ভাবরসের রাজ্য —ভাবই ললিতকলার মূলতত্ত্ব। ভাব কথাদ্বারা পণ্ডিতগণ কোন অস্থায়ী সত্তাকে লক্ষ্য করেন নাই। ভাব স্থায়ী পদার্থ। আলঙ্কারিকগণ ৯টি এবং ভক্তি-শাস্ত্রকারগণ ১২টি ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ললিত-কলাতে প্রস্তর, বর্ণ, বাক্য প্রভৃতি স্থূল উপকরণের সাহায্যে আন্তরিক ভাবকে বাহ্যিক মূর্ত্তি দেওয়া হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে ললিত কলাতে প্রাকৃত উপকরণের মধ্য দিয়া মানবের প্রতিভা, রসরাজ্যের বিকাশ করিয়া থাকে। প্রাকৃত উপকরণের সৌন্দর্য্য পরমেশ্বরের তেজোংশসম্ভূত। মানবের প্রতিভা তত্ত্বতঃ ভগবানেরই শক্তি। সুতরাং ললিতকলা তত্ত্বতঃ ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ।

প্রাকৃত জগৎ ছাড়িয়া প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যরাজ্যে উপনীত হওয়া থাক্। তথায় আমরা কি দেখিতে পাই? তথায়ও সেই এক বিধানই দেখা যায়। জীবসৌন্দর্য্য প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য। প্রাকৃত উপকরণের মধ্যে দিয়া জীব নিজ প্রভা, নিজ সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। জীবসৌন্দর্য্যের প্রাকৃত দিক্ শক্তির কার্য্য—উহা ভগবানের তেজোংশ-সম্ভূত। জীবের অপ্রাকৃত দিক্—ভগবানের জীব শক্তির প্রকাশ। জীব সচ্চিদানন্দ কণা, ভগবানের ভেদাভেদপ্রকাশ। এই জীবশক্তি প্রাকৃত উপকরণের মধ্য দিয়া প্রকাশ পায় বলিয়া জীব এত সুন্দর, জীব এত মধুর।

অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যই সমস্ত সৌন্দর্য্যের কারণরূপে বিদ্যমান।* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"হে পরমাত্মন্! তোমার সৌন্দর্য্য যেন আমরা চিরদিন হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকি। তারা, বিভাকর, সুধাকর, বিদ্যুৎ, তুমি এ সকল জ্যোতিরই জ্যোতি। তোমার জ্যোতিতেই এ জগৎ-সংসার উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। তুমি আমাদের চক্ষুর জ্যোতি; তুমি আমাদের আত্মার জ্যোতি। তুমি জ্যোতির জ্যোতি; সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্য।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (১৬৪—১৬৫)।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের "বক্তৃতা ও উপদেশে" আছে,— "পরমেশ্বরের তুল্য আর সুন্দর কে? তিনি, আপনার কণিকামাত্র সৌন্দর্য্যে প্রকৃতিকে ঢাকিয়াছেন, তাহা দেখিয়াই আমরা মুগ্ধ হই।"

পরম পুরুষই প্রাকৃত, প্রাকৃতাপ্রাকৃত, ও অপ্রাকৃত সমস্ত শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের স্বরূপ, নিখিল সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব। সৌন্দর্য্যের উপকরণ তিনি, সৌন্দর্য্যের গঠন তিনি, সৌন্দর্য্যের রস তিনি। তাঁহারই শক্তি সমস্ত সুন্দর বস্তুতে যথোচিত সন্নিবেশরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারই রস, তাঁহারই আনন্দ, সুন্দর বস্তুর রসরূপে, আনন্দরূপে প্রকাশ পায়। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, তদ্বৎ তাঁহাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রথিত

Cf.—"............There is an absolute beauty and goodness, an absolute essence of all things...... For there is nothing which, to my mind, is so patent as that beauty, goodness......have a most real and absolute existence." *Plato's Phaedo, 77.*

"The true, the good and beautiful are but forms of the Infinite; what then do we really love in truth, beauty and virtue? We love the Infinite himself. The love of the Infinite substance is hidden under the love of its forms." *Victor Cousin.*

আছে। পট যেমন তন্তুর অঙ্গরূপে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত এই বিশ্ব সংসারে তিনি সেইরূপ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান আছেন।* পরমেশ্বর স্বয়ং অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য, অপ্রাকৃত ধাম। উপনিষদে তাঁহাকে "পরম লোক" "পরম সম্পৎ" "পরম আনন্দ" বলা হইয়াছে। তিনিই ইহলোক, তিনিই পরলোক। ইহলোকে যাহা কিছু সুন্দর, তাহা তাঁহারই সৌন্দর্য্য। পরলোকে যাহা কিছু সুন্দর, তাহা তাঁহারই সৌন্দর্য্য। প্রাকৃত, প্রাকৃতাপ্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব তিনি, উৎস তিনি, স্বরূপ তিনি। ঋষিশাস্ত্র এই তত্ত্বই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন।

কঠোপনিষৎ বলেন,—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
> নেমা বিদ্যুত ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ ১৫॥

সে স্থানে সূর্য্য বা চন্দ্রতারকা প্রকাশ পায় না, বিদ্যুতের তেজও তথায় প্রকাশ পায় না, অগ্নি কিরূপে পাইবে? সেই স্বপ্রকাশ ভগবানের প্রকাশেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়া থাকে, সূর্য্য প্রভৃতি তেজোজাতের প্রভা ভগবানেরই প্রভা।

বৃহদরাণ্যকোপনিষদে আছে,—

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোকো এষোঽস্য পরম আনন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি॥"

---

* নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং বিশ্বং তন্তুবঙ্গ যথা পটঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, ১৫ অধ্যায়।

ইহাই জীবের পরম গতি, ইহাই জীবের পরম সম্পৎ, ইহাই পরম আনন্দ। এই আনন্দের কণা মাত্র লাভ করিয়া অন্য জীব সমূহ আনন্দ করিতেছে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে আছে,—

রসোবৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥ দ্বিতীয় বল্লী।

ভগবান্ রসস্বরূপ। ভূতসমূহ তাঁহার রস লাভ করিয়া আনন্দিত হয়। উপনিষদের মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়াই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মজ্ঞঃ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধানন্দী ভবতি নান্যথা॥

ব্রহ্মজ্ঞ পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, আত্মবিৎ শোক হইতে উত্তীর্ণ হয়। রসস্বরূপ ব্রহ্মের রস লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়; ইহার অন্যথা নাই।

অপ্রাকৃত ধামের তিনটি কক্ষ,—ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্। ব্রহ্মের আনন্দ অপেক্ষা পরমাত্মার সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, পরমাত্মার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভগবানের সৌন্দর্য্য অশেষ গুণে শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ জীবের পরম গতি, পরম শান্তি। ভগবদ্‌সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্যের চরম সীমা, সৌন্দর্য্যের শেষ অভি-ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মহাভাবে মাতিয়া সনাতনকে এই পর সৌন্দর্য্যের, এই পর রসতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন,—

"কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সর্ব্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি,
তাঁর শক্তি লোকে দেখাইতে।
ঐ রূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, একবিংশ পরিচ্ছেদ।

আর একটি কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব।

প্রাগুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বস্তুর অঙ্গসমূহের যথোচিত সন্নিবেশের উপর বস্তুর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। বস্তু সুন্দর হইতে হইলে তাহার ধারণাযোগ্য, সীমাবদ্ধ গঠন থাকা চাই। যে বস্তু আমরা ধরিতে পাই না, ছুঁইতে পাই না,—তাহা কখনই সুন্দর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বস্তুর অসীমত্ব, বৃহত্ব প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধের বিরোধী। এরিষ্টটল, প্লটিনাস, বর্ক, কাণ্ট, হামিণ্টন, কুঁজ্যা, সেলিঙ্, এমন কি হিগেল পর্য্যন্ত এ কথার যথার্থ্য স্বীকার করিয়াছেন। * জার্ম্মান্ দার্শনিক হিগেল বলেন,—

---

* *Cf.* "Beauty in its ultimate or metaphysical character is an expression, a shining forth, of spirit in some *particular form or shape.*" *Plotinus.*

"Beauty is the idea in the form of *limited* appearance." *Theodor Vischer.*

"The beautiful is the entrance of the universal or of the Essence into the *limited and finite* that is, the cancelling or annulling of truth." *Weisse.*

"The beautiful is the infinite represented in *finite* form." *Schelling.*

"Beauty consists in a *certain* size and arrangement of parts." *Vide Aristotle's Poetics.*

"The beautiful is the shining of the idea through a sensuous medium (stone, colour, sound, verse); the realization of the idea in the form of a *finite*, manifestation." *Schwegler's History of Philosophy.*

উপকরণরাশির (প্রস্তর, বর্ণ, স্বর, ছন্দোময়পদ) মধ্য দিয়া প্রজ্ঞার সীমাবদ্ধ প্রকাশই সৌন্দর্য্য।

ভিক্টর কুজ্যাঁ বলেন,—

"সেই জিনিষ সুন্দর যাহার একটা শেষ আছে, যাহা গণ্ডিবদ্ধ, যাহা সীমাবদ্ধ, এবং আমাদের সমস্ত বৃত্তি যাহাকে সহজে ধরিতে পারে; কেন না, উহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা যথাযথ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে। এবং সেই বস্তু মহান্ যাহার আকার এত বৃহৎ—(অবশ্য বেমানান্ নহে—বৃহৎ বলিয়া শুধু ধরিতে পারা কঠিন) যে সেই বৃহত্ব আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত করে।" "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল"—নামক গ্রন্থ।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে বস্তু সুন্দর হইতে হইলে উহাকে সীমাবদ্ধ, গণ্ডিবদ্ধ হইতেই হইবে। যাহা অসীম, যাহা অনন্ত তাহা প্রকৃতপক্ষে সুন্দর হইতে পারে না। তাহাতে আনন্দ থাকিতে পারে কিন্তু ঐ আনন্দ প্রকৃত সৌন্দর্য্য বা আনন্দ নহে। সুনীল আকাশ, তরঙ্গায়িত অতল সমুদ্র, অভ্রভেদী হিমালয় আমাদের মনে অদ্ভুত রসের সঞ্চার করে বটে, কিন্তু ইহাদের বৃহত্ব প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধের প্রতিবাদী।* ভিক্টর কুজ্যাঁ যথার্থ ই বলিয়াছেন,—

* "It (the sublime) is incompatible with charms; and as the mind is not merely attracted by the object, but continually in turn repelled, satisfaction in the sublime does not so much contain positive pleasure as admiration or respect." *Kant.*

"তারকাখচিত আকাশ, বিশাল সমুদ্র, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত—এই সমস্ত দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই বটে, কিন্তু তাহার সহিত একটা বিষাদের ভাবও মিশ্রিত থাকে। তাহার কারণ, সমস্ত জগতের ঐ সকল পদার্থ বাস্তবিক সসীম হইলেও আমাদের নিকট অসীম বলিয়া মনে হয়; কেন না, উহাদের অপরিমেয়তা আমরা ধারণ করিতে পারি না; এবং যাহা বাস্তবিক অসীম, তাহাকে অনুকরণ করিতে গিয়া আমাদের অন্তরে অনন্তের ভাব উদ্বোধিত হয়; এই অনন্তের ভাব যেমন একদিকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করে, তেমনি অপরদিকে আমাদিগকে নীচে নামাইয়া বিনম্র করিয়া তুলে।" "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল"—গ্রন্থ।

সান্ত ধারণাযোগ্য পদার্থের সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ; বৃহৎ লোকাতিগম পদার্থের সহিত অদ্ভুতরসের সম্বন্ধ। প্রকৃত সৌন্দর্য্য আমাদিগের অন্তরে অমৃতধারা সিঞ্চন করে। প্রকৃত সৌন্দর্য্যে বিষাদ নাই, ভীতি নাই, নিরানন্দ নাই। তাহার সমস্তই মধুময়,। অদ্ভুতরস ঐশ্বর্য্যমিশ্রিত। তথায় আনন্দ আছে বটে, কিন্তু ঐ আনন্দ ভীতি-বিমিশ্রিত। অদ্ভুতরসের আলম্বন বৃহত্ব, লোকাতিগম পদার্থ। ইহার আলম্বনের বৃহত্ব, অনন্তত্ব, আমাদের ভীতির, নিরানন্দের কারণস্বরূপ হয়। পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্য ও অদ্ভুতরসের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন।

কাণ্ট বলেন,—

"The beautiful calms and pacifies us; the sublime brings disorder into our faculties; it produces discord between the reason, which conceives the infinite, and the imagination which has its fixed limits." *Weber's History of Philosophy.*

সৌন্দর্য্য আমাদিগকে আরাম দেয়, শান্ত করে, কিন্তু অদ্ভুতরস আমা-

দের মনোবৃত্তির মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে, বুদ্ধিবৃত্তি ও সসীম কল্পনা-বৃত্তির মধ্যে বিরোধ জন্মায়।

হেমিল্‌টন বলেন,—

"The feeling of pleasure in the sublime is essentially different from our feeling of pleasure in the beautiful. The beautiful awakens the mind into a soothing contemplation, the sublime raises it to a strong emotion."

সৌন্দর্য্যজ আনন্দ ও অদ্ভুত রস দুইটি পৃথক্ ভাব। সৌন্দর্য্য আমাদের মন শান্ত করে, অদ্ভুত রস আমাদের মনে প্রবল ভাবের উদয় করিয়া দেয়।

মেক্‌কস্ বলেন,—

"Every one feels that the sentiment of the sublime differs from that of the beautiful. The one pleases and delights, the other overawes and yet elevates."—*M' Cosh, Emotions.*,

সৌন্দর্য্য অদ্ভুতরস হইতে পৃথক্ রস। সৌন্দর্য্য-স্পৃহা আমাদিগকে বিশুদ্ধ আনন্দ প্রদান করে, কিন্তু অদ্ভুতরস আমাদিগের মনে ভীতির সঞ্চার করে অথচ আমাদিগকে উচ্চতার দিকে লইয়া যায়।

আর প্রমাণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। অদ্ভুতরস্ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রভেদ আছে ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। * এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে ব্রহ্মের অনন্তত্ব প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধের বিরোধী কি না?

---

* 1. "I mean by the sublime, as I meant by the beautiful, a feeling of mind ; though, of course, a very different feeling." *Smith, Moral Philosophy p. 214.*

2. "Sublime (Lat. sublimis, lofty) is an aesthetic value in which the primary factor is the presence or suggestion of trans-

ব্রহ্ম অনন্ত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ঋষিগণ তাঁহাকে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেই সর্ব্বকারণ

---

cendent vastness or greatness, as of power, heroism, extent in space or time." *Prof. Baldwin's Dictionary of Philosophy and Psychology.*

3. "According to Burke it is caused by 'a mode of terror or pain,' and is contrasted with the beautiful—not a part of it."

4. "Anything which elevates the mind is sublime, and elevation of mind is produced by the cotemplation of greatness of any kind ; but chiefly, of course, by the greatness of the noblest things. Sublimity is, therefore, only another word for the effect of greatness upon the feelings." *Vide Ruskin's Modern Painters.*

5. "Bradley defines the sublime as a species of the beautiful : A large part of its effect is due to the general nature of Beauty. Its differentia is *greatness* : 'exceeding or overwhelming greatness'." *Vide Mr. Bradley's Oxford Lectures on Poetry, 1909.*

6. "What is sublime is the expression of desire or power to triumph in one's own destruction." *Hegel.*

7. "Theodor Vischer defines the sublime to be the sundering of the aesthetic idea and its sensuous image from the state of unity constituting the beautiful, the idea reaching as the infinite over against the finite of the image." *Encyclopedia Britannica, 9th edition.*

8. "Sublimity and tenderness are only the vanishing-points of the line of beauty." *Schleiermacher.*

9. "Sublimity is not something opposed to beauty but the working out of the opposition between beauty and its infinite negation." *Weisse.*

10. "অতএব দেখ, এই দুই প্রকার ভাব, সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ; একটি বিশেষরূপে 'সুন্দর' এবং অপরটিকে 'মহান্' বলা যায়।"—ভিক্টর কুঁজ্যা।

অনাদি পুরুষ অনন্তকোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রহিয়াছেন! তাঁহার তুলনায় মানুষ তুমি কত ক্ষুদ্র! তুমি পৃথিবীস্থ সমুদ্র, অত্যুচ্চ পর্ব্বত প্রভৃতি যে সব বৃহৎ বস্তুর বৃহত্ব ধারণা করিতে অক্ষম হইতেছ, পৃথিবীর তুলনায় এই সব বৃহৎ বস্তু কত ক্ষুদ্র! তুমি যে পৃথিবীকে বৃহৎ বলিয়া মনে করিতেছ, তাহাও অনন্তের তুলনায় এক বালুকণারও সমান নহে! প্রকৃতিবিজ্ঞান কি বলে দেখুন,—

"রাত্রিকালে আমরা যে সকল জ্যোতির্ম্ময় তারকা দেখিতে পাই, তাহারা এক একটি সূর্য্য। আমাদের সূর্য্যও একটি ক্ষুদ্র তারকা মাত্র; অনেক তারকা ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর। সহজ দৃষ্টিতে আমরা ছয় হাজারের অধিক তারা দেখিতে পাই না; কিন্তু দূরবীক্ষণ-গোচর তারার সংখ্যা কয়েক কোটি। দূরবীক্ষণেরও অগোচর কত তারা জগতে রহিয়াছে কে বলিতে পারে? এই জগৎ অতি বিশাল। আমাদের সূর্য্যটির আয়তন পৃথিবীর বার লক্ষ গুণ। পৃথিবী হইতে এই সূর্য্যের দূরত্ব নয় কোটি বিশ লক্ষ মাইল। যে কয়েকটি তারার দূরত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী তারা হইতে আলো আসিতে সওয়া চারি বৎসর অতীত হয়; আলোকের বেগ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। পরস্পর এইরূপ কিংবা ইহা অপেক্ষাও অধিক ব্যবধানে রহিয়া কত কোটি তারকা অবস্থিত আছে; মনে কর এই জগৎ কত বড়! দূর-বীক্ষণগোচর সুদূর প্রদেশের অনেক তারকা হইতে আলোক আসিতে বহু শত বৎসর অতিক্রম হইতে পারে!

এই অসংখ্যেয় তারকার মধ্যে আমাদের তারকাকে অর্থাৎ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, উরেনস, নেপচুন,— এই আটটি বড় বড় গ্রহ, এবং বহু শত ছোট ছোট গ্রহ স্ব স্ব পথে নির্দ্দিষ্ট বেগে ভ্রমণ করিতেছে। আবার বৃহত্তর গ্রহকতিপয়ের পার্শ্বে কতকগুলি

উপগ্রহ নিয়মিত পথে ঘুরিতেছে। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জ সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণশীল। এই গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু ও উল্কাপুঞ্জে বেষ্টিত সূর্য্যকে লইয়া জগতের যে অংশ, তাহারই নাম সৌর জগৎ। সূর্য্য ইহার কেন্দ্রস্থ। বৃহস্পতি সকল গ্রহের বড়; নেপচুন সর্ব্বাপেক্ষা দূরস্থ; সূর্য্য হইতে নেপচুনের ব্যবধান পৃথিবীর ব্যবধানের ত্রিশগুণ।" *

ভালরূপে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত দূরের কথা, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বৃহত্বই আমরা ধারণ করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। পৃথিবীর কেন, পৃথিবীর সামান্য অংশ ভারতবর্ষেরও বৃহত্ব আমরা ভাবিলে বিহ্বল হইয়া পড়ি। যিনি ত্রিভুবনের পতি যাঁহাকে অনন্ত বলিতেছি, তাঁহার সহিত তুলনায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও ত কিছুই নয়। এমন যে তিনি তাঁহার বিষয় মানুষের মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব কিছুই জানিতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে ভগবানের অনন্তত্ব ধারণ করিবার শক্তি কোন মানবের নাই। ইহা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ইচ্ছা মাত্র। মানব! তুমি চিন্তা কর না বলিয়া মনে করিতেছ যে অনন্তের উপাসনা হয়। অনন্তের উপাসনা কথার কথা মাত্র। প্রকৃত পক্ষে সান্তেরই উপাসনা হয়। যে বলে অনন্তের উপাসনা হয়, সে অনন্ত কি ভাবিয়া দেখে নাই। পরমেশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া তাঁহার নাম "ব্রহ্ম"। নর-নারায়ণ অর্জ্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন, ভগবদ্কৃপায় ভগবানের অনন্তরূপ যখন তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল, তখন তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে বিশেষ ভীতির সঞ্চার হইল। † ভগবানের অনন্তত্ব ধারণ

---

* শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "প্রকৃতি" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

† *Cf.* Burke: "Indeed, terror is in all cases whatsoever, either

করিতে অক্ষম হইয়া উহা সংগোপন করিয়া মানুষী মূর্ত্তি ধারণ করার জন্য তিনি সানুনয়ে প্রার্থনা করিলেন,—

"অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥" ৪৫ ॥ একাদশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।

"হে দেব, অদৃষ্টপূর্ব্ব তোমার রূপ দেখিয়া আমি হৃষ্ট হইতেছি, অথচ ভয়ে আমার মন প্রব্যথিত; অতএব তোমার সেই রূপ আমায় দেখাও, হে দেব, হে জগন্নিবাস প্রসন্ন হও।"

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার নিজের জীবনের একটি ঘটনা এইরূপ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন,—

"একদিন ঠাকুর বাগানে আমায় ছুঁয়ে দিয়েছিলেন; তা প্রথম দেখ্‌লুম, ঘরবাড়ী, দোর; দালান, গাছ-পালা, চন্দ্র সূর্য্য সব উড়ে যাচ্ছে —চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে—অণু-পরমাণু হয়ে আকাশে লয় পেয়ে যাচ্ছে। ক্রমে আকাশও লয় পেয়ে গেল—তারপর আর কিছুই স্মরণ নাই; ভয় হয়েছিল—ক্রমে আবার দেখ্‌লুম, ঘরবাড়ী, দোর দালান। আর একদিন—আমেরিকার একটী Lake এর ধারে ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল।" স্বামীজি শিষ্য-সংবাদ, ১৩১১, ১৫ই বৈশাখ, উদ্বোধন।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগরে পড়িয়া আমি কূল-কিনারা না পাইয়া

---

more openly or latently, the ruling principle of the subline."
Burke's Essay on the Sublime and the Beautiful.

হাবুডুবু খাই। লীলাময় হরিকে প্রাপ্ত হইয়া কূল পাই।" * নব-বিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত শ্রীমৎ-রামকৃষ্ণপরমহংসের উক্তি।

প্রকৃত কথা এই যে অনন্তের সহিত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য কি মধুর কোন রসের সম্বন্ধই স্থাপিত হইতে পারে না। যাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না, ছুঁইতে পারা যায় না, যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, যাঁহার অনন্তত্ব বাক্য মনোতীত, যিনি সম্ভব, প্রলয় ও পালনের বিধাতা, তাঁহার সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আদৌ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কথা ভাষায় বলিতে গেলে শুধু "নেতি, নেতি"ই বলিতে হয়। তাঁহার উপাসনার ভাষা, "অনাদি, অনন্ত তোমায় কে জানে?" উপনিষদে শুধু ব্রহ্মের অনন্তত্বের প্রসঙ্গ আছে এমত নহে, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সখ্যরসের প্রসঙ্গও উহাতে পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদে আছে,

দ্বা সুপর্ণা সুযজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্য পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ১ ॥

দুই সহযোগী সখিভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক পক্ষী স্বাদু কর্ম্মফল ভক্ষণ করেন, আর অপর পক্ষী শুধু তাহা দর্শন করেন। †

---

* *Cf.* "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বাদশ অধ্যায়।

† *Cf.*—"And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water; and lo the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a *dove*, and lighting upon him." *St. Matthew, Chapter 3.*

উক্ত মহাবাক্যের ছায়াবলম্বনেই সাধক পুণ্ডরীকাক্ষ নিম্নোদ্ধৃত সখ্য-রসের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,—

"(দেখি) এক শাখী'পরে, দু' বিহগ বরে,
সুখে বসবাস করে রে।
উভে উভয়ের সখা, প্রেমে মাখা মাখা,
দোঁহে দোঁহায় নিরখে রে। (তৃষিতভাবে) (অনিমেষে সদা)
একজন সুরস রসাল, লইয়ে যতনে,
দিতেছে আর সখারে;
(আর জন) লভিয়ে, সে ফল,
প্রেমেতে বিহ্বল, সুখেতে ভোজন করে
সখা দেখেন কেবল, ফলদাতা ফল দিয়ে সুখী; নিরশন থেকে।"

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

ভক্ত চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত মধুর-রসের চিত্র একবার প্রণিধান করা যাক্,—

"হরি হরি! এমন কেন বা হলো!
বিষম বাড়বা, অনল মাঝারে
আমারে ডারিয়া দিল।
বয়সে কিশোর, রূপ মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল, করয়ে শীতল,
বড়ই রসের কূপ॥
নিজ পরিজন, সে নহে আপন,
বচনে বিশ্বাস করি।

চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণে,
বুক বিদরিয়া মরি।
চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে,
এখন করিব কি ?
কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব রসে
ঠেকিলা রাজার ঝি।"

এই যে দুইটি রসের চিত্র পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করা গেল, জিজ্ঞাসা করি অনন্ত ও অনাদি পুরুষের সহিত এই সব রসের সম্বন্ধ স্থাপিত সম্ভবপর কি না ? ধীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে অনন্ত ব্রহ্মের সহিত কোন রসের সম্বন্ধই হইতে পারে না। সখ্যরসের কথা বলিতে যাইয়াই উপনিষৎ অনন্তকে সান্ত করিয়া আনিয়াছেন। তাই "দ্বা সুপর্ণা সুযজা সখায়া" বাক্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অনন্ত সান্ত না হইলে মানুষ তাঁহাকে ধরিতে পারিবে কেন ? তাঁহার রস, তাঁহার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে পারিবে কেন ? ব্রহ্ম অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী। ব্রহ্মের অনন্তত্ব, ঐশ্বর্য্যভাব, হৃদয়ে প্রবেশ করিলে ভীতির সঞ্চার হয়, মাধুর্য্যভাব দূরে পলায়ন করে। শুদ্ধ প্রেমে শুধু মাধুর্য্য আছে, ঐশ্বর্য্য নাই। রসের ধারণাযোগ্য যথোচিত সন্নিবেশই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই কথাই বলা হইয়াছে,—

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি॥
শান্ত-দাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাহাঁ উদ্দীপন।
বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে,—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্ত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়॥

তথা হি শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায়াম্,—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং,
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

কৃষ্ণে যদি রুক্মিণী করিল পরিহাস।
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস॥

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে,—

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে
র্হস্তাচ্ছ্লথ-দ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্,
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্॥২৯॥

কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে॥"

মধ্যলীলা, ১৯ পরিচ্ছেদ।

তাই বলিতেছিলাম যে ব্রহ্মের অনন্তত্ব ধরিবার ছুঁইবার জিনিষ নহে, উহা উপাসনার বিষয় হইতে পারে না। ব্রহ্মের অনন্তত্ব, অসীমত্ব

মানবের সৌন্দর্য্যের সাধ মিটাইতে পারে না ; বরং সে সাধ মিটাইবার প্রতিবাদী হয়।

আমরা দেখিয়াছি যে মানুষ বাল্যকাল হইতে সুন্দর চায়, সুন্দর ভালবাসে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সৌন্দর্য্য আর তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। তাহার প্রাণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তিকে ধরিতে চায়, আলিঙ্গন করিতে চায়। বস্তুতঃ মানুষ ধারণাযোগ্য এমন কিছু চায়, যাঁহার মাধুরীর শেষ নাই, উপমা নাই, যাঁহার বিমল সহবাসে আপনা ভুলিয়া লাখ লাখ যুগ কাটাইয়া দিতে পারে। ভক্ত বিদ্যাপতি সে মাধুরীর, সে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াই বলিয়াছেন,—

জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবণ হি শুননু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী, রভসে গোঁয়ায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ান না গেলি॥”

ভক্ত বিদ্যাপতি যে মাধুরীর, যে রসতত্ত্বের কথা বলিয়াছেন তাহা কোথায়? ব্রহ্মের অনন্তত্বে, সে মাধুরী, সে রসতত্ত্ব, খুঁজিতে গেলে বিহ্বল হইয়া পড়ি। ব্রহ্মের অনন্তত্ব সে পিপাসা মিটাইতে পারে না। হায় হায়! তবে কি এ পিপাসা মিটিবার স্থান নাই? যে সৌন্দর্য্য-নিধিকে প্রাণ লাভ করিতে চায়, লাভ করিয়া পিপাসা মিটাইতে চায়, তাঁহাকে কি পাওয়া যায় না? এই পিপাসা কি স্বপ্ন, মরীচিকা মাত্র!

মানব! ভয় নাই। ভগবান্ তোমাদের সমস্ত বৃত্তির তৃপ্তির জন্য বিধান করিয়াছেন। তোমাদিগকে সৌন্দর্য্যপিপাসা দিয়াছেন, অথচ তাহা অপূর্ণ রাখিবেন, ইহাও কি সম্ভবপর? ভগবান্ ভক্তবৎসল। তোমাদের আত্মার তৃপ্তির জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তোমাদের সৌন্দর্য্যপিপাসা তৃপ্তির জন্য যোগমায়া অবলম্বনে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইয়াছেন। ইহা তাঁহার অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি। এই অখিলরসামৃতমূর্ত্তির বিষয় ঋষিশাস্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কঠোপনিষদে আছে,—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈব আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥

প্রথমাধ্যায়, দ্বিতীয় বল্লী।

যিনি পরমাত্মাকে, পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন, পরমাত্মা তাঁহার নিকট নিজ পরমার্থিকী তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে আছে,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

"হি যস্মাদ্‌ব্রহ্মণোহয়ং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা। ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহহম্। যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ।"

অমৃতস্বরূপ, অব্যয়স্বরূপ শাশ্বত ধর্ম্মস্বরূপ অখণ্ডিত সুখস্বরূপ ব্রহ্মের আমিই ঘনীভূত মূর্ত্তি।

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে,—

"যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভাগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণং ভূষণাঙ্গম্॥

তৃতীয় স্কন্দ, ২য় অধ্যায়, ১২ শ্লোক।

বিদুরের প্রতি উদ্ধব বলিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ঐ রূপ মর্ত্ত্য-লীলার যোগ্য, শ্রীকৃষ্ণ নিজ যোগমায়াবল প্রদর্শনার্থই ঐ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ঐ রূপে তাঁহার নিজেরও বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছিল। উহা সৌভাগ্যাতিশয়ের পরম পদ এবং পরম সুন্দর ছিল।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ এইরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে,—

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্বপরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈল নিত্য লীলা হৈতে॥"

মধ্যলীলা, একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভগবানের বিগ্রহমূর্ত্তি নিখিল সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত মূর্ত্তি। উহা দর্শন করিলে রোগ, শোক, তাপ দূরে পলায়ন করে। হৃদয়ের বাসনার গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় নষ্ট হয়। সাধু মুখে শুনিয়াছি, এই রূপ অতুলনীয়। বিল্বমঙ্গল সুকবি ছিলেন। তিনি ভগবদ্দর্শনের পূর্ব্বে কবিতায় ভগবানের রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেইরূপ দর্শন করার পর, আর কিছুই বর্ণনা করিতে পারেন নাই। সে রূপের ভাষা নাই—

তুলনা নাই—বর্ণনাতীত। ভগবানের রূপ সম্বন্ধে বিল্বমঙ্গল মাত্র ইহাই বলিতে পারিয়াছেন,—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

ভগবদ্‌ভক্ত সাধুগণ ভগবানের রূপ দেখিয়া 'মধুর' 'সুন্দর' মাত্র বলিতে পারেন। ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলা সম্ভবপর হয় না। সাধুগণ বলেন, ভগবদ্দর্শন বোবার স্বপ্নদর্শনের ন্যায়।

এ স্থলে হয়ত তর্ককুশল ব্যক্তিগণ বলিবেন যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-পতির পক্ষে কি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হওয়া সম্ভবপর? অনন্ত সান্ত হইবেন কি রূপে? ইহাতে কি পরমেশ্বরের অনন্তত্ব নষ্ট হয় না? এই তর্কের উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে পরমেশ্বর সমস্ত হইতে পারেন, সমস্ত করিতে পারেন এরূপ, ধরা না হইলে পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার কোন অর্থ থাকে না। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ তিনি সব করিতে পারেন না এরূপ ভাবা নিতান্ত অস্বাভাবিক। পরমেশ্বরের এইরূপ শক্তি না থাকিলে পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিপাদ বলেন,—

তাদৃশঞ্চ বিনা শক্তিং ন সিধ্যেৎ পরমেশতা।
যতশ্চানবগাহ্যত্বেনাস্য মাহাত্ম্যমুচ্যতে॥ ৬০॥

লঘুভাগবতামৃত।

তাদৃশ অচিন্ত্য শক্তি ব্যতীত পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অনবগাহ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রে আছে,—

সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ। ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ২৯ সূত্র।

"পরাহস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচে—ত্যাদি শ্রুতেঃ সা দেবতা সর্ব্বশক্ত্যপেতা সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থা ভবতি।"

নিম্বার্কভাষ্যম্।

"সেই পরম দেবতা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং সমস্তই করিতে পারেন। শ্রুতি 'পরাহস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমত্তা স্পষ্টই উপদেশ করিয়াছেন।"—তারা কিশোর বাবুর অনুবাদ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,—

মিথো বিরোধিনোহপ্যত্র কেচিন্নিগদিতা গুণাঃ।
হরৌ নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যাৎ কোহপি ন স্যাদসম্ভবঃ॥ ২১৭॥

দক্ষিণ বিভাগ, ১ম লহরী।

এ স্থলে যে সকল গুণ উক্ত হইল, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যপ্রযুক্ত হরিতে কিছুই অসম্ভব নহে, সকলই সম্ভব হইতে পারে।

বাইবেলে আছে,—

"With men this is impossible; but with God all things are possible." Gospel according to St. John, Chapter 19, 26.

মানবের পক্ষে ইহা অসম্ভব বটে, কিন্তু ভগবানের পক্ষে সমস্তই সম্ভব।

দার্শনিক স্পেনসার পর্য্যন্ত আদিকারণকে সমস্ত নিয়মের অতীত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

হার্বার্ট স্পেনসার বলেন,—

"Thus the First Cause must be in every sense perfect, complete, total; *including within itself all Power and transcending all Law.*" *First Principles.*

স্পেনসারের কথার ভাবার্থ এই যে আদিকারণ সমস্ত ভাবে পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্, এবং সকল নিয়মের অতীত।

পরমেশ্বর সমস্ত বস্তুরূপে পরিণত হইতে পারেন এই শ্রেণীর অনুমান ব্যতীত দর্শনশাস্ত্র আদৌ সম্ভবপর নহে। সমস্ত দার্শনিকগণকেই বাধ্য হইয়া পরমেশ্বরের এই প্রকারের শক্তি কল্পনা করিতে হইয়াছে। প্রথিত-নামা দার্শনিক ডাক্তার ষ্টার্লিং বলেন,—

"Philosophy is possible only on the supposition of a single principle that possesses within itself the capability of transition into all existent variety and varieties." *Dr. Stirling's Annotations on Herbart in Schwegler's History of Philosophy.*

এমন এক সত্তা আছে যাহা যাবতীয় বস্তুরূপে পরিণত হইতে পারে,—এই শ্রেণীর অনুমান ব্যতীত দর্শনশাস্ত্র আদৌ সম্ভবপর নহে।

যদি পরমেশ্বরের পক্ষে যাবতীয় বস্তুরূপে পরিণত হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে তাঁহার পক্ষে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হওয়া কেন অসম্ভব হইবে বুঝা যায় না। পরমেশ্বর তাঁহার যাবতীয় মাধুর্য্য কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহাকে "সচ্চিদানন্দঘন" "আনন্দঘন" "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" "সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ভক্তগণকে কৃতার্থ করার জন্য যোগমায়াবলম্বনে তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে প্রকট

হন। * ঋষিশাস্ত্র ও মহাজনগণ তাঁহার বিগ্রহমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মসংহিতাতে আছে,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি র্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চমাধ্যায়, প্রথম শ্লোক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—

"ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ;
সর্ব্ব অবতারী, সর্ব্বকারণ প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, ইহা সবার আধার।
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥"

মহাত্মা রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"যিনিই হয়েছেন সাকার, তিনিই নিরাকার। ভক্তের কাছে তিনি সাকাররূপে আবির্ভূত হয়ে দর্শন দেন। যেমন মহাসমুদ্র, কেবল অনন্ত জল রাশি, কূল কিনারা কিছুই নাই, কেবল কোথাও কোথাও বেশী ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বরফ হয়েছে দেখা যায়। সেইরূপ ভক্তের ভক্তিহিমে সাকাররূপে দর্শন দেন।"—

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ।

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামীকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল ভগবানের রূপ কি? তদুত্তরে তিনি প্রস্তরখণ্ডদ্বারা দেবনাগর অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছিলেন,—

"ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, যোগিগণের হৃদয়রঞ্জন।"

---

* cf. অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

"সত্য সত্যই তাঁহাকে দর্শন করা যায়, স্পর্শ করা যায়, শ্রবণ করা যায়, আঘ্রাণ করা যায়, আস্বাদন করা যায়, তাঁর সেবা করা যায়, ইহা রূপক বা কল্পনা নহে ; ইহা বলিয়া বুঝান যায় না, বোবার স্বপ্ন দেখার মত। পরমেশ্বর সাকার, ইহার অর্থে সৃষ্ট পদার্থ নহেন, অথচ তিনি আছেন, শূন্য নহেন। ভক্তেরা তাঁহাকে 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' বলিয়াছেন। সৎ, চিৎ, আনন্দ কি তাহা বর্ণনাতীত।"—বক্তৃতা ও উপদেশ।

চিরকাল মহাজনগণ ভগবানের অখিলরসামৃতমূর্ত্তির রস পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটাইয়াছেন। ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন যে ভগবান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, আর তুমি বলিবে যে ভগবান্ বিগ্রহমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন না। তোমার যুক্তিতে যাহা বলিতে হয় বলুক, কিন্তু ঋষিশাস্ত্র ও মহাজনগণের সাক্ষ্য কথনই অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। আর তোমার যুক্তিরই বা স্থিরতা কি ? আজ তুমি যাহা যুক্তিদ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছ, কাল তোমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ অপর ব্যক্তি তাহা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। তর্কযুক্তিবলে স্থির ভূমিতে দাঁড়ান যায় কোথায় ? অপ্রাকৃত বিষয়ে, তর্ক যুক্তির ভূমি অস্থির, চঞ্চল, ঋষিশাস্ত্র ও মহাজনগণ ইহাই বলিয়াছেন। * ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে আছে,—

---

* "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া। প্রোক্তান্যেব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ ॥

কঠোপনিষৎ, দ্বিতীয় বল্লী।

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথা অনুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥"

ব্রহ্মসূত্র, ২য় অধ্যায়, ১ম পাদ, ১১শ সূত্র।

"অচিন্ত্যেঽলৌকিকেঽর্থে যুক্তেরনবতারাৎ। পরমং তত্ত্বং খলু তর্কগোচরং ন ভবতি।"

শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণ-বিরচিত সিদ্ধান্তরত্ন, প্রথম পাদ।

"যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপদ্যতে॥

৩৩, পূর্ব্ববিভাগ, ১ম লহরী।

তর্ককুশল কোন ব্যক্তি যুক্তি দ্বারা অতি যত্নে একটি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন কিন্তু তর্কশাস্ত্রে নিপুণতর অন্য ব্যক্তি অনায়াসে তাহা খণ্ডন করিতে পারেন।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শঙ্করাচার্য্যও তদ্রূপই বলিয়াছেন,—

"তথা হি—কৈশ্চিদভিযুক্তৈ র্যত্নেনোৎপ্রেক্ষিতা স্তর্কা অভিযুক্ততরৈরন্যৈরাভাস্যমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপ্যুৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্ত স্ততোঽন্যৈরাভাস্যন্ত ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যমাশ্রয়িতুং পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ।"—২।১।১১ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক উৎপ্রেক্ষিত তর্ক নিপুণতর অন্য কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইতে পারে। আবার শেষোক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত অর্থ অন্য অভিযুক্ততর ব্যক্তি কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়া থাকে। সুতরাং পুরুষ-মতি-বৈরূপ্য হেতু তর্কের উপর আদৌ আশ্রয় করা যাইতে পারে না। তাই বলিতেছিলাম যে পরমেশ্বরের পক্ষে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে। ভগবানের বিগ্রহমূর্ত্তিতেই আমাদের সৌন্দর্য্য-স্পৃহার পরিসমাপ্তি, ইহা সৌন্দর্য্যের পর প্রকাশ। এই রসামৃতমূর্ত্তি অপেক্ষা সুন্দর কিছুই নাই, ইহার সমানও কিছু নাই। এই মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে সে চিরকালের জন্য মজিয়াছে, আপনাকে বিকাইয়াছে। এই রূপ কেন, তাহার সহস্র কণিকার কণিকাও যদি প্রাণে প্রবেশ করে, আর কি সাধ্য আছে—মানুষের শক্তি নাই যে, তাঁহাকে ভুলিতে পারে,—এমন শক্তি মানুষের নাই। রসশেখরকে দেখিলে প্রাণের কিরূপ অবস্থা হয় প্রেমিক চণ্ডীদাসের মুখে শুনা যাক,—

"বঁধু হে, নয়নে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া,
হৃদয়ে তুলিয়া লব।
শিশুকাল হৈতে, আন নাহি চিতে,
ও পদ করেছি সার।
ধন জন মন, জীবন যৌবন,
তুমি সে গলার হার॥
শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে,
কভু না পাশরি তোমা।
অবলার ত্রুটি, হয় শত কোটি
সকলি করিবে ক্ষমা॥
না ঠেলিও বলে, অবলা অথলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে,
আর কেহ নাহি মোর॥
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে, অনুগত জনে,
দয়া না ছাড়িও তুমি॥"

ভক্ত হাফেজ এই "সুন্দর প্রতিমার" প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, নিজকে বিকাইয়াছিলেন। হাফেজ তাঁহার রূপের কাঙ্গাল হইয়াছিলেন, তাঁহার বদনের অনুরাগী হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভাবময়ী মূর্ত্তির সহিত এরূপ এক হইয়া যাইতেন যে নিজকে চিনিয়া লইতে পারিতেন না। হাফেজের অশ্রুজলে হৃদয়ের শোণিত দৃষ্ট হইত, সখার বিচ্ছেদে

জগৎ তাঁহার নিকট শূন্য বলিয়া বোধ হইত। শুনুন ভক্ত কি বলিতেছেন,—

"কখন আমার প্রাণ হইতে তোমার প্রতি অনুরাগ স্খলিত হইবে না, কখন সেই সরল তরু আমার স্মৃতি হইতে বিচ্যুত হইবে না। তোমার প্রেম আমার মনপ্রাণে এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে যদি শিরশ্ছেদও হয় তথাপি প্রাণ হইতে তোমার প্রেমের বিচ্ছেদ হইবে না। মাদৃশ অস্থির ব্যক্তির মন হইতে সখার মুখচ্ছবি কালের দৌরাত্ম্যেও বিদূরিত হইবে না।"

"আমার দীন হৃদয়ে তোমার বিরহশোকের যে ছাপ পড়িয়াছে আমা হইতে হৃদয় বিচ্যুত হইবে কিন্তু উহা হৃদয় হইতে বিচ্যুত হইবে না। আদিম কালেই আমার মন তোমার কুন্তলের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিয়াছে, নিত্য কাল সে বশীভূত থাকিবে, অঙ্গীকার হইতে স্খলিত হইবে না।" দেওয়ান হাফেজ ৺ গিরিশ বাবুর অনুবাদ।

সেই সুন্দরতমের সন্দর্শনে কৃতার্থ হইয়া, নিজ বিকাইয়া, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ স্বীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা কিরূপ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, "বস্তুতঃ যত দিন সেই সুন্দরতমের দর্শন না হয়, তত দিন লোক প্রলোভনে পতিত হয়। একবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলে, আর কি মন অন্য দিকে ফিরিতে পারে? তখন ইচ্ছা করিয়াও আর পাপপথে যাওয়া যায় না, লোক পাপবিষয়ে অক্ষম হইয়া পড়ে। তাঁহার সৌন্দর্য্য বর্ণনার কোন ভাষা নাই—কোন উপমা নাই। এই যে ব্রহ্মাণ্ডের চন্দ্র তারা, ফুল ফল, এ সকল সুন্দর পদার্থ দেখিয়া আমরা ইহাদিগের প্রশংসা করিয়া থাকি, ইহা মিথ্যা অসারের অসার; সে সৌন্দর্য্যের কণামাত্রও ইহাতে প্রকাশ পায় না; সে স্বতন্ত্র অন্তবিধ পদার্থ; সে পদার্থ সকলের প্রাণেই আছে, একটুকু আড়াল ভাঙ্গিলেই দেখা যায়।"—"বক্তৃতা ও উপদেশ।"

ভগবানের কোন নাম নাই। ভক্তগণ তাঁহার নামকরণ করেন। যিনি সমস্ত জগতে বাস করিতেছেন এবং সমস্ত জগত যাহাতে বাস করিতেছে,—এই অর্থে ভগবান্ বাসুদেব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যোগিবৃন্দ অনন্ত, সত্যানন্দময়, চিদাত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বে রমণ করেন বলিয়া পরব্রহ্মকে রাম নাম দেওয়া হইয়াছে। তদ্রূপ ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকেই কৃষ্ণ নাম দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতে আছে,—

"কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীধরস্বামিধৃত মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের ৭১ অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোক।

কৃষ্ ধাতু ভূ বাচক অর্থাৎ আকর্ষক সত্তাবাচক এবং ণশব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক। কৃষ্ ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ শব্দে পরব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঋষিশাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি পর সৌন্দর্য্যের পরমানন্দের খনি বলিয়া তাঁহার নাম নন্দনন্দন। * তিনি চিন্ময়, রসধাম বৃন্দাবনে বিহার করেন বলিয়া তাঁহার নাম বৃন্দাবনবিহারী। গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। ভগবান্ই ইন্দ্রিয়সকলের রক্ষক এই নিমিত্ত তাঁহাকে গোপাল বলা হইয়া থাকে। গো অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি বলিয়া তাঁহার নাম গোবিন্দ। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপে পরিচ্ছিন্ন, আবার তিনিই সর্ব্বব্যাপী, অনন্তশক্তিশালী ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ। এক ভাবে যিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, অন্য ভাবে তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্ম। তাঁহার এই অচিন্ত্য দ্বিরূপত্বের কথা মহাজনগণ ঘোষণা

---

* অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্যতরঙ্গামৃতবারিধিঃ।
জঙ্গমস্থাবরোল্লাসিরূপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ" শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

করিয়াছেন। * তাই বলি যদি সুন্দরতমকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে চাও তবে শ্রীনন্দনন্দনের ভজনা কর। যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সৌন্দর্য্য, নিখিল মাধুর্য্য একত্র দর্শন করিতে চাও, তবে অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হও। যদি ঐশ্বর্য্যবিহীন শুদ্ধ মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ধন্য হইতে চাও, তবে গোপরাজনন্দনের আশ্রয় গ্রহণ কর। যদি চিরাকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্যনিধিকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে চাও, কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া চিরপ্রার্থিত দাসত্ব লাভ করিতে চাও, তবে গোবিন্দে আত্মসমর্পণ কর। গোবিন্দের মূর্ত্তি দর্শন করিলে তোমার রূপের লালসা মিটিবে, তোমার সৌন্দর্য্য-পিপাসা নির্ব্বাপিত হইবে, কুল পবিত্র হইবে, জননী কৃতার্থা হইবেন। উপসংহারে শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদের গোবিন্দলীলামৃত পাঠকবর্গের হৃদয়ে অমৃতধারা সিঞ্চন করুক,

"সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ,
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যমৃতসংপ্লাবাবৃতজগৎপীযূষরম্যাধরঃ,
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে॥

সখি, সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুর তরঙ্গাঘাত অবলাগণের চিত্তগিরি প্লাবিত করিয়া, সস্মিত মধুরবচনে শ্রবণদ্বয়ের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়া, কোটিচন্দ্র-সদৃশ শীতল অঙ্গ বিন্যাস করিয়া, সৌগন্ধ্যের সুধাপ্রবাহে জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া এবং অমৃতবৎ অধরশোভা বিস্তার করিয়া গোপরাজ-নন্দন মদীয় ইন্দ্রিয় পঞ্চককে সবলে আকর্ষণ করিতেছেন।

সমাপ্ত।

---

* য এব বিগ্রহো ব্যাপী পরিচ্ছিন্নঃ স এব হি।
একস্তৈবৈকদা চাস্য দ্বিরূপত্বং বিরাজতে॥ শ্রীলঘুভাগবতামৃত।

পরিশিষ্ট (ক)।

কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিতের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মতের সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

Goethe.—জার্ম্মান্ দেশের সর্ব্বপ্রধান কবি গেটে সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিষয়ে মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন সৌন্দর্য্যতত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য। উহার স্বরূপ সংজ্ঞা দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। সৌন্দর্য্য আলোও নয়, অন্ধকারও নয়, উহা প্রদোষকাল—সত্য ও অসত্যের মধ্যস্থল। তাঁহার মতে বস্তুর সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপর নির্ভর করে। সৌন্দর্য্য প্রকৃতির গুহ্য নিয়মাবলীর প্রকাশ। * প্রকৃতির গুহ্য নিয়মাবলী ললিতকলার সাহায্যে প্রকাশিত না হইলে উহা চিরকালের তরে মানবগণের নিকট অপ্রকাশিত থাকিত। প্রকাশ দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে—প্রধান গুণরাশি দ্বারা এবং বাহ্যিক আকৃতি দ্বারা। † জগতের সমুদয় সৃষ্ট পদার্থই সুন্দর,—ইহা গেটে স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন সৃষ্ট পদার্থ প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির শেষ সীমায় উপনীত হইলেই, প্রকৃত পক্ষে সুন্দর বলিয়া গণ্য হয়। প্রকৃত সৌন্দর্য্য মৌলিক পদার্থ। উহা চঞ্চল,

---

* "The Beautiful is the manifestation of secret laws of Nature, which, but for this disclosure, had been for ever concealed from us." *Goethe.*

†. "For the beauty constituted by Goethe's synthesis is not a limit that enfeebles expression, but the combination of two kinds of expressiveness that is, of characterisation by, essential attributes, and formal or decorative symbolism." *Bosanquet's History of Aesthetic.*

অস্থায়ী বস্তু—উহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ললিতরূপে প্রকাশিত হইলেই, উহা মানবগণের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়। ভাবই সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব—ইহা গেটে পরিস্কাররূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধীয় মতের আভাস তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত কবিতা হইতে পাওয়া যায়,—

"Wherewith bestirs he human spirits ?
Wherewith makes he the elements obey ?
Is't not the *stream of song that out his bosom springs*,
And to his heart the world back coiling brings ?

Prologue to Faust.

Leo Tolstoy.*—টলষ্টয় কলা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত কতক পরিমাণে বুঝা যায়। টলষ্টয় বলেন কলার সৌন্দর্য্য ইচ্ছাকৃত ভাবসঞ্চারের উপর নির্ভর করে। † ভাবসমূহ মঙ্গলভাবের ও জীবনের লক্ষ্যের অনুগমন করিলেই উহা প্রশংসার্হ হয়। সরলতাই কলার বিশেষত্ব। কলা এরূপ সরল হওয়া আবশ্যক যে উহা সাধারণ কৃষকের নিকটও বোধগম্য হইবে। টলষ্টয় প্রকৃতিতে বিশেষ কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পান নাই। তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে অনেক পরিমাণে উপেক্ষা করিয়াও তাঁহার পুস্তকের কোন কোন স্থলে আকৃতিগত কলার সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আকৃতিগত কলা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে তিনি উপেক্ষা করিতে যাইয়াও করিতে পারেন নাই।

* Vide his work "What is art ?" (English translation).
† "Art is the deliberate communication of feelings." Tolstoy.

টলষ্টয় সমস্ত সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যাহা বাসনার উদ্রেক না করিয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান করে তাহাই সুন্দর। পক্ষান্তরে কলাগুণীর অনুভূত ভাবসমূহ নানা উপায়ে অপরে সংক্রামিত করার ক্ষমতার উপরেই কলার বিশেষত্ব নির্ভর করে। সুতরাং কলাবাদ সৌন্দর্য্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সৌন্দর্য্যবাদের সহিত কলার কোন সম্বন্ধ নাই। তাঁহার প্রচারিত সৌন্দর্য্যবাদ ও কলাবাদের বিশেষ কোন মূল্য না থাকিলেও, ভাবের সহিত সৌন্দর্য্য ও কলার সম্বন্ধ ইহা প্রদর্শন করিয়া তিনি জগতের কতকটা কল্যাণ করিয়াছেন।

Croce. *—ইটালীদেশের চিন্তাশীল দার্শনিক ক্রসি বলেন ললিত কলা ও সৌন্দর্য্য একই জিনিস। সৌন্দর্য্য কোন বস্তু বিশেষের গুণ নহে, উহা আত্মার ক্রিয়াশক্তির ফল মাত্র। অনুভূতির উপরই উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। † গির্জ্জায়, শোকান্তক নাটকে, সূর্য্যকিরণে অথবা সুস্বরে যে সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়, উহা আত্মার ক্রিয়াশক্তিসম্ভূত। আত্মার এই ক্রিয়াশক্তি মানুষের অভিজ্ঞতামূলক। সৌন্দর্য্যবিষয়ে যাহার যত অভিজ্ঞতা, তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতি তত অধিক। কলার সৌন্দর্য্য ভাব সঞ্চারের উপর নির্ভর করে না, উহার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশের উপর নির্ভর করে। যাহা স্বর, বর্ণ, বাক্য, আকৃতি অথবা অন্য কোন আকারে

---

* *Croce's Estetica*, এবং E. F. *Carritt's Theors of Beauty* নামক পুস্তকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

† "Beauty is no quality of things whether trees or pigments, but like every other value, only comes into being as the result of a spiritual activity. Its *esse* is *percipi*." *Croce in Carritt's Theory of Beauty.*

আমাদের মনোরাজ্যে চিত্রিত করা যায় না, তাহা কখনই সুন্দর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ভাষা স্বর অথবা অন্য কোন প্রকারে ভাব প্রকাশিত না হইলে উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা সম্ভবপর হয় না। কবিতা ও সঙ্গীতে মনের ভাব প্রকাশিত হইলেই উহা সুন্দর হয়। চিত্রের নিজের কোন সৌন্দর্য্য নাই, চিত্রকরের রস উহাতে প্রকাশ পায় বলিয়া উহা সুন্দর। প্রকাশের উপরই ভাবের অস্তিত্ব নির্ভর করে। সুতরাং ক্রসির মতে তাহাই শুধু সুন্দর যাহাতে আমরা আমাদের ভাবের প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া থাকি। *

Shakespeare.—কলা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে সেকস্‌পিয়র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার সৌন্দর্য্য বিষয়ক মতের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সেকস্‌পিয়র বলেন কলাতে প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত হয় সত্য, কিন্তু যে প্রতিভা প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করে, উহাও প্রকৃতি। সেকস্‌পিয়রে আছে,—

"Over that art,
Which you say adds to Nature, is an art
That Nature makes. * * *
This is an art
Which does mend Nature, change it rather, but
The art itself is Nature."
The Winter's Tale, Act IV. Scene IV.

---

* "For only and always that in which we can recognise the expression of our feelings is beautiful to us." *Croce in Carritt's Theory of Beauty.*

সেকস্‌পিয়রের মতে মানবের প্রতিভা প্রাকৃতিক শক্তির প্রকাশ মাত্র। ভারতীয় ঋষিশাস্ত্রে জীবশক্তিকে ভগবদ্‌শক্তি বলা হইয়াছে। সেকস্‌পিয়রের কথিত প্রকৃতিকে পরমেশ্বরস্থানীয় ধরা গেলে সেকস্‌পিয়র ও ঋষিশাস্ত্রের মর্ম্ম এক হইয়া দাঁড়ায়। সেকস্‌পিয়র সঙ্গীত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে ভাবের যথাযোগ্য শৃঙ্খলাকেই তিনি সৌন্দর্য্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। ভাবের যথাযোগ্য শৃঙ্খলা কোন অব্যক্ত, অচিন্ত্য শক্তির কার্য্য মাত্র ইহাই তাঁহার মত বলিয়া অনুমান হয়। সেকস্‌পিয়র বলেন,—

"How sweet the moonlight sleeps upon this bank !
Here will we sit and let the sound of music
Creep in our ears : soft stillness and the night
Become the touches of sweet harmony.
Sit, Jessica, Look how, the floor of heaven
Is thick inlaid with patines of bright gold :
There's not the smallest orb which thou behold'st
But in his motion like an angel sings,
Still quiring to the young-eyed cherubins ;
Such harmony is in immortal souls ;
But whilst this muddy vesture of decay
Doth grossly close it in, we cannot hear it."
The Merchant of Venice, Act V. Scene i.

অপিচ,—

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,

Is fit for treasons, stratagems and spoils;
The motions of his spirit are dull as night
And his affections dark as Erebus:
Let no such man be trusted."

The Merchant of Venice, Act V. Scene i.

সেকস্‌পিয়রের মতে এই বিশ্বসংসার সঙ্গীতময়। গ্রহ উপগ্রহগণ স্বর্গীয় দূতের ন্যায় গান করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে সঙ্গীত-শৃঙ্খলা বিদ্যমান, প্রত্যেক মানবাত্মাতে তাহাই বিদ্যমান। মানবাত্মা নশ্বর জড়দেহে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই বিশ্বসঙ্গীত শুনিতে পায় না। যে আত্মাতে সঙ্গীত নাই, উহা নীরস, অন্ধকারপূর্ণ। অরসজ্ঞ মানবকে কখনও বিশ্বাস করিতে নাই। সেকস্‌পিয়রের মতে অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তিই এই বিশ্বসঙ্গীতের মূলে। সেকস্‌পিয়রের কথিত প্রকৃতি পরমেশ্বরস্থানীয়। যতদূর বুঝা যায়, পরমেশ্বরই সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব, ইহাই সেকস্‌পিয়র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

S. T. Coleridge.—কোলেরিজ বলেন, স্মৃতিসাহচর্য্যের নিয়মের সাহায্যে সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সৌন্দর্য্য সুখ দেয় সত্য, কিন্তু খাদ্য দ্রব্যও ত সুখ দেয়। সুখদায়কত্বের উপর বস্তুর সৌন্দর্য্যের বিশেষত্ব নির্ভর করে না। ইন্দ্রিয়জ সুখ হইতে পৃথক্ করার জন্য সৌন্দর্য্যজ সুখকে আনন্দ (delight) নাম দেওয়াই সঙ্গত। সৌন্দর্য্য সার্ব্বভৌমিক তত্ত্ব। ইহা স্থানীয় অবস্থা কি সাময়িক ঘটনার অতীত পদার্থ। মনোবৃত্তির উৎকর্ষের উপর উহার পরিমাণ নির্ভর করে। শৃঙ্খলাই সৌন্দর্য্য। রচনা ইহার একমাত্র বাসভূমি। প্রকৃতি ও মানবের পূর্ব্বনির্দ্ধারিত শৃঙ্খলা হইতেই ইহা সমুদ্ভূত হইয়া

থাকে।* এই শৃঙ্খলার মূলে আত্মা। আত্মাই উপাদানসমূহকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার ভিতর দিয়া স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করে।† প্রকৃতিতে কিছু সুন্দর বা কুৎসিত নাই। আমাদের আত্মাই প্রকৃতিকে অনুপ্রাণিত করে। আত্মার ভাবরাশিই সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব। কোলেরিজের সৌন্দর্য্য-বিষয়ক মতের আভাস, তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত কবিতা হইতে কতক পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে,—

"O lady ! we receive but what we give,
And in our life alone does Nature live :
Ours is her wedding-garment, ours her shroud !

* * * *

Ah ! from the soul itself must issue forth
A light, a glory, a fair luminous cloud
Enveloping the earth—
And from the soul itself must there be sent
A sweet and potent voice, of its own birth,
Of all sweet sounds the life and element !

Ode on Dejection.

---

* "Beauty is harmony, and exists only in composition ; it results from a pre-established harmony between Nature and Man." *Coleridge in Knight's Philosophy of the Beautiful.*

† Beauty is "the subjection of matter to spirit so as to be transformed into a symbol in and through which the spirit reveals itself." *On the Principles of Genial Criticism, Shawcross edition, Biographia Literaria, ii p. 239.*

Wordsworth.—ওয়ার্ডসোয়ার্থ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া না থাকিলেও কবিতা ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কবি সম্বন্ধে ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলেন,—

The poet is "a man pleased with his own passions and volitions, and who rejoices more than other men in the spirit of life that is in him ; delighting to contemplate similar volitions and passions as manifested in the goings-on of the universe, and habitually creates them where he does not find them."—*Preface to Lyrical Ballads.*

কবি তাঁহার নিজের ভাবরস ও ইচ্ছাতেই পরিতৃপ্ত। অন্যান্য মানব অপেক্ষা জীবনীশক্তির কার্য্যে তিনি অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার নিজের ভাব ও ইচ্ছার অনুরূপ ভাব ও ইচ্ছা প্রকৃতিতে সন্দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়েন। প্রকৃতিতে ভাব ও ইচ্ছার অভাব দেখিলে তাহা তিনি পরিপূরণ করিয়া থাকেন। ওয়ার্ডসোয়ার্থের মতে কবির অন্তঃকরণ ভাবুকতা উৎসাহ ও কোমলতাপূর্ণ। তাঁহার অন্তর গগনসদৃশ। মানবচরিত্র সম্বন্ধে অন্যান্য মানব অপেক্ষা তাঁহার প্রবেশাধিকার অনেক বেশী। তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই ভাবে ভরপূর থাকে। তিনি যাহা লিখেন ও করেন ভাবরসের প্রেরণাই তাহার মূল। * ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য, ভাব ও ইচ্ছার কার্য্য দেখিতে পাইয়াছেন।

---

* "Poetry is the spontaneous over-flow of powerful feelings ; it takes origin from emotion reflected in tranquility."—*Preface to Lyrical Ballads.*

সময় সময় তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এতদূর মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন যে তিনি নিজকে ভুলিয়া যাইতেন। সমস্ত অনুভূতি ও আকার বিলীন হইয়া যাইত। শুধু আত্মা বর্ত্তমান থাকিত। আত্মা তাহার স্রষ্টার বন্দনা গানে ব্যাপৃত হইত, সমস্তই আনন্দ ও প্রেমে পরিপূর্ণ হইত। দেখুন কবি কি বলিতেছেন,—

"His spirit drank
The spectacle : sensation, soul and form
All melted into him ; * * * *
His mind was a thanks-giving to the power
That made him ; it was blessedness and love !"

Excursion.

ওয়ার্ডসোয়ার্থ যে শুধু প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন এমত নহে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মূলে তিনি প্রকৃতির অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষকে দেখিতে পাইয়াছেন। * প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মূলে যে প্রকৃতির অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ ইহা তিনি পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন,—

" I would not do
Like Grecian artists, give thee human cheeks,
Channels for tears ; no naiad shouldst thou be,
Have neither limbs, feet, feathers, joints or hairs ;
It seems the eternal soul is clothed in thee

* "My whole soul was turned to him who produced the terrible majesty before me."—Wordsworth's Letters Vol. i. p. 14.

With purer robes than those of flesh and blood,
And hath bestowed on thee a better good ;
Unwearied joy, and life without cares."

Brook whose society the poet seeks.

Shelley. † —সেলি "A Defence of Poetry" নামক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার সৌন্দর্য্যবিষয়ক মত কতক পরিমাণে বুঝা যায়। যাঁহার কল্পনাবৃত্তি প্রবল ও ব্যাপক তিনিই প্রকৃতপক্ষে সৎ। তিনি অন্যের সুখদুঃখ নিজের বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকেন। কল্পনাবৃত্তিই নৈতিক লক্ষ্যের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ। কবিতা আমাদের নৈতিক প্রকৃতিকে সবল করে। সমাজের শৈশবাবস্থাতে প্রত্যেক গ্রন্থকারই কবি। তাঁহার ভাষাই কবিতা। যিনি সত্য এবং সুন্দরকে, এক কথায় বলিতে গেলে, মঙ্গলকে উপলব্ধি করেন তিনিই কবি। কবি জগতের মঙ্গলভাবের অস্তিত্ব ও অনুভূতি, অনুভূতি ও প্রকাশের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া থাকেন। কবি অনাদি অনন্ত একের উপাসক। ভাষার পারিপাট্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি কবিতার আকৃতিস্বরূপ। ইহারা পরবর্ত্তী সময়ে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সেলির মতে পদ্য ও গদ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তাঁহার মতে প্লেটো ও বেকন কবি ছিলেন, ডাণ্টে ও সেক্স্পিয়র উচ্চদরের দার্শনিক ছিলেন। যতদূর বুঝা যায় সেলি এক মঙ্গলময় পুরুষকেই জগতের মূলে দেখিয়াছেন। বস্তু যে পরিমাণে তাঁহার মঙ্গল-

† "In the fancy of society every author is necessarily a poet, because language itself is Poetry ; and to be a poet is to apprehend the true, and the beautiful, in a word the good, which exists in the relation subsisting first between existence and perception, and secondly between perception and expression." *Shelley.*

ভাব প্রকাশ করে উহা সেলির নিকট সেই পরিমাণে সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। ভগবানের মঙ্গল-স্বরূপই তাঁহার মতে সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব।

Thomas Carlyle.—কার্লাইল বলেন যে আমরা দৃশ্য জগতের প্রত্যেক নিদর্শনের ভিতর দিয়া অদৃশ্য জগতে উপস্থিত হইয়া থাকি। নিদর্শনে অদৃশ্যকে লুক্কায়িত অথচ প্রকাশিত দেখা যায়। নিদর্শনই অনন্তকে অল্পাধিক পরিমাণে ব্যক্ত করে। অনন্ত সান্তের সহিত যুক্ত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর হয় *। সান্তের ভিতরই অনন্তকে পাওয়া যায়। মানুষ নিদর্শনের দ্বারাই পরিচালিত ও অনুশাসিত হয়। বিচার-শক্তি আমাদের রাজা নহে, কল্পনাবৃত্তিই আমাদের রাজা। পরমেশ্বর নিদর্শনের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইলেই উহা সার্থক হয়। প্রকৃত ললিত কলা পরমেশ্বরেরই নিদর্শন। প্রকৃত ললিত কলার ভিতর দিয়া অনাদি পুরুষ নিজকে ব্যক্ত করেন। মানব মাত্রেরই আদর্শ থাকা উচিত। আদর্শবিহীন মানব নির্জীব দেহের তুল্য। আদর্শকে অতি কুৎসিত দেহে প্রতিষ্ঠিত করিলেও উহা স্বীয় জ্যোতি দ্বারা উক্ত দেহকে উজ্জ্বল করিবেই করিবে। পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সৌন্দর্য্যের উপাসনার জন্য ললিত কলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। দেহের সহিত আত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, ললিত কলার সহিত সৌন্দর্য্যোপাসনার তদ্রূপই সম্বন্ধ। সত্য-বিবর্জ্জিত ললিত কলার কোন মূল্য নাই; প্রাকৃতিক নিয়মে উহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত ললিত কলা কয়েদমুক্ত আত্মার তুল্য †। যতদূর বুঝা যায় কার্লাইলের মতে অনাদি অনন্ত পুরুষই সমস্ত সৌন্দর্য্যের

---

* "The Infinite is made to blend itself with the finite, to stand visible, and as it were attainable there." *Sartor Resartus.*

† "All real Art is the disimprisoned soul of Fact."
Shooting Niagara.

মূলতত্ত্ব। প্রকৃতির ও ললিতকলার সৌন্দর্য্য তাঁহার সৌন্দর্য্যেরই প্রকাশ মাত্র।

Ralph Waldo Emerson.—ইমার্স্যন বলেন প্রকৃতির সহিত আমাদের মাধুর্য্যের সম্বন্ধ; উহার সহিত আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতি সময় সময় এরূপ ভাবে স্বীয় বার্ত্তা জ্ঞাপন করে যে হোমার অথবা সেকস্‌পিয়র তাহার নিকট হার মানে। প্রকৃতিতে নিরন্তরই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। বর্ত্তমানে যে প্রাকৃতিক চিত্র উপস্থিত আছে, কিছুক্ষণ পরেই উহা বিলীন হইয়া যাইবে। জগৎ ভরিয়া উহাকে খোঁজ, কোথায়ও উহার খোঁজ পাইবে না। সৌন্দর্য্য পুণ্যের নিদর্শন স্বরূপ। সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিই ললিত কলা। ললিত কলা প্রকৃতির ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি। জগতের কোন পদার্থই নিখুঁত নহে। উহা যে পরিমাণে বিশ্বজনীন সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করে উহা সেই পরিমাণে সুন্দর *। সত্য, মঙ্গল এবং সৌন্দর্য্য সেই বিশ্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র।

Conduct of Life নামক প্রবন্ধে ইমার্স্যন সৌন্দর্য্যের কতিপয় লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন সরলতা, অনাবশ্যক অংশের অভাব, উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগিতা প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের গুণ। সুগঠন সৌন্দর্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা গতিশীল হইলে অধিকতর সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হয়। বেগবতী স্রোতস্বতী, তরঙ্গায়িত সমুদ্র, উড্ডীয়মান পক্ষিসমূহের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে গতির উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য মানবের সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র। আমাদের কল্পনা-বৃত্তি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট না হইলে কিছুই সুন্দর হয় না। সুতরাং ইমার্স্যনের মতে পরমেশ্বরই সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব।

* "Nothing is quite beautiful alone: nothing but is beautiful in the whole. A single object is only so far beautiful, as it suggests universal grace." *Emerson's Essay on Nature.*

ডাক্তার রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর.—কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলেন, সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদের আনন্দের সম্বন্ধ; উহার সহিত আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ নাই। সৌন্দর্য্যবোধ ঠিকমত উদ্বোধনের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের সাধনই আবশ্যক। "ইচ্ছার যদি চরিতার্থতা চাও, তবে ইচ্ছাকে শাসনে রাখ—যদি সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে চাও, তবে ভোগলালসাকে দমন করিয়া শুচি হইয়া শান্ত হও।" "একপরায়ণা সতী স্ত্রীই ত প্রেমের যথার্থ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, স্বৈরিণী ত পারে না। সতীত্ব সেই চাঞ্চল্য-বিহীন সংযম, যাহার দ্বারা গভীরভাবে প্রেমের নিগূঢ় রস লাভ করা সম্ভব হয়। আমাদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীত্বের সংযম না থাকে, তবে কি হয়? সে কেবলই সৌন্দর্য্যের বাহিরে বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; মত্ততাকেই আনন্দ বলিয়া ভুল করে; যাহাকে পাইলে সে একবারে সব ছাড়িয়া স্থির হইয়া বসিতে পারিত, তাহাকে পায় না। যথার্থ সৌন্দর্য্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।" জগতের কলাগুণিগণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা জগতে সংযমের দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান নাই,—এই মতের কবিবর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কবিবর বলেন, "সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি দুর্ব্বলতা হইতে চঞ্চলতা হইতে, অসংযম হইতে ঘটিতেছে, এটা যে একটা নিতান্ত বিরুদ্ধ কথা।" সৌন্দর্য্যের স্বরূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, যথার্থ যে মঙ্গল, তাহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে, এবঞ্চ তাহা সুন্দর। সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তিই মঙ্গলের পূর্ণ মূর্ত্তি এবং মঙ্গল-মূর্ত্তিই সৌন্দর্য্যের পূর্ণস্বরূপ। অপিচ সত্য সুন্দর এবং সুন্দরও সত্য। যেখানেই আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি, সেইখানেই আমরা আনন্দকে দেখিতে পাই। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দের অভাব। "আধুনিক কবি বলিয়াছেন, 'Truth is beauty, beauty

truth'—আমাদের শুভ্রবসনা কমলালয়া দেবী সরস্বতী একাধারে 'Truth' এবং 'Beauty' মূর্ত্তিমতী। উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন—'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি', যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ। আমাদের পদতলের ধূলি হইতে আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্তই truth and সমস্তই beauty, সমস্তই আনন্দরূপমমৃতম্।"

কাব্য সাহিত্যের লক্ষ্য সম্বন্ধে কবিবর বলেন, "সত্যের সেই আনন্দ-রূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্য সাহিত্যের লক্ষ্য।" রসস্বরূপ ভগবান্‌ই নিখিল সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব—ইহাই রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী.—বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার রচিত "জিজ্ঞাসা" নামক পুস্তকে "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" "সৌন্দর্য্যবুদ্ধি" সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে ডারুইন, ওয়ালেশ প্রভৃতি বিবর্ত্তনবাদিগণের মতের সমালোচনা করিয়াছেন, এবং নিজেও সৌন্দর্য্য বিষয়ে একটা মত সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয় বলেন,—

"(১) যাহা বিচিত্র, চেতনের নিকট তাহা সুন্দর।

(২) যে সব পদার্থ কোন না কোন রূপে জীবনের ও স্বাস্থ্যের অনুকূল তাহারা সুন্দর।

(৩) যে সকল পদার্থ দয়া মায়া প্রণয়াদি বৃত্তির উত্তেজক ও পরিপোষক তাহারা সুন্দর।"

ত্রিবেদী মহাশয় বলেন যে এমন অনেক সুন্দর জিনিস আছে যাহারা ব্যক্তিগত জীবন কি জাতীয় জীবনের পুষ্টিবিষয়ে কোন

আনুকূল্য করে না। এই সব সুন্দর জিনিসের সৌন্দর্য্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রণালী-অনুযায়ী ত্রিবেদী মহাশয় ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি বলেন যে মানুষের অভিব্যক্তির সহিত দুঃখবৃত্তি ফুটিয়া আসিতেছে। নিজের জন্য শঙ্কা ও পরের জন্য শঙ্কা ইহার কারণ। এই দুঃখবৃত্তি ব্যক্তিগত জীবন রক্ষা ও জাতীয় জীবন রক্ষার অনুকূল। দুঃখের উৎপত্তির সহিত সুখের উৎপত্তি না ঘটিলে মনুষ্যজীবন টিকে না। তাই যেখানে সেখানে সুখ কুড়াইবার ক্ষমতা মানুষের জন্মিয়াছে। যেখানে সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাই সুন্দর। সাধারণতঃ যাহাদের দুঃখানুভবশক্তি প্রবল, তাহারাই অধিক সুন্দর জিনিস দেখিতে পায়। * এই হিসাবে মানুষের মন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে, অসুন্দরকে সুন্দর মূর্ত্তি দেয়। সৌন্দর্য্য কোন বস্তুর প্রাকৃতিক ধর্ম্ম নহে। মোটের উপর ত্রিবেদী মহাশয়ের মতে যাহা সুখদায়ক তাহাই সুন্দর। ত্রিবেদী মহাশয় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ব্যাখ্যায় আমাদের দেশের প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া অনেক পরিমাণে ডারুইন ও জেফ্রির মত অনুসরণ করিয়াছেন।

**Cf.*—"Some who have cold affections, sluggish imaginations, and no habits of observation, can with difficulty discern beauty in anything; which others, who are full of kindness and sensibility, and who have been accustomed to attend to all the objects around, feel it almost in everything." *Jeffrey's Essay on Beauty in old Encyclopedia Britannica.*

পরিশিষ্ট (খ)।

ললিতকলার স্বরূপ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবীণ লেখকের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

"This analysis was, applicable, in Plato's mind, to all arts and crafts as well as to natural objects, and he actually employs the word '*imitation*' to express their embodiment of spiritual ideas in sensuous form." *Plato in Bosanquet's History of Aesthetic*.

"Our conclusion then must be that Aristotle was driven to stretch the idea of *imitation*, but that he did not reject it in favour of the idea of *symbolism*. Given reality was still for him the standard, but he saw the difference which treatment produced in it—he saw that it must be idealised. This is a position fairly in accordance with the apparent actual process of art, but ultimately inconsistent with itself, and unstable. For if given reality is the standard, what is to indicate the direction in which it is to be idealised? *The true answer, 'a deeper reality' is excluded exhypothesis so long as given reality is the standard.*" *Aristotle in Bosanquet's History of Aesthetic*.

"We must bear in mind that the arts do not simply imitate the visible, but go back to the reasons from which nature comes : and further, that they create mind out of themselves, and add to that which is defective as being themselves in possession of beauty." *Plotinus in Bosanquet's History of Aesthetic*.

"He who takes for his model the forms which Nature produces, and keeps to a literal imitation of these, can never reach what is perfectly beautiful. Nature is full of disproportion, and falls short of the true standard of Beauty." *Proclus*.

"Since all individual object had some fault or defect, the excellence of ancient Art seemed to him to consist in this, that 'as the bee gathers from many flowers, so were the ideas of beauty brought together from many different quarters.' The selection of the most beautiful elements, and their harmonious union, produced the ideal, which was the highest possible beauty, and which existed, not in outward nature, but in the mind alone." *Winckelmann in Knight's Philosophy of the Beautiful.*

"Lessing may be described as an eighteenth century Aristotelian, who maintained the function of Art was solely and simply to reflect the Beautiful." *Lessing in Knight's Philosophy of the Beautiful*

"The spirit of the real is the true ideal, but the artist is higher than art, and higher than his object." *Goethe.*

"Art is Art precisely because it is not Nature." *Goethe.*

"To define Art as the mere imitation of Nature, strikes at its very root; and as Nature is inexhaustible, Art is illimitable." *Friedrich Von Schlegel.*

"Art is the faculty of making Imagination productive, according to law." *Humboldt.*

"The artist, according to Vischer, does not find the Beautiful by any imitation of the actual. He does not indulge in the mere copy-work of the photographer, nor

does he find it by imaginatively breaking with Nature, for that would only yield the fantastic. He does something very different. He pierces to the core of Nature. He finds its secret by getting to its centre, and apprehending its ideal." *Theodor Vischer in Knight's Philosophy of the Beautiful.*

"In it he refers to the two historical schools, which have given rise to opposite tendencies—the first (dating from Plato), which affirms that in Art we are able to transcend the beauty of Nature, and that we find in the soul a criterion of what is and what is not beautiful in Nature ; the second, which says all we can do in Art is to collect and combine the Beauties which Nature exhibits. He holds that each of these is partly right and partly wrong. The empiricists are right in laying stress on the psychological and physiological elements in aesthetics ; but they only succeed in proving the 'world-citizenship' of the beautiful. The idealists, again, are right in tracing the origin of aesthetic judgment to something which lies beyond consciousness, antecedent, and *apriori.* The abstract ideal of the intuitionalists, as a vague unity is untenable. The Beautiful must incarnate itself in the concrete, and can thus only be understood. Nevertheless aesthetic carries with it, and in it, a formal principle ; and it is only when the ideal is unconsciously made real, when the abstract is embodied in the concrete, that the Beautiful is understood."

Hartmann in Knight's Philosophy of the Beautiful.

"Art creates, as imagination pictures, regularly without conscious law, designedly without conscious aim." *Helmholtz.*

"Art, in general, is the manifestation of emotion, which is externally construed or interpreted by form, colour, sound, etc. ; and the special merit of any work of Art is its power of manifesting and of interpreting emotion." *Veron.*

"To paint the fair, it is not necessary that I see many fair ones ; but, because there is so great a scarcity of beautiful women, I am bound to make use of an idea which I have formed to myself of my own fancy." *Raphael.*

"Not being able to mount so high as to behold my Archangel, I was forced to make an introspection of my own mind, and that idea of Beauty, which I have formed in my own imagination." *Guido Reni.*

"In Nature no individual thing is perfect, and therefore that the true artist frames a Beauty which we cannot find in any single object. Nature is thus inferior to Art. The higher artist does not paint men as they are, but as they ought to be. He advances Art above Nature itself."

J. P. Bellori.

"In the products of Art, Beauty shows itself most clearly when an ideal type dominates over the sensible element." *Gioberti.*

"To imitate Nature well is the perfection of Art."

Dryden.

"Over that art
Which you say adds to Nature, is an art
That Nature makes.
This is an art
Which does mend Nature, change it rather, but
The art itself is Nature."

Shakespeare.

"We can no more form any idea of Beauty superior to Nature than we can form an idea of a sixth sense, or any other excellence, out of the limits of the human mind. Nothing can be so unphilosophical as a supposition that we can form any idea of Beauty or excellence out of or beyond Nature, which is, and must be, the fountain-head from whence all our ideas must be derived."

Sir Joshua Reynolds.

"In every kind of composition he affirms that the art of composing well is the art of varying well ; and he says that St. Paul's Cathedral is one of the noblest instances of the application of every principle he has mentioned. In this monumental work of Wren we find variety without confusion, simplicity without nakedness, richness without tawdriness, distinctness without hardness, and quantity without excess."

Hogarth in Knight's Philosophy of the Beautiful.

"The Fine Arts are sciences applied to the purposes of pleasure through the medium of the imagination. They are poetry, painting, music, sculpture, architecture. In reference to the mixed sciences, and some of the applied sciences the mental initiative comes from without. In the Fine Arts, the mental initiative must necessarily proceed from within." *S. T. Coleridge.*

"He maintains that the figures in Raphael's cartoons, and his groups in the Vatican, the work of Da Vicini and Correggio, and every great master in Art, are all careful copies from Nature. His essay is an elaborate attempt to prove this thesis. Success in Art is a return to Nature,

and a reaction against all attempts to improve upon it."—*William Hazlitt in Knight's Philosophy of the Beautiful.*

"Of this sort are all true works of art. In this (if we know a work of Art from a Daub of Artifice) we discern Eternity looking through time, the godlike rendered visible." *Carlyle in Sartor Resartus.*

"Ruskin is not a moralist looking down on Art, or an art-critic keeping aloof from moral problems. He combines the two functions as they have never been combined before. Art is to him, at its root, not only moral but divine ; morals are, at their root, not only good and true, but beautiful."

Ruskin in Knight's Philosophy of the Beautiful.

"Art is one of the natural forms which are assumed by joy ; what we call the arts are really different ways of being happy."

Prof. J. F. Seeley.

"The highest beauty is attained by the highest application of the realistic or imitative faculty. But what is it to be true to Nature ? Realism gives the highest form of beauty only if we search through Nature for the most beautiful forms and the loftiest characteristics, as Raphael and Michael Angelo did. The Greek artists of the Parthenon have the supreme right to the title of idealists. Michael Angelo, on the other hand, was the greatest realist the world has ever seen." *Vide Edward J. Poynter's Ten Lectures on Art.*

"The creation of Beauty is Art." "A work of art is an abstract or epitome of the world, an expression of nature in miniature." *Vide Mr. Emerson's essay on Nature.*

"All Art constantly aspires towards the condition of Music." *Pater.*

"To transmit the feeling, one has experienced, to others by means of movements, lines, colours, sounds or forms expressed in words, is the activity of Art." *Tolstoy.*

"If Art was an exact representation of Nature, it could be practised with absolute certainty and assurance of success ; but the duty of Art is of a higher kind...... Art is only Art when it adds mind to form." *David Wilkie.*

"The whole of modern European academic art-teaching has been based upon the unphilosophic theory that beauty is a quality which is inherent in certain aspects of matter or form—a quality first fully apprehended by the Greeks and afterwards rediscovered by the artists of the Italian Renaissance...... Indian thought takes a much wider, a more profound and comprehensive view of Indian art...... Beauty, says the Indian artist, is subjective, not objective. It is not inherent in form or matter ; it belongs to spirit, and can only be apprehended by spiritual vision...... The true aim of the artist is not to extract beauty from nature but to reveal the life within life, the noumenon within the phenomenon, the reality within the unreality, and the soul within matter—when that is revealed, beauty reveals itself. So all Nature is beautiful for us, if only we can realise the Divine Idea within it......... To cultivate this faculty of spiritual vision, the powers of intuitive perception which, until recently, has been regarded in the West as beyond the scope of educational methods, was therefore the main endeavour of the Indian artist in the golden age of Indian art and literature." *Havell's Ideals of Indian Art.*

"সত্যের এই আনন্দরূপ, অমৃতরূপ দেখিয়া সেই আনন্দকে ব্যক্ত করাই কাব্যসাহিত্যের লক্ষ্য। সত্যকে যখন শুধু আমরা চোখে দেখি, বুদ্ধিতে পাই, তখন নয়, কিন্তু যখন তাহাকে হৃদয় দিয়া পাই, তখনি তাহাকে সাহিত্যে প্রকাশ করিতে পারি। তবে কি সাহিত্য কলা-কৌশলের সৃষ্টি নহে, তাহা কেবল হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধ্যে সৃষ্টিরও একটা ভাগ আছে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়কে, সেই আবিষ্কারের আনন্দকে হৃদয় আপনার ঐশ্বর্য্য দ্বারা ভাষায় বা ধ্বনিতে বা বর্ণে চিহ্নিত করিয়া রাখে ইহাতেই সৃষ্টি-নৈপুণ্য—ইহাই সাহিত্য, ইহাই সঙ্গীত, ইহাই চিত্রকলা।

মরুভূমির বালুকাময় বিস্তারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া মানুষ তাহাকে দুই পিরামিডের বিস্ময়চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছে; নির্জ্জন দ্বীপের সমুদ্র-তটকে মানুষ পাহাড়ের গায়ে কারুকৌশলপূর্ণ গুহা খুদিয়া চিহ্নিত করিয়াছে, বলিয়াছে, ইহা আমার হৃদয়কে তৃপ্ত করিল; এই চিহ্নই বম্বাইয়ের হস্তিগুহা। পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া মানুষ সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্যোদয়ের মহিমা দেখিয়া, অমনি বহু শত ক্রোশ দূর হইতে পাথর আনিয়া সেখানে আপনার করজোড়ের চিহ্ন রাখিয়া দিল, তাহাই কণারকের মন্দির। সত্যকে যেখানে মানুষ নিবিড়রূপে অর্থাৎ আনন্দরূপে, অমৃতরূপে উপলব্ধি করিয়াছে, সেইখানেই আপনারা একটা চিহ্ন কাটিয়াছে। সেই চিহ্ন কোথাও বা মূর্ত্তি, কোথাও বা মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা রাজধানী। সাহিত্য ও এই চিহ্ন। বিশ্বজগতের যে-কোনো ঘাটেই মানুষের হৃদয় আসিয়া ঠেকিতেছে, সেইখানেই সে ভাষা দিয়া একটা স্থায়ী তীর্থ বাঁধাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে—এম্নি করিয়া বিশ্বতটের সকল স্থানকেই সে মানবযাত্রীর হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য, উত্তরণ-যোগ্য করিয়া তুলিতেছে। এম্নি করিয়া মানুষ

জলে-স্থলে-আকাশে, শরতে-বসন্তে-বর্ষায়, ধর্ম্মে-কর্ম্মে-ইতিহাসে অপরূপ চিহ্ন কাটিয়া-কাটিয়া সত্যের সুন্দর মূর্ত্তির প্রতি মানুষের হৃদয়কে নিয়ত আহ্বান করিতেছে। দেশে-দেশে কালে-কালে এই চিহ্ন, এই আহ্বান কেবলি বিস্তৃত হইয়া চলিতেছে। জগতে সর্ব্বত্রই মানুষ সাহিত্যের দ্বারা হৃদয়ের এই চিহ্নগুলি যদি না কাটিত, তবে জগৎ আমাদের কাছে আজ কত সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকিত, তাহা আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আজ এই চোখে-দেখা কানে-শোনা জগৎ যে বহুল পরিমাণে আমাদের হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রধান কারণ মানুষের সাহিত্য হৃদয়ের আবিষ্কারচিহ্নে জগৎকে মণ্ডিত করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

"বৌদ্ধ যুগ হইতে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ পর্য্যন্ত যেমন বিচিত্র ধর্ম্ম, বিচিত্র সভ্যতা, তেমনি নূতন নূতন শিল্প আসিয়া আমাদের শিল্পের সঙ্গে কত যে মিলিয়াছে তাহার অন্ত নাই; কিন্তু এই সমস্ত বিচিত্র সুরের মধ্য দিয়া আমাদের শিল্পের চিরপুরাতন ধ্রুপদের পবিত্র স্বর সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে শুনিতে পাই—

"প্রতিমাকারকো মর্ত্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ।
তথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু॥"

নাভি যেমন শরীরের মধ্যবিন্দু, তুরস্ক হইতে জাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিরাট Asiatic শিল্পের মধ্য-বিন্দু তেমনি আমাদের ভারতশিল্প, আর সেই ভারতশিল্পের মূলে হচ্ছে ধ্যান।" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থবিবরণী—(Bibliography.)

(ক) সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান ঐতিহাসিক ও দার্শনিকভাবে আলোচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করা একান্ত আবশ্যক :—

1. Bernard Bosanquet's History of Aesthetic (very full, especially on ancient theories and German systems.)

2. William Knight's Philosophy of the Beautiful—2 parts (very useful.)

3. E. F. Carritt's Theory of Beauty (1914.)

4. James Sully's Article on "Aesthetics" in Encyclopedia Britannica, 11th edition (very useful.)

5. Dr. Bain's Mental Science (very useful.)

   " The Emotions and the Will.

6. Erdmann's History of Philosophy—3 Volumes.

7. Eeberweg's History of Philosophy—2 Volumes.

8. Schwegler's History of Philosophy.

9. Weber's History of Philosophy.

10. Lotze's Outlines of Aesthetics (English translation.)

11. Prof. Thomson's Dictionary of Philosophy in the words of philosophers.

12. Prof. Baldwin's Dictionary of Philosophy and Psychology—3 Volumes.

13. Victor Cousin's Du Vrai, du Beau, et du Bien (The True, the Beautiful and the Good—English translation.)

বঙ্গানুবাদ "সত্য, সুন্দর, মঙ্গল"—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনূদিত। আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর বঙ্গানুবাদ অনুসরণ করিয়াছি।

14. Ritter's and Preller's History of Philosophy in extracts from the original sources.

15. History of the Problems of Philosophy by Janet and Seailles translated by Ada Monahan.

16. Edward Caird's Essays on Literature and Philosophy.

17. Prof. W. Wallace's Epicureanism.

18. Adamson's Development of Modern Philosophy.

19. Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art translated by B. Bosanquet.

20. Mr. Hastie's translation of Michelet's short "Philosophy of Art," prefaced by Hegel's Introduction.

21. B. C. Burt's Brief History of Greek Philosophy.

22. Collingwood's Philosophy of Ornament.

23. Prof. S. H. Butcher's Some Aspects of the Greek Genius.

24. Dugald Stewart's Essays (a critical analysis of the chief theories of beauty.)

25. Essays of Alison (contains references to other systems.)

26. Jeffrey's Article on "Beauty" in Encyclopedia Britannica, 8th edition, (a brief historical survey of other systems.)

27. Herbert Spencer's Essays: Moral, Political and Aesthetic.

" First Principles.

28. Santayana's Sense of Beauty.

29. J. C. Moffatt's Introduction to the Study of Aesthetics.

30. H. N. Day's Principles of Aesthetics.

31. J. Bascom's Aesthetics; or, tbe Science of Beauty.

32। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "সাহিত্য"।

33। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত "জিজ্ঞাসা"।

(খ) যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচনা করিতে চান, নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ তাঁহাদিগের পাঠ করা কর্ত্তব্য :—

1. J. Sully's Human Mind, ii. "Aesthetic Sentiment."

2. Herbert Spencer's Principles of Psychology, pt. viii, C. 9.

3. Bain's Mental Science.

4. Grant Allen's Physiological Aesthetics.

5. Rutgers Marshall's Pain, Pleasure and Aesthetics, and Aesthetic Principles.

6. Prof. J. Clark Murray's Handbook of Psychology.

7. Puffer's Psychology of Beauty (Constable, 1907).

8. Hoffding's Outlines of Psychology.

9. Aesthetics; its Problems and Literature by Fred. N. Scott.

10. Prof. Dewey's Text-book on Psychology.
11. Stephen's Elements of Analytical Psychology.
12. Angell's Psychology.

(গ) যাঁহারা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দিক্ হইতে আলোচনা করিতে চান তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিতে অনুরোধ করি :—

1. C. S. Myers' Introduction to Experimental Psychology.
2. G. M. Stratton's Experimental Psychology and Culture.
3. An Introduction to the Experimental Psychology of Beauty by C. W. Valentine (The People's Books series).

যাঁহারা ললিতকলা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান, তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি :—

1. Sydney Colvin's Articles on "Fine Arts" and "Art" in Encyclopedia Britannica 11th edition.
2. Bosanquet's Introduction to Hegel's Philosophy of Fine Art.
3. William Knight's Philosophy of the Beautiful—2 parts.
4. Bosanquet's History of Aesthetic.
5. J. J. Winckelmann's History of Ancient Art translated by G. H. Lodge.
6. Eastlake's Contributions to the Literature of the Fine Arts.

7. History of Art, by Wilhelm Lubke, translated by F. E. Burnett.

8. Essays on the Fine Arts, by William Hazlitt.

9. History of Ancient Art in India, Sardinia, and Syria, by G. Perrot and C. Chipiez.

10. History of Art in Ancient Egypt, by G. Perrot and C. Chipiez.

11. History of Art in Chaldea and Assyria by G. Perrot and C. Chipiez.

12. History of Art in Phoenicia, Cyprus, and Asia Minor, by G. Perrot and C. Chipiez.

13. The Place of Art in Education, by Thomas Davidson.

14. Thoughts on Art, by G. Dufre'.

15. Lectures on Art, by John Ruskin.

16. Talks on Art, by William M. Hunt.

17. Principle in Art, by C. Patmore.

18. The Ministry of Fine Art by T. G. Parry.

19. The Principles of Art, by J. C. Van Dyke.

20. The Ancient and Medieval Architecture of India : A study of Indo-Aryan Civilisation by E. E. Havell.

21. Indian Sculpture and painting by E. E. Havell.

22. The Ideals of Indian Art by E. E. Havell.

23. Lessing's Laokoon (English translation.)

২৪। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রণীত "ভারত শিল্প"

ভারতীয় পণ্ডিতগণ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব নাম দিয়া কোন তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই। অল্পাধিক পরিমাণে সমস্ত শাস্ত্রেই, এবং বিশেষভাবে ভক্তিশাস্ত্রে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে তাঁহারা রসতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে ভারতীয় রসতত্ত্বের সারমর্ম্ম জানার সুবিধা হইবে :—

১। ঋগ্বেদ

২। সামবেদ

৩। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

৪। শতপথ ব্রাহ্মণ

৫। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঈশ, ঐতরেয়, শ্বেতাশ্বতর, কৌষীতকী, মুক্তিক, নাদবিন্দু প্রভৃতি উপনিষদাবলী।

৬। ব্রহ্মসূত্র

৭। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও তাঁহার ভাষ্য সমূহ

৮। মহাভারত

৯। বিষ্ণুপুরাণ

১০। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

ভক্তিশাস্ত্র।

১। নারদপঞ্চরাত্র

২। নারদভক্তিসূত্র

৩। শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র

৪। শ্রীমদ্ভাগবত

৫। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

৬। বৃহদ্‌ভাগবতামৃত

৭। লঘুভাগবতামৃত

৮। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৯। ব্রহ্মসূত্রের শ্রীরামানুজ, শ্রীমাধ্ব, শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীগোবিন্দভাষ্য

১০। গোবিন্দলীলামৃত

১১। উজ্জ্বলনীলমণি

১২। ষট্ সন্দর্ভ

অলঙ্কার শাস্ত্র।

১। ভারতশাস্ত্র

২। কাব্যাদর্শ

৩। কাব্যালঙ্কার-বৃত্তি

৪। কাব্যালঙ্কার

৫। দশরূপ

৬। সরস্বতীকণ্ঠাভরণ

৭। কাব্য-প্রকাশ

৮। সাহিত্য দর্পণ

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখক "রসতত্ত্ব" সম্বন্ধে কতটা আলোচনা করিয়াছেন।

"সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমত।

স্বনামধন্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,—

"আপনার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সৌন্দর্য্যপূর্ণ। ইহাতে অতি সুন্দর ভাষায় সুন্দরভাবে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে, এবং এই পুস্তক আপনার গভীর চিন্তাশীলতার ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রচুর পরিচয় দিতেছে। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি বিরল।"

(স্বাঃ) শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পৃথিবীবিশ্রুত পণ্ডিত ডাক্তার পি, সি, রায় বলেন,—

"It is evidently a production of vast study and deep research."

(Sd.) P. C. Roy.

দেশগৌরব শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্-এ, বেদান্তরত্ন বলেন,—

"আপনি এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থে এত জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় মনোজ্ঞ-ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, যে আপনার অনুসন্ধান, শাস্ত্রানুশীলন ও গবেষণার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সহিত

প্রাপ্তিস্থান:—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রসতত্ত্ব অন্তরঙ্গভাবে জড়িত, আপনি অলঙ্কারগ্রন্থ ও বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে রসতত্ত্বের সুন্দর ও গভীর আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই নিখিলরসামৃত-সিন্ধু, "রসো বৈ সঃ" সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি ভগবান্‌ই যে সমস্ত সৌন্দর্য্যের মূল প্রস্রবণ—এই আর্য্যসত্যের স্থাপনা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত সমূহের তুলনায় সমালোচনা দ্বারা গ্রন্থের গৌরব ও পারিপাট্য বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

(স্বাঃ) শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত।

লাহোর দয়ালসিংহ কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল্ শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম্-এ (লণ্ডন) বলেন,—

"যেমন বাহিরের সুন্দর পরিচ্ছদ তেমনি ভাষার বিশুদ্ধি ও প্রাঞ্জলতা, যেমনি বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যবিদ্‌গণের বিচিত্র মতের সমাবেশ তেমনি গ্রন্থকারের সুবিন্যস্ত চিন্তাশৃঙ্খলা আলোচ্য পুস্তকখানিকে অতি উপাদেয় ও মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। লেখক বিভিন্ন জাতির মনীষীদের অভিমত পুস্তকের পত্রে পত্রে উদ্ধৃত করিয়া সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান বিষয়ে বহুবিস্তৃত অধ্যয়নের পরিচয় দিয়াছেন, অথচ এ সকল দুরূহ ও জটিল মতবাদকে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।"

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সন।

প্রাপ্তিস্থান :—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ভগবান দাস এম্-এ, বলেন,—

"I very heartily compliment and congratulate you on the learning that is apparent on every page of your book."

(Sd.) Bhagavan Dass.

ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল্ ডাক্তার যজ্ঞেশ্বর ঘোষ এম্-এ, পি, এইচ, ডি বলেন,—

"It is the first work of its kind in Bengalee, and yet it has the merit of thoroughness. The author has approached the subject with a genuine love for it, which, however has not blinded his judgment. The different theories have been clearly set forth, and the exposition has been supplemented by pertinent criticism. The book is thus a store-house of information well-arranged and intelligible even to those who have not made a special study of metaphysics. I feel, I am not competent to review it, but I have no hesitation in saying that I have learnt much from it."

(Sd.) Jajneswar Ghose.

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,—

"আপনার রচিত "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" পাঠ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিলাম। এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অতি বিরল। নানাদিক হইতে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে গভীর পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে সমস্ত য়ুরোপীয় ও ভারতীয় দার্শনিকদিগের মতামত সংগ্রহ করিতে আপনার বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। এত বিভিন্ন মতের সংগ্রহ অন্য কোনও গ্রন্থে দেখি নাই।"

(স্বাঃ) শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঢাকা কলেজের সুযোগ্য সংস্কৃতাধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতপাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন বোর্ডের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম্-এ, বলেন,—

"The Board of Studies in Sanskritic Languages considered the question of adopting "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" by Babu Abhoya Kumar Guha M.A., B.L., as a text-book for our University students. For thoughtfulness,

---

প্রাপ্তিস্থান :—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

originality, research and scholarship, the book reflects great credit on the author; and the members were all of opinion that the book deserved encouragement; but under the Regulations there is no room for prescribing it for the B. A. Examination. I think, however, that our students preparing for the M. A. Examination in Sanskrit may read the book with advantage.”

(Sd.) Bidhubhusan Goswami.

সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পঠিত “১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্যের বিবরণ” নামক প্রবন্ধে বলেন,—

“এ বৎসর সাহিত্যবিভাগে এক অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির নাম—“সৌন্দর্য্যতত্ত্ব”, লেখকের নাম শ্রীযুক্ত অভয়-কুমার গুহ। কঠোর পরিশ্রম-সহকারে লিখিত এমন সুন্দর গ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অনেক দিন প্রকাশিত হয় নাই।”

মানসী ও মর্ম্মবাণী, ১৩২৩ কার্ত্তিক।

প্রাপ্তিস্থান:—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মেসার্স দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

দেশগৌরব মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি-এল বলেন,—

"বঙ্গভাষায় এরূপ মৌলিক গ্রন্থ দুর্লভ। ইহাতে গবেষণা, চিন্তাশীলতা ও রচনাকৌশল দেদীপ্যমান; সংস্কৃত সাহিত্য, বেদ ও উপনিষৎ এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্যপাঠের যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান আছে।"

কায়স্থপত্রিকা, আষাঢ়, ১৩২৩ সন।

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব বলেন,—

"শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ মহাশয় রচিত "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" আমি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় পণ্ডিতগণের মত বিশ্লেষণ করিয়া যেরূপ সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন —কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য কোন গ্রন্থে সেরূপ বিশদ পরিচয় পাই নাই। "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" গ্রন্থকারের প্রথম রচনার পরিচয় হইলেও তিনি যেরূপ লিপিকুশলতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে একজন প্রবীণ সাহিত্যিক পদে বরণ করিতে পারি।"

(স্বাঃ) শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

প্রাপ্তিস্থান:—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী বলেন,—

"লেখক এ গ্রন্থে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও প্রভূত অনুসন্ধান প্রদর্শন করিয়াছেন। পুস্তকখানির ভাষা মার্জ্জিত ও সংস্কৃত এবং ইহার শেষাংশে "সৌন্দর্য্যের স্বরূপ" শীর্ষক যে অপূর্ব্ব অধ্যায়টি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বিচার-পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সম্পর্কে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সিদ্ধান্ত আর কিছুই হইতে পারে না। মাতৃভাষার শোভাসম্পৎবর্দ্ধনে গ্রন্থকারের এই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে।"

(স্বাঃ) শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সুযোগ্য হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন,—

"শ্রীযুক্ত অভয়কুমার গুহ প্রণীত "সৌন্দর্য্যতত্ত্ব" পাঠ করিয়া প্রীত ও মুগ্ধ হইলাম। বাঙ্গালা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থ এই বোধ হয় প্রথম। প্রাচীন ও নবীন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য মণীষীগণের সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধীয় মতগুলি বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সঙ্কলন করিয়া লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যিকদিগের সম্মুখে এক অভিনব পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরিশেষে গ্রন্থকার যে স্থলে সৌন্দর্য্যের স্বরূপ বিষয়ে নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

(স্বাঃ) শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্থান :—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্পাদক রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্-এ, বি-এল বলেন,—

"যিনি সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার, যাঁহাকে শ্রুতিতে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত না হইলে আপনি এবংবিধ গ্রন্থ কখনই লিখিতে পারিতেন না ; এ অবস্থায় আপনার পুস্তক যে একখানি অতীব উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ হইয়াছে তাহা বলিতে আমার সন্দেহমাত্র নাই।"

(স্বাঃ) শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

তর্ক-বিজ্ঞানপ্রণেতা শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ ন্যায়বাগীশ বি-এ বলেন,—

"It is an excellent work."

ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, পি, এইচ্, ডি বলেন,—

"Even a cursory glance of its contents has been enough to convince me of your deep and wide knowledge of the subject-matter and the skilful manner of its presentation."

প্রাপ্তিস্থান :—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট্-কালেক্টর মিষ্টার স্প্রাই বি-এ বলেন,—

"I have had no special philosophical training, but it is evident that the author has been at great pains to deal with all branches of his subject, and I believe it will prove of great help to students of philosophy."

(Sd.) H. E. Spry, Magistrate & Collector.

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ বলেন,—

"The author has done a great service to educated Bengal by putting together a mass of materials for a correct estimate of the notion of beauty in Ancient India. The definition of beauty as given in Rupa Goswami's work is excellent and I think it will hold its own against all adverse criticism. * * The work should receive encouragement from the educated public for whose benefit it is written and from the State."

(Sd.) Haraprasad Shastri.

প্রাপ্তিস্থান :—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কিশোরগঞ্জের সুযোগ্য সব্‌ডিভিসনেল অফিসার মিষ্টার এঁস, এন, রায় বলেন,—

"It is I believe the first systematic attempt to deal with the philosophy of the beautiful in Bengali. I hope it will meet with the success it deserves and will be widely read as opening out a new line of research."

(Sd.) S. N. Roy.

বঙ্গের প্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিক পত্র "Modern Review" বলেন,—

"The quotations from poets, philosophers, saints, mystics and writers of all ages and countries with which the book teems would go to show that the author has left no possible source of enlightenment unexplored in his endeavour to elucidate the subject. But the book is no mere collection of materials, and it is herein that the author's special claim to distinction lies. He has thoroughly assimilated his subject, and made original contributions to it. He has not been weighed down

---

by his erudition, and his illuminating analysis shows his easy mastery of treatment. The author is a specialist, but his specialism is based on wide general culture and his exposition though peculiarly suited to readers with a philosophical bent of mind, also appeals to the general readers. The Bibliography appended at the end of the book shows how deep and extensive is his reading, and over what a wide field he has roamed in the quest after light. As a result of his devoted studies he has succeeded in producing a book of great value, and has undoubtedly enriched the Bengali literature. His book belongs to a class of writings which are eminently calculated to add worth and prestige to our vernaculars, and it deserves to be introduced as a text-book in our Colleges for advanced students in philosophy."

The Modern Review for August, 1916.

প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "নব্য ভারত" বলেন,—

"এই পুস্তক খানি পড়িতে পড়িতে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। এই গ্রন্থপ্রণয়নে গ্রন্থকার যে কত পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না।

এই পুস্তকখানি উপন্যাস ও কবিতাপ্লাবিত দেশের গৌরবের সামগ্রী হইয়াছে।"

নব্যভারত, চৈত্র, ১৩২২।

প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র "হিতবাদী" বলেন,—

"তিনি কেবল ভারতবাসীর কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইয়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন লোক এ বিষয়টা যে ভাবে দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন, তাহাও দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম, গবেষণা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। অভয় বাবুর ভাষা প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ ও ওজোগুণবহুল। এই পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য হওয়া উচিত।

হিতবাদী, ২৯শে বৈশাখ, ১৩২৩ সন।

প্রসিদ্ধ ইংরাজী দৈনিক "Amritra Bazar Patrika" বলেন,—

"The writer has drawn much from Vaishnava literature and in a way, has vindicated the soundness of Vaishnava philosophy. The language of the author is sweet and chaste. It can safely be asserted that this is the first original attempt on Aesthetics in Bengalee

and deserves every encouragement from educated Bengal and the State. The book may be prescribed as a text-book for the B. A. Honours in Philosophy. No library should be without a copy of the book."

Amrita Bazar Patrika, 10th June, 1916.

পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্র "Herald" বলেন,—

"In reviewing the book we observed some time ago that it might be prescribed as text-book for the B. A. or the M. A. We are glad to note that the Sanskritic Board of Studies held much the same view. Babu Abhayakumar is a credit to our University. His work has partly removed the stigma that Indian Universities do not produce original thinkers. Since books of genuine merits are coming out in Bengalee, we are strongly of opinion that the Calcutta Senate should lose no time in introducing Bengalee in the M. A. curriculam."

The Herald, august 23, 1916.

প্রাপ্তিস্থান :—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র "চারুমিহির" বলেন,—

"আমরা অতি সংক্ষেপে গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় প্রদান করিলাম। ইহা হইতেই পাঠকগণ এই গ্রন্থ কিরূপ উপাদেয় ও মূল্যবান হইয়াছে বুঝিতে পারিবেন। সুশিক্ষিত গ্রন্থকার সবিশেষ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যসহকারে প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণের সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিষয়ক মত প্রকটন করিয়া বিস্তৃত আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে যত প্রকার আলোচনা হইতে পারে সমস্তই এই গ্রন্থে সযত্নে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ, অথচ এই গুরু বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী। এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে আর আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।"

চারুমিহির, ২৭এ ভাদ্র, ১৩২৩।

ঢাকার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র "ঢাকা গেজেট" বলেন,—

"বাঙ্গালা ভাষায় প্রতি বৎসরই শতে শতে হাজারে হাজারে গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ন্যায় মনোহারী গ্রন্থ কয় বৎসরে একখানি প্রকাশিত হয় আমরা জানি না। সত্যকথা বলিতে কি বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে এরূপ দার্শনিক গভীর তত্ত্বের বিচিত্র সমালোচনা ও বিশদ বিবৃতি অন্ততঃ আমাদের নেত্রগোচর হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি কেহ নিবিষ্টচিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে সমর্থ হন, তিনি ইহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার না পড়িয়াই থাকিতে পারিবেন না।"

ঢাকা গেজেট, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩২৩ সন।

প্রাপ্তিস্থান :—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র "ঢাকা প্রকাশ" বলেন,—

"সৌন্দর্য্যতত্ত্ব একখানি অভিনব গ্রন্থ; বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর কয়খানি আছে, বলিতে পারি না। আমাদের সামান্য দৃষ্টিতে এরূপ পুস্তক আর একখানিও নিপতিত হয় নাই বলিয়া আমরা ইহাকে অভিনব আখ্যা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না; এতদ্ব্যতীত, যে প্রণালী অবলম্বনে গ্রন্থকার সৌন্দর্য্যতত্ত্বের দুর্ব্বোধ বিষয়ের বিশ্লেষণে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও বাঙ্গালা ভাষায় অনেকটা অভিনব বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সুখের বিষয় গ্রন্থকারের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

ঢাকা প্রকাশ, ৮ই আশ্বিন, ১৩২৩ সন।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র "বঙ্গবাসী" বলেন,—

"আলোচ্য গ্রন্থে যে ভাবে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের আলোচনা হইয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা বিরল। সাহিত্যের হিসাবে ইহা তথ্যসঞ্চয়ের শক্তিশালী সহায়।"

বঙ্গবাসী, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৩ সন।

প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র "সৌরভ" বলেন,—

"এই গ্রন্থপ্রণয়নে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী। আমরা এই গ্রন্থের সাদর অভিনন্দন করিতেছি।"

সৌরভ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার বলেন,—

"গ্রন্থকার তদীয় গ্রন্থে নিখুঁত ভাষায় সৌন্দর্য্যতত্ত্বের এমন অপূর্ব্ব আলোচনা করিয়াছেন যে তাহা পাঠ করিলে বিদ্বান মাত্রেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইবেন। এই গ্রন্থ দ্বারা বঙ্গভাষার সম্পদ্‌বৃদ্ধি ও সাহিত্যের একটি যথার্থ অভাব দূরীভূত হইবে।"

আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা, আশ্বিন, ১৩২৩ সন।



অধিকাংশ সংবাদ পত্রেই গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। অনাবশ্যকবোধে অতি সামান্য অংশই উপরে উদ্ধৃত হইল। উদ্ধৃত অংশ হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে এরূপ মৌলিক উপাদেয় গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্‌, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মেসার্স দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

